বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-১৭

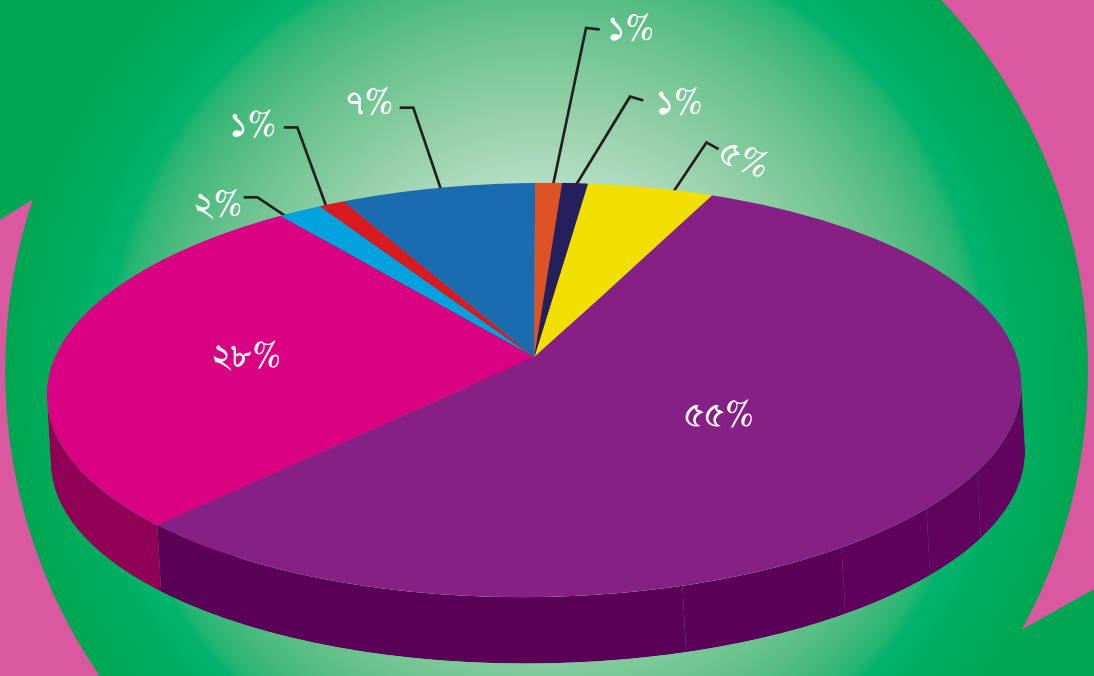

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

www.wewb.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-১৭

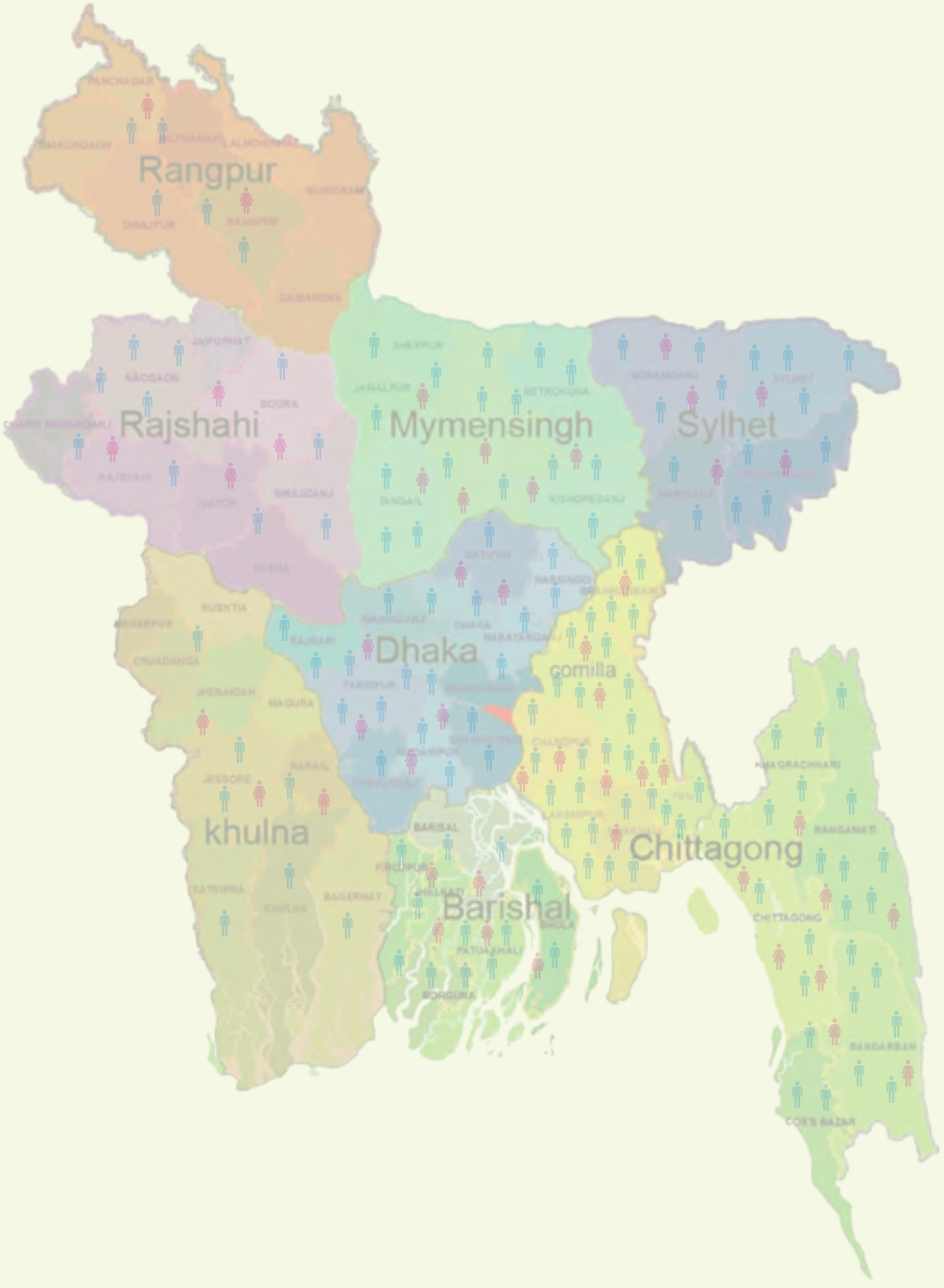

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি
মাননীয় মন্ত্রী
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. নমিতা হালদার এনডিসি
ভারপ্রাপ্ত সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

জনাব গাজী মোহাম্মদ জুলহাস এনডিসি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।

কমিটি

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম - সভাপতি
যুগ্মসচিব ও পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।

নূরুন আখতার - সদস্য
উপসচিব ও পরিচালক (আইআরপি)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।

জনাব মোঃ জাহিদ আনোয়ার - সদস্য
সহকারী পরিচালক
(তথ্য ও জনসংযোগ)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।

জনাব পাপ্পু মজুমদার - সদস্য
প্রোগ্রামার (ওয়েব)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।

জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম - সদস্য সচিব
উপসচিব ও পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড।

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০১৭

কম্পিউটার গ্রাফিক্স

তাজ মোহাম্মদ

মুদ্রণ

লেটার প্রেস
২৪৬ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা।

নুরুল ইসলাম বিএসসি
মন্ত্রী
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বাণী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের ১৬৫টি দেশে কর্মরত এক কোটির অধিক বাংলাদেশি কর্মী এবং তাদের পরিবারের চার কোটি সদস্যের কল্যাণে সততা, নিষ্ঠা ও মানবিকতা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। অত্যন্ত দ্রুততম সময়ের মধ্যে কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সেবা প্রদানে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে এর প্রতিফলন ঘটবে। এর ফলে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সম্পর্কে একটি চিত্র দৃশ্যমান হবে।

বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর পেছনে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। দেশের উন্নয়নে প্রবাসী কর্মীদের অবদান এবং তাদের পরিবারের ত্যাগ কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতির সাথে স্মরণ করছি।

প্রবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং জীবনমান উন্নয়নে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহ যোগাতে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান এবং অনাবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ বোর্ডের সদস্যপদ প্রদান করা হচ্ছে। প্রবাসী সন্তানদের জন্য আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং অভিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় আবাসনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়াও বিদেশগামী সকল কর্মীকে বিমা সুবিধার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেবা সমূহ ডিজিটাইজেশন এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান করায় আমি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বাস করি, সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সেবা প্রদানে আরও নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে আরও অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করবে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নুরুল ইসলাম বিএসসি)

ড. নমিতা হালদার এনডিসি

ভারপ্রাপ্ত সচিব

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

ও চেয়ারপার্সন, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

বাণী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭ প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রতিষ্ঠানটি বিদেশগামী কর্মীদের প্রাক বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান, বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে বিদেশগামী ও প্রত্যাগত কর্মীদের সহায়তা, তাঁদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে কোটা সংরক্ষণ, প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী বৈধ কর্মীদের মৃতদেহ দেশে আনয়ন, অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদানসহ মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ প্রদান, পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান, মৃত কর্মীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্স্যুরেন্স/সার্ভিস বেনিফিট আদায়ে সহায়তা করছে। এছাড়া প্রবাসে আটক ও বিপদগ্রস্ত কর্মীদের আইনগত সহায়তা প্রদান ও ফেরত আনয়ন, স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও আইনগত সহায়তা, অসুস্থ কর্মীদের দেশে আনয়ন ও চিকিৎসার্থে আর্থিক সাহায্য প্রদান, বিপদগ্রস্ত নারী কর্মীদের সেইফ হোমে আশ্রয় প্রদানসহ কর্মরত কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে কাজ করছে। মানবিক এসব কাজ করে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ইতোমধ্যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

অনাবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে কল্যাণ বোর্ডের সদস্যপদ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া বিদেশগামী সকল কর্মীকে ইন্স্যুরেন্সের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি কল্যাণ বোর্ডকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি আশা করি, বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

(ড. নমিতা হালদার এনডিসি**)**

গাজী মোহাম্মদ জুলহাস এনডিসি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

বাণী

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে কাজ করে যাচ্ছে। তাঁদের মর্যাদা, অধিকার রক্ষা, জীবনমান উন্নয়ন এবং বহুমুখী কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ইতোমধ্যে মন্ত্রিসভা কর্তৃক "ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৭" চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। দীর্ঘ ৪৬ বছর পর সরকারের এ বোর্ড গঠন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। প্রতিষ্ঠানটি বিদেশগামী কর্মীদের প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং, বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে কর্মীদের সহায়তা, তাঁদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে সহায়তা প্রদান করছে। বিদেশে অসুস্থ কর্মীদের চিকিৎসার্থে আর্থিক সহায়তা, প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনয়ন এবং মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সহায়তা, পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান এবং মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/ইন্স্যুরেন্স/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট আদায় করে তা মৃতের ওয়ারিশদের নিকট বিতরণসহ তাদের কল্যাণে নানাবিধ কাজ করছে।

এছাড়া বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে কর্মীদের আইনগত সহায়তা, আটক কর্মীদের মুক্তকরণ ও দেশে ফেরত আনয়ন, পঙ্গু ও অসুস্থ কর্মীদের সহায়তা, নারী কর্মীদের সেইফ হোমে আশ্রয়ের ব্যবস্থাসহ সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কর্মীর দোরগোড়ায় সেবাসমূহ পৌঁছে দিতে বোর্ডের কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। অনাবাসী প্রবাসী বাংলাদেশিদের (ডায়াসপোরা) দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে বোর্ডের সদস্য পদ প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে তারা বোর্ড প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন।

বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৬-১৭ প্রকাশের মাধ্যমে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সার্বিক চিত্র সাধারণ মানুষের মাঝে তুলে ধরার একটি প্রয়াস। এর মাধ্যমে বোর্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ভবিষ্যতে এ প্রতিষ্ঠান প্রবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। অত্যন্ত আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং সততার সাথে সেবা প্রদান করায় আমি বোর্ডের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

(গাজী মোহাম্মদ জুলহাস এনডিসি**)**

সম্পাদকীয়

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অংশ হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বোর্ডের কার্যাবলি, সম্পাদিত কার্যক্রম, কর্মপরিকল্পনা, বাজেট এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্যসহ অন্যান্য কার্যক্রমের বিবরণ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই অংশ হিসেবে প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ যোগাতে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তিতে সহায়তা, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অসুস্থ ও মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা, বিদেশ হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য অর্থ আদায় করে পরিবারের নিকট পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। দেশে-বিদেশে কর্মী ও তাঁর পরিবারকে আইন সহায়তা, আটক কর্মীদের মুক্তকরণ, বিপদগ্রস্ত নারী কর্মীদের সেইফ হোমে আশ্রয় প্রদানসহ বিপদগ্রস্ত ও অসহায় কর্মীদের দেশে ফেরত আনা হচ্ছে। দীর্ঘ বছরের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে অনাবাসী বাংলাদেশিদের (ডায়াসপোরা) বোর্ডের সদস্যপদ প্রদান করা হয়েছে। বিদেশগামী সকল কর্মীর ইন্স্যুরেন্স সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যা প্রশংসার দাবী রাখে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে বোর্ডের কার্যক্রম ও সেবাসমূহ ডিজিটাইজড করা হয়েছে। এর মধ্যে ই-ফাইলিং, ইআরপি এবং ই-জিপি'র মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পাদন ডিজিটাইজেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ফলে সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে।

এছাড়া প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর পরিশোধিত মূলধন গঠনে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আরও ৫০ কোটি টাকাসহ মোট ১৪৫ কোটি টাকা প্রদান করায় বিদেশগামী দরিদ্র ও অস্বচ্ছল কর্মীরা জামানতবিহীন এবং সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা পাবে। এর পাশাপাশি নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণে বিএমইটি'কে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান অভিবাসন প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও গতিশীল করবে।

মাননীয় মন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম বিএসসি, ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. নমিতা হালদার এনডিসি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাণী দিয়ে আমাদের এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনাকে ঋদ্ধকরণের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য বোর্ডের মহাপরিচালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রতিবেদনটি তথ্য সমৃদ্ধ ও উৎকর্ষসাধনে যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আন্তরিকতার ঘাটতি না থাকা সত্ত্বেও অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে পাঠক ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করছি।

সম্পাদনা পরিষদ

সূচিপত্র

অধ্যায়-১: বোর্ডের পরিচিত

১.১ পটভূমি ৯
১.২ ভিশন ৯
১.৩ মিশন ৯

অধ্যায়-২: সচেতনতামূলক কার্যক্রম

২.১ প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং ১০
২.২ তৃণমূল পর্যায়ে প্রচার ১০
২.৩ প্রবাসে প্রচার ও চিত্ত বিনোদন ১০

অধ্যায়-৩: প্রবাসী কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনয়ন ও পরিবারকে আর্থিক সহায়তা

৩.১ মৃতদেহ দেশে আনয়ন ১২
৩.২ মৃতদেহ আনয়নে ব্যয় ১৩
৩.৩ মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ সহায়তা ১৪
৩.৪ আর্থিক অনুদান ১৫
৩.৫ মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্সের অর্থ আদায় ও বিতরণ ১৬

অধ্যায়-৪: অসুস্থ কর্মীদের সহায়তা

৪.১ চিকিৎসার্থে আর্থিক সহায়তা ১৭
৪.২ অসুস্থ কর্মীদের হাসপাতালে ভর্তি ১৮
৪.৩ প্রবাসে অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত কর্মীর চিকিৎসা ১৮
৪.৪ এ্যাম্বুলেন্স ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান ১৯

অধ্যায়-৫: আইনগত সহায়তা, নারী কর্মীদের আশ্রয় প্রদান এবং কর্মীদের ফেরৎ আনয়ন

৫.১ স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে আইন সহায়তা ২০
৫.২ প্রবাসে আইন সহায়তা ২০
৫.৩ সেইফ হোম স্থাপন ও পরিচালনা ২১
৫.৪ নারী কর্মীদের দেশে ফেরত প্রেরণ ২১
৫.৫ শারীরিকভাবে অক্ষম ও আটকে পড়া কর্মীদের দেশে ফেরত প্রেরণ ২২

অধ্যায়-৬: শিক্ষা কার্যক্রম

৬.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে সহায়তা ২৩
৬.২ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ২৩
৬.৩ প্রবাসে বাংলাদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সহায়তা ২৩

অধ্যায়-৭: বিমানবন্দর সেবা

৭.১ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা ২৪
৭.২ নিরাপদ অভিবাসনে সহায়তা ২৪

অধ্যায়-৮: অর্জন

৮.১ "ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড" আইন প্রণয়ন ২৫
৮.২ বীমা সুবিধা প্রবর্তন ২৫
৮.৩ অনাবাসি বাংলাদেশিদের বোর্ডের সদস্যপদ প্রদান ২৫
৮.৪ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপনে সহায়তা ২৫

অধ্যায়-৯: ডিজিটাইজেশন

৯.১ অনাবাসি বাংলাদেশি নিবন্ধন ২৫
৯.২ প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার ২৫
৯.৩ অনলাইন অভিযোগ ২৬
৯.৪ সোস্যাল মিডিয়া ২৬
৯.৫ ই-ফাইলিং ২৬
৯.৬ ইআরপি ২৬

অধ্যায়-১০: ব্যয়ের বিবরণী (বোর্ড ও মিশন)

১০.১ বোর্ডের কেন্দ্রীয় ব্যয় ২৬
১০.২ ডিইএমও সমূহে বাজেট প্রদান ২৯
১০.৩ শ্রম কল্যাণ উইংয়ে বাজেট প্রদান ৩০

অধ্যায়-১১: উদ্ভাবনী কার্যক্রম, ২০১৬-১৭

১১.১ বাৎসরিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ৩১
১১.২ আর্থিক সাহায্য প্রদানের Flow চার্ট ৩২

অধ্যায়-১২: কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

১২.১ মৃতদেহ আনয়নের দেশ ও মাস ওয়ারী পরিসংখ্যান ৩৩
১২.২ মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্যের চেক হস্তান্তর ৩৫
১২.৩ মৃতের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান ৩৭
১২.৪ আর্থিক অনুদান বিতরণ ৩৮
১২.৫ মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্সুরেন্সের অর্থ প্রদান ৩৯
১২.৬ মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্সুরেন্সের বাবদ আদায়কৃত অর্থ বিতরণ ৪০

অধ্যায়-১৩: অর্থবছর ভিত্তিক সেবা প্রদানের চিত্র

১৩.১ তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে মৃতদেহ গ্রহণ (২০০৫-০৬ হতে ২০১৬-১৭) ৪১
১৩.২ মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান (১৯৯৩-৯৪ হতে ২০১৬-১৭) ৪২
১৩.৩ আর্থিক অনুদান বিতরণ (১৯৯৬-৯৭ হতে ২০১৬-১৭) ৪৪
১৩.৪ মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্সুরেন্স/সার্ভিস বেনিফিট এর অর্থ আদায় ৪৬
১৩.৫ প্রবাসে মৃত কর্মীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্সুরেন্স/সার্ভিস বেনিফিট এর অর্থ বিতরণ ৪৮
১৩.৬ শিক্ষা বৃত্তি প্রদান (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭) ৫০
১৩.৭ প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং গ্রহণকারী কর্মীর সংখ্যা ৫১

অধ্যায়-১৪: ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড পরিচালনা পরিষদ ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

১৪.১ বোর্ড পরিচালনা পরিষদ সদস্যবৃন্দের পরিচিতি ৫২
১৪.২ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের তালিকা ও যোগাযোগ নম্বরসমূহ ৫৩
১৪.৩ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে নব যোগদানকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারী (২০১৬-১৭) ৫৪

বাজেট ৫৫
ফটো গ্যালারী ৫৭

অধ্যায়-১

বোর্ডের পরিচিত

১.১ পটভূমি

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে ১৯৯০ সাল থেকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কাজ করছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের বিধি অনুযায়ী ১১ সদস্যের একটি পরিচালনা বোর্ড ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বোর্ডের সদস্য হিসেবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক, বিএমইটির মহাপরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বায়রার প্রতিনিধি রয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) বোর্ডের সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১.২ ভিশন

- প্রবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য অর্থবহ ও টেকসই কল্যাণ নিশ্চিত করা।

১.৩ মিশন

- প্রবাসী কর্মীদের আইনগত সহায়তাসহ সার্বিক কল্যাণ সাধন করা;
- প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর পরিবারের সদস্যদের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা;
- বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের Social Re-integration এর আওতায় আনা; এবং
- প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের শিক্ষা অর্জনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

অধ্যায়-২

সচেতনতামূলক কার্যক্রম

২.১ প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং

চাকুরি নিয়ে বিদেশ গমনকারী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের আইন, নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, ভাষা, আবহাওয়া, পরিবেশ, শ্রম আইন, অধিকার-কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিতে বিদেশ গমনের পূর্বে সচেতনতামূলক প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়। এর ফলে বিদেশ গমনের পূর্বে কর্মীরা সংশ্লিষ্ট দেশের সার্বিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান

জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	সর্বমোট
৩৮২৫	৪৬৮০	৩৫৭০	৪১৭৩	৫৩৭৬	৪৫৩১	৫৫৭০	৪৩৫০	৪৯২৭	৩৫৭৭	৪৭৯৫	৩৪৭০	**৫২৮৪৪**

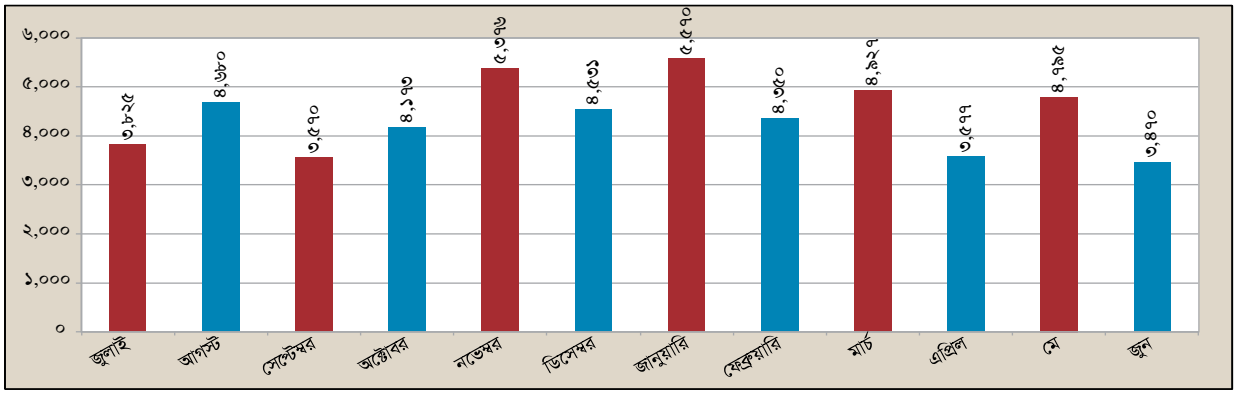

প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদানের চিত্র (মাস ভিত্তিক)

২.২ তৃণমূল পর্যায়ে প্রচার

প্রবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ বোর্ড প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

২.৩ প্রবাসে প্রচার ও চিত্ত বিনোদন

প্রবাসে কর্মরত কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাংলাদেশ মিশনসমূহের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে সংশ্লিষ্ট দেশের বিভিন্ন শহরে চিত্ত বিনোদনসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর ফলে প্রবাসী কর্মী তথা বাংলাদেশ কমিউনিটির সাথে বাংলাদেশ মিশনসমূহের এক সেতু বন্ধন রচিত হয়। মিশনসমূহের শ্রম কল্যাণ উইং তাদের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা এবং করণীয় সম্পর্কে সরাসরি অবহিত হন এবং তা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন দূতাবাসে প্রবাসী কর্মীদের নিয়মিত ওপেন হাউস সভার মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা হয়।

বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে প্রচার ও চিত্ত বিনোদন কার্যক্রমে অর্থ বরাদ্দ					
ক্রম	দেশের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ	ক্রম	দেশের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ
১	আবুধাবী, ইউএই	২ লক্ষ	১৬	মালয়েশিয়া	১ লক্ষ
২	জেদ্দা, সৌদি আরব	১ লক্ষ	১৭	বাহরাইন	২ লক্ষ
৩	রিয়াদ, সৌদি আরব	১ লক্ষ	১৮	দক্ষিণ আফ্রিকা	৫০ হাজার
৪	দুবাই, ইউএই	৩ লক্ষ	১৯	রোম, ইতালী	৫০ হাজার
৫	কুয়েত	১ লক্ষ	২০	অস্ট্রেলিয়া	২ লক্ষ
৬	কাতার	২.৫০ লক্ষ	২১	ইরাক	৭৫ হাজার
৭	ওমান	৫০ হাজার	২২	মিলান, ইতালী	২ লক্ষ
৮	জর্ডান	৪০ হাজার	২৩	স্পেন	১ লক্ষ
৯	ব্রুনাই	১ লক্ষ	২৪	হংকং	৫০ হাজার
১০	সিংগাপুর	২ লক্ষ	২৫	কানাডা	৪ লক্ষ
১১	দক্ষিণ কোরিয়া	১.৫০ লক্ষ	২৬	নিউইয়র্ক, ইউএসএ	১ লক্ষ
১২	জাপান	১ লক্ষ	২৭	লসএঞ্জেলস, ইউএসএ	১.৫ লক্ষ
১৩	গ্রীস	১ লক্ষ	২৮	অস্ট্রিয়া	২ লক্ষ
১৪	লিবিয়া	১ লক্ষ	২৯	লেবানন	১ লক্ষ
১৫	মালদ্বীপ	১ লক্ষ		সর্বমোট	৩৯.৬৫ লক্ষ

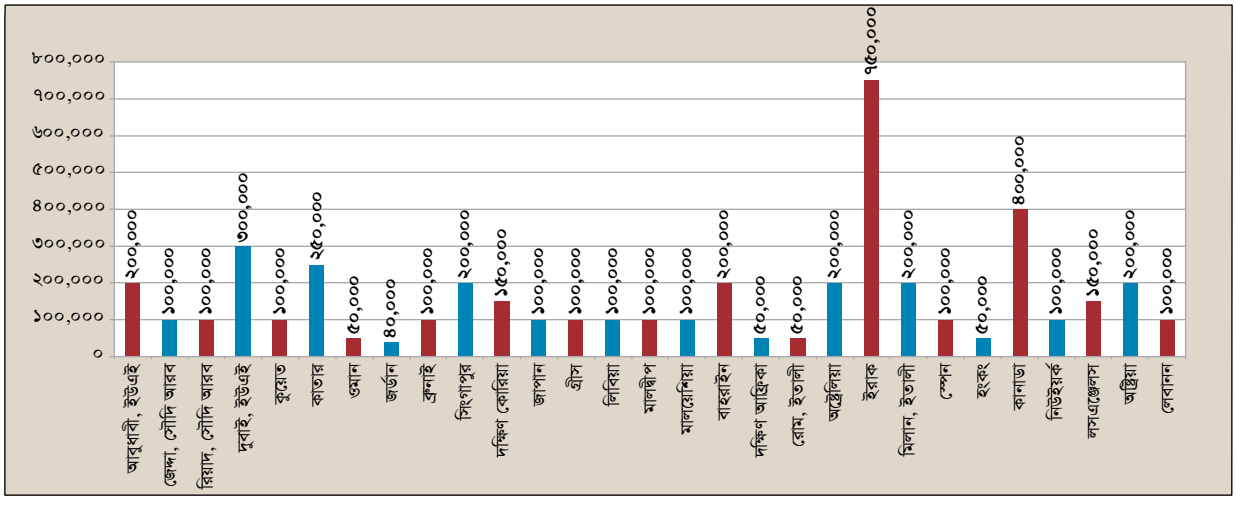

বাংলাদেশ মিশনসমূহে প্রচার ও চিত্ত বিনোদন কার্যক্রমে অর্থ বরাদ্দের চিত্র (দেশ ভিত্তিক)

প্রবাসী কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনয়ন ও পরিবারকে আর্থিক সহায়তা

৩.১ মৃতদেহ দেশে আনয়ন

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে দেশে আনা হয়। কোন কর্মীর পরিবার মৃতদেহ সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের আগ্রহ প্রকাশ করলে পরিবারের লিখিত মতামত গ্রহণপূর্বক দূতাবাসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মৃতদেহ দেশে আনয়ন

জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	সর্বমোট
২৫৬	২৯৪	২৩৩	৩১২	৩০৪	২৯৯	৩০৯	২৯০	৩২০	২৯৫	২৯৫	২৪৮	৩৪৫৫

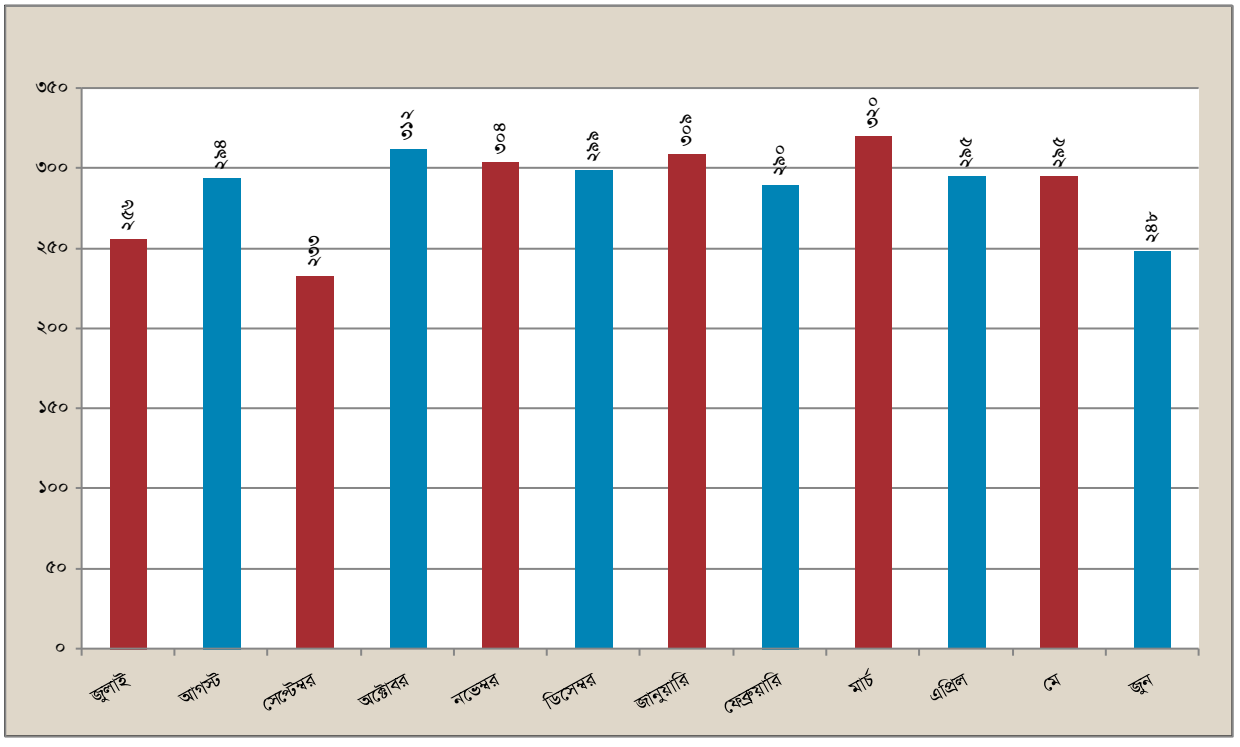

মৃতদেহ আনয়নের চিত্র (মাস ভিত্তিক)

৩.২ মৃতদেহ আনয়নে ব্যয়

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ নিয়োগকর্তার খরচে দেশে আনা হয়। কোন ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা পাওয়া না গেলে অথবা নিয়োগকর্তা অপারগতা প্রকাশ করলে বাংলাদেশ কমিউনিটির সহায়তায় মৃতদেহ দেশে আনা হয়। নিয়োগকর্তা এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির সহায়তা পাওয়া না গেলে মৃতদেহ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে দেশে আনা হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ মিশনসমূহের শ্রম কল্যাণ উইংয়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মিশনসমূহে) মৃতদেহ দেশে প্রেরণ বাবদ খাতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়।

মৃতদেহ আনয়নে ব্যয় (দেশ ভিত্তিক)

দেশ	টাকা		দেশ	টাকা
আবুধাবী, ইউএই	৬ লক্ষ		মালদ্বীপ	৫ লক্ষ
জেদ্দা, সৌদি আরব	২০ লক্ষ		মালয়েশিয়া	৩ লক্ষ
রিয়াদ, সৌদি আরব	৫ লক্ষ		বাহরাইন	৪.৫০ লক্ষ
দুবাই, ইউএই	৯ লক্ষ		দক্ষিণ আফ্রিকা	১ লক্ষ
কুয়েত	৩ লক্ষ		অষ্ট্রেলিয়া	৫ লক্ষ
কাতার	২ লক্ষ		ইরাক	৩.৫০ লক্ষ
ওমান	৯ লক্ষ		মিলান, ইতালী	৩ লক্ষ
জর্ডান	২.৫০ লক্ষ		স্পেন	৪ লক্ষ
মিশর	১ লক্ষ		জেনেভা, সুইজারল্যান্ড	৩ লক্ষ
সিংগাপুর	১ লক্ষ		রাশিয়া	১.৫০ লক্ষ
দক্ষিণ কোরিয়া	৬ লক্ষ		নিউইয়র্ক, ইউএসএ	৩ লক্ষ
গ্রীস	৯ লক্ষ		অষ্ট্রিয়া	৫০ হাজার
লিবিয়া	১৮ লক্ষ		লেবানন	৫ লক্ষ
			সর্বমোট	১,৩৩,৫০,০০০/-

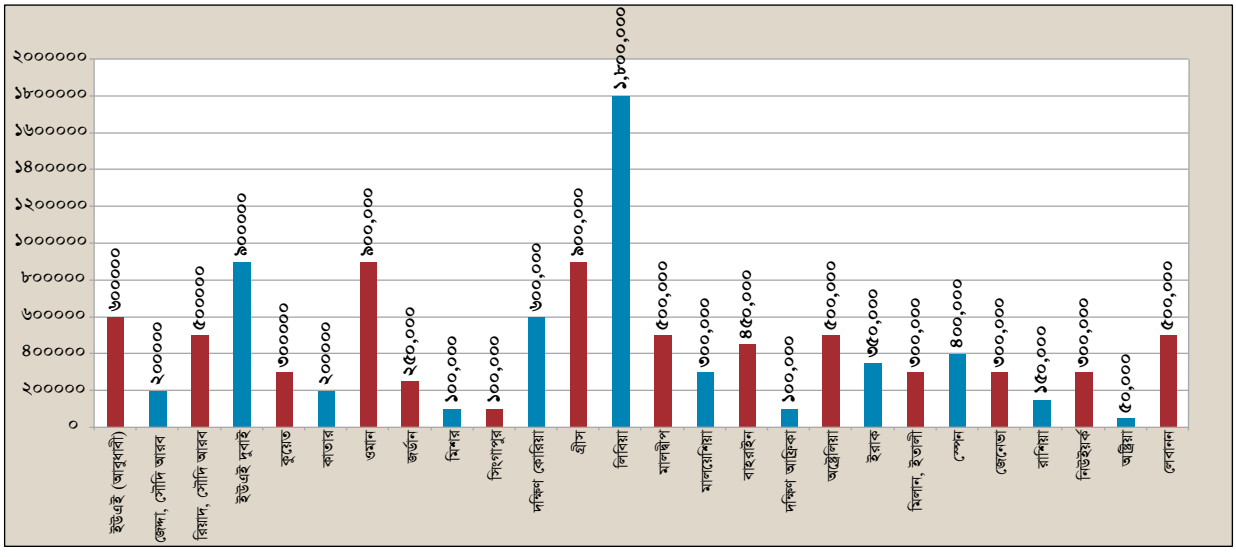

মৃতদেহ আনয়নে ব্যয়ের চিত্র (দেশ ভিত্তিক)

৩.৩ মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ সহায়তা

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক এর মাধ্যমে মৃতের পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। মৃতদেহ হস্তান্তরের সময় প্রত্যেক মৃত কর্মীর পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচের জন্য ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকার চেক প্রদান করা হয়।

মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ প্রদানকৃত অর্থ

জুলাই		আগস্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		সর্বমোট	
সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
১৯১	৬৭৫৫০০০/-	২৬২	৯১৭০০০০/-	১৯২	৬৭২০০০০/-	২৮৬	১০০১০০০০/-	২৭৩	৯৫৫০০০/-	২৩৮	৮৩৩০০০০/-	২৮৮	১০০৮০০০০/-	২৪২	৮৪৭০০০০/-	৩০০	১০৫০০০০০/-	২৫৯	৯০৬৫০০০/-	২৮০	৯৮০০০০০/-	১৮৭	৬৫৪৫০০০/-	৩০০০	১০৫০০০০০০/-

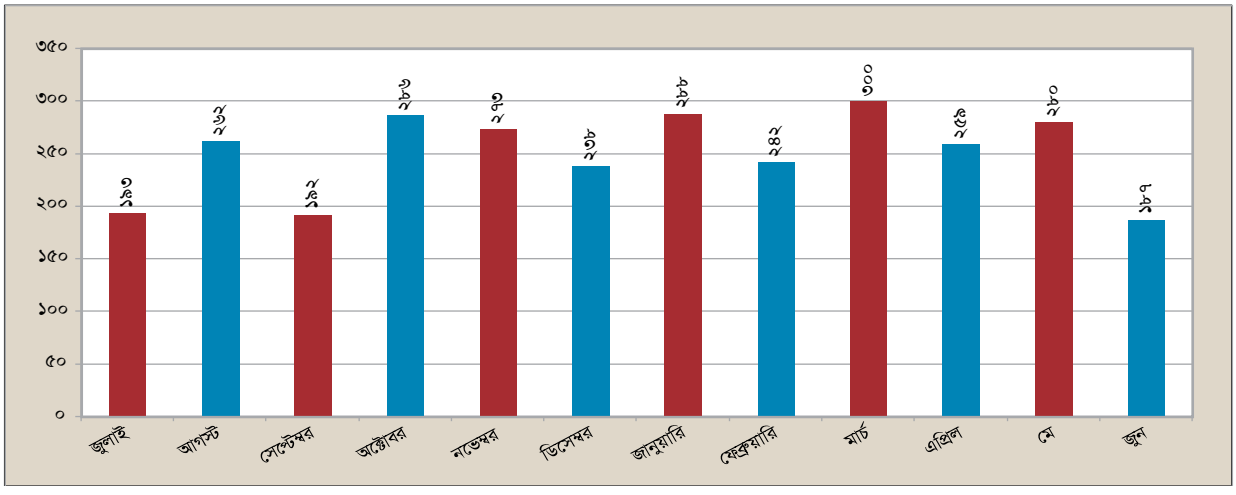

আর্থিক সাহায্য গ্রহণকৃত পরিবারের চিত্র (মাস ভিত্তিক)

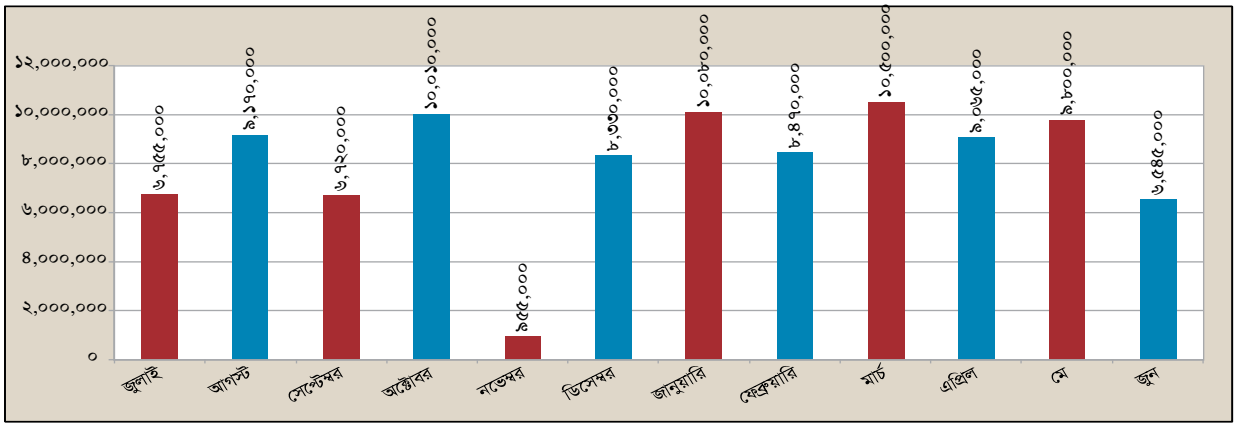

আর্থিক সাহায্য প্রদানের চিত্র (মাস ভিত্তিক)

৩.৪ আর্থিক অনুদান

বহির্গমন ছাড়পত্র নিয়ে বিদেশে গমনকারী অথবা বিদেশে বৈধভাবে কর্মরত অথবা অনাবাসী বাংলাদেশি (ডায়াসপোরা) হিসেবে কল্যাণ বোর্ডের সদস্যপদ গ্রহণকারী কর্মী প্রবাসে মৃত্যুবরণ করলে তাঁদের পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে এককালীন ৩ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেয়া হয়। এছাড়া যে সকল কর্মী ছুটিতে কিংবা অসুস্থ হয়ে দেশে আসার ৬ মাসের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে তাঁদের পরিবারকেও সমপরিমান অর্থ অনুদান দেয়া হয়।

আর্থিক অনুদান প্রদান

জুলাই		আগস্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		সর্বমোট	
সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
৩৪৯	৯৭১.২৫ লক্ষ	৪০২	১১৪১.৫৮ লক্ষ	৩৪৮	১০২৬.১৪ লক্ষ	৪৭৩	১২৭৩.৮৫ লক্ষ	৩৫১	১০১৮.৯৩ লক্ষ	৩৬০	১০০৯.৭০ লক্ষ	৩১১	৯৪৫.১৬ লক্ষ	২৯৯	৮৭১.১৯ লক্ষ	২০৬	৬৩৩.৩০ লক্ষ	৪৫২	১৩১২.৩৫ লক্ষ	৩৩০	১০০৫.৯০ লক্ষ	১৭৪	৫৩২.৮৮ লক্ষ	৪০৫৫	১১৭ কোটি ৪২ লক্ষ

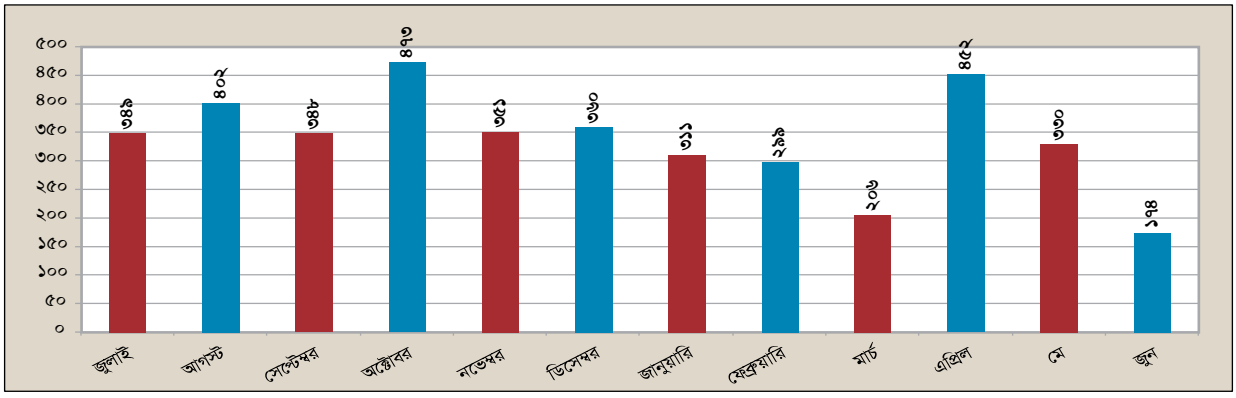

আর্থিক অনুদান গ্রহণকৃত পরিবারের চিত্র (মাস ভিত্তিক)

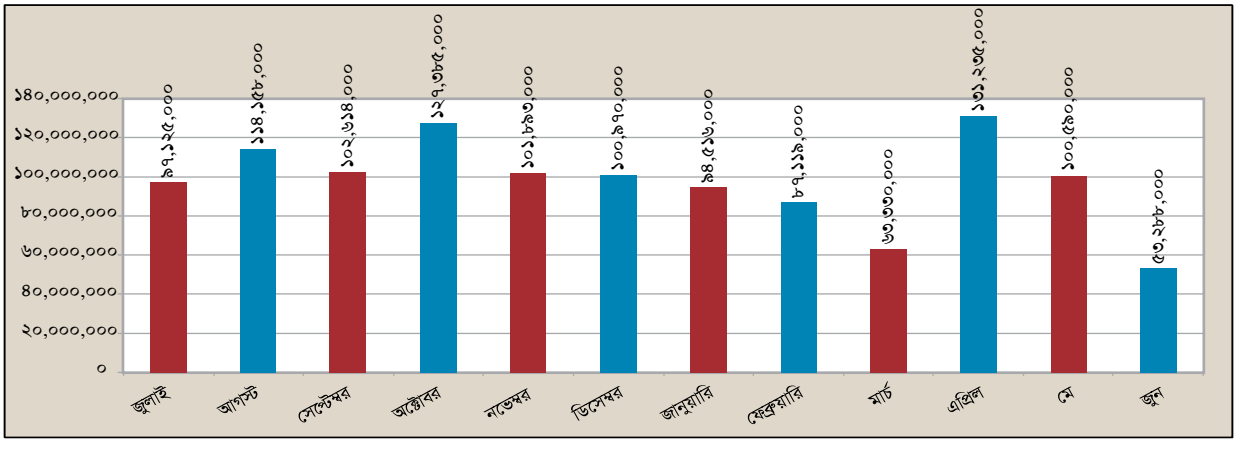

আর্থিক অনুদান প্রদানের চিত্র (মাস ভিত্তিক)

৩.৫ মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্সের অর্থ আদায় ও বিতরণ

বিদেশে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্সের অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত আদায়কৃত অর্থ তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়।

মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্সের অর্থ বিতরণ

জুলাই		আগস্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		সর্বমোট	
সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
৯৪	৪,২৮,৭০,৬৭০/-	১০৯	৩,৬৮,২৬,১৯৭/-	৮১	৫,৫৫,৪৭,৪৬৭/-	১১৮	৫,১৯,৮৫,৫০১/-	৮২	৫,১১,৮৪,৬৩৬/-	৭১	৪,৩১,৪৬,৬৪৫/-	৮৯	৬,৩৩,৪১,১০৩/-	১০৭	৬,৭২,০৯,৭৭০/-	৫৩	৩,১৯,৩০,৯১৮/-	৫৬	৮,৫১,১২,৯৪৬/-	৬৩	৩,০৩,১৫,১৪১/-	১০৩	৩,৮২,৫৩,৫৬৬/-	১০২৬	৫৯,২৪,৬০,৩০৬/-

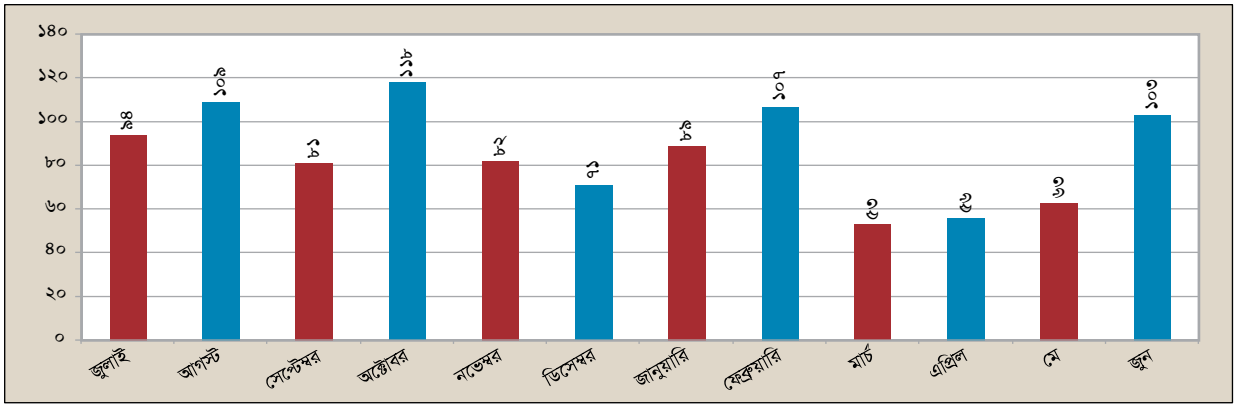

ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য অর্থ গ্রহণকৃত পরিবারের সংখ্যা (মাস ভিত্তিক)

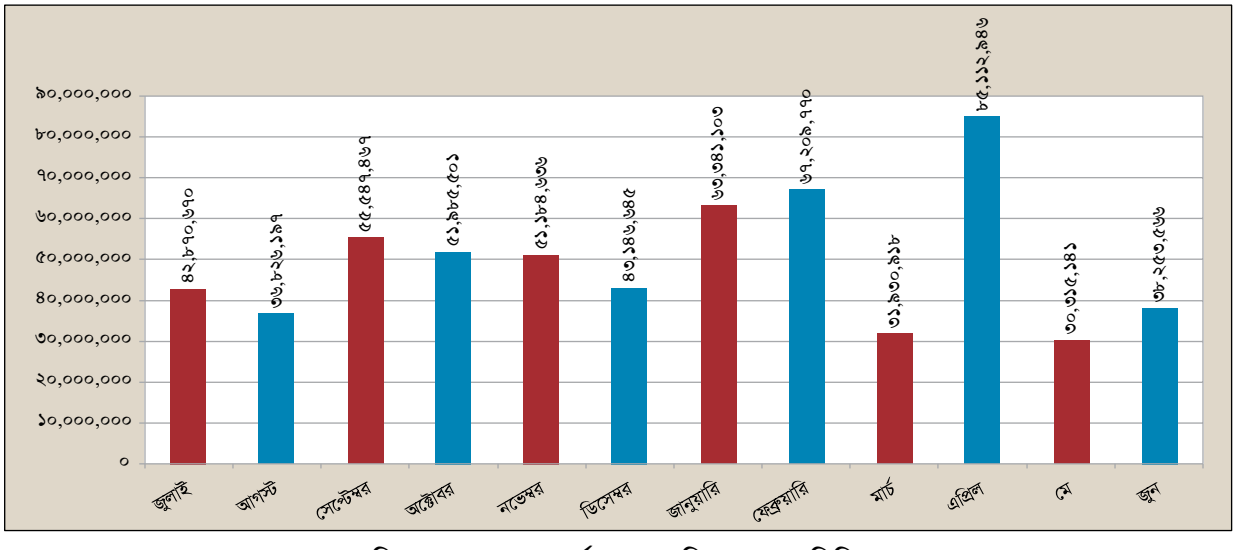

ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য অর্থ প্রদানের বিবরণ (মাস ভিত্তিক)

অধ্যায়-৪

অসুস্থ কর্মীদের সহায়তা

৪.১ চিকিৎসার্থে আর্থিক সহায়তা

প্রবাসে কর্মরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী দুর্ঘটনা অথবা অন্য কোন কারণে গুরুতর আহত, অসুস্থ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন। এ সকল কর্মী দেশে আসার পর তাঁদের চিকিৎসার্থে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়।

আর্থিক সাহায্য প্রদান

	রিয়াদ, সৌদি আরব		জেদ্দা, সৌদি আরব		দুবাই, ইউএই		আবুধাবী, ইউএই		ওমান		কুয়েত		কাতার		মালয়েশিয়া		লেবানন		সিঙ্গাপুর		বাহরাইন		লিবিয়া		জর্ডান		মরিশাস		সিরিয়া		সর্বমোট	
	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা
২০১৩	১৩ জন	১২ লক্ষ	১৩ জন	১২ লক্ষ	১২ জন	১১ লক্ষ	৭ জন	৬.৫০ লক্ষ	৩ জন	৩ লক্ষ	৩ জন	৩ লক্ষ	১২ জন	১০.৫০ লক্ষ	২ জন	১.৫০ লক্ষ	৫ জন	৫ লক্ষ	৬ জন	৫.৫০ লক্ষ	৩ জন	৩ লক্ষ	২ জন	১.৫০ লক্ষ	১ জন	.৫০ লক্ষ	১ জন	১ লক্ষ	২ জন	২ লক্ষ	১ জন	১ লক্ষ	১ জন	১ লক্ষ	৭১ জন	৬৫ লক্ষ

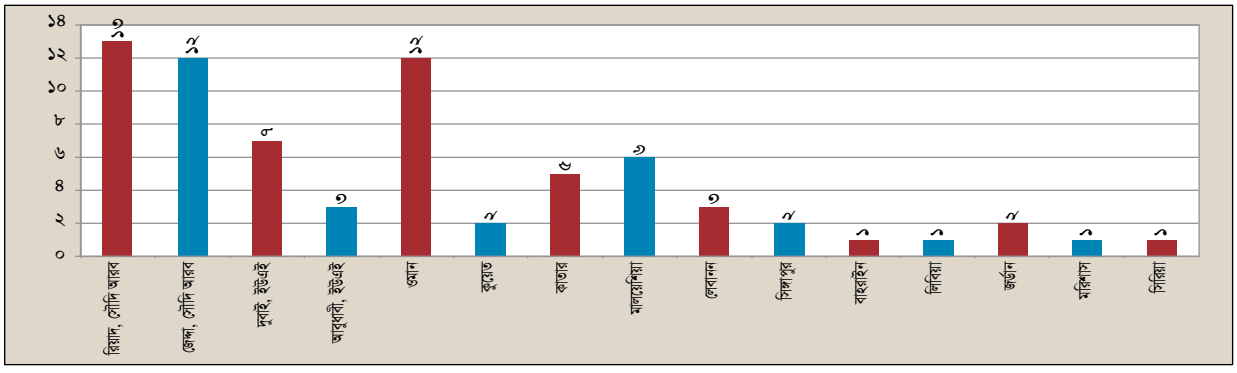

আর্থিক সাহায্য গ্রহণকৃত পরিবারের চিত্র (দেশ ভিত্তিক)

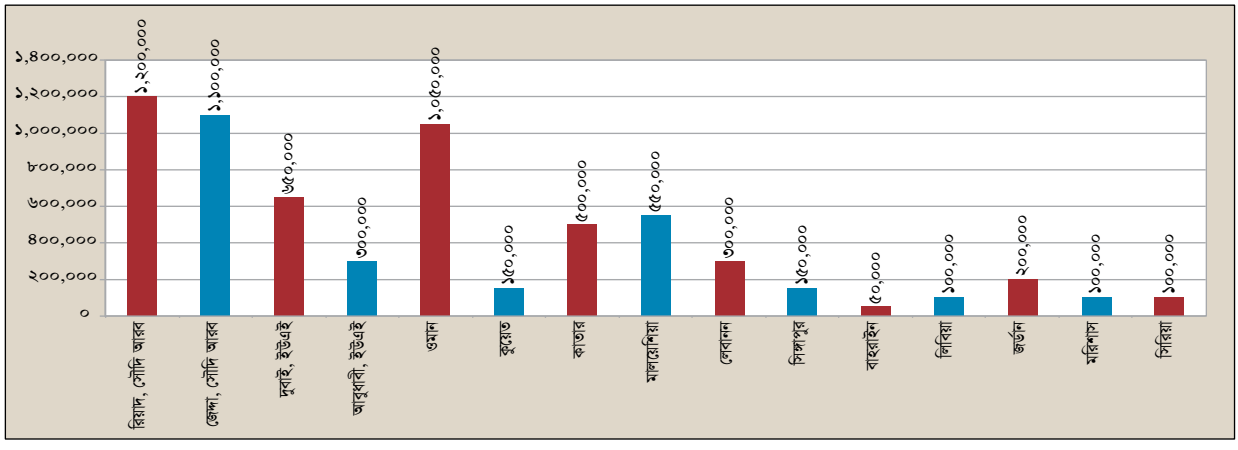

আর্থিক সাহায্য প্রদানের বিবরণ (দেশ ভিত্তিক)

৪.২ অসুস্থ কর্মীদের হাসপাতালে ভর্তি

প্রবাসে বিভিন্ন কারণে গুরুতর আহত, অসুস্থ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মীদের বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের সহযোগিতায় এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় দেশে ফেরত আনা হয়। কর্মী বিমানবন্দরে পৌঁছালে বোর্ডের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গ্রহণপূর্বক উপযুক্ত সরকারি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে দুবাই হতে ১৪ জন, সৌদি আরব হতে ৪ জন, আবুধাবী হতে ২ জন, ওমান হতে ৬ জন, বাহারাইন হতে ৭ জন, কুয়েত হতে ২ জন, মিশর হতে ১ জন এবং লেবানন হতে ১ জনসহ মোট ৩৭ জন কর্মীকে দেশে ফেরত এনে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

৪.৩ প্রবাসে অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত কর্মীর চিকিৎসা

প্রবাসে গুরুতর আহত, অসুস্থ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মীদের নিয়োগকর্তার খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু যে সকল কর্মীর নিয়োগকর্তা পাওয়া যায় না অথবা নিয়োগকর্তা অপারগতা প্রকাশ করলে অথবা ইন্স্যুরেন্স সুবিধা না থাকলে কর্মীর চিকিৎসা বিঘ্নিত হয়। ফলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাদের পরিবারসমূহ। দূতাবাসের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে এ সকল কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এ জন্য বাংলাদেশ মিশনসমূহে অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত কর্মীদের চিকিৎসার্থে সাহায্য প্রদান বাবদ খাতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়।

বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত কর্মীদের সাহায্য

ক্রম	দেশের নাম	অর্থ বরাদ্দ	ক্রম	দেশের নাম	অর্থ বরাদ্দ
১	আবুধাবী, ইউএই	৬ লক্ষ	১৮	বাহরাইন	৩ লক্ষ
২	জেদ্দা, সৌদি আরব	২ লক্ষ	১৯	দক্ষিণ আফ্রিকা	০.৫ লক্ষ
৩	রিয়াদ, সৌদি আরব	৫ লক্ষ	২০	রোম, ইতালী	১ লক্ষ
৪	দুবাই, ইউএই	৬ লক্ষ	২১	অস্ট্রেলিয়া	১.৫ লক্ষ
৫	কুয়েত	১.০১ লক্ষ	২২	ইরাক	২ লক্ষ
৬	কাতার	১.৫ লক্ষ	২৩	মিলান, ইতালী	১.৫ লক্ষ
৭	ওমান	৬ লক্ষ	২৪	স্পেন	০.৫ লক্ষ
৮	জর্ডান	০.৫ লক্ষ	২৫	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড	০.৫ লক্ষ
৯	মিশর	১০.৫ লক্ষ	২৬	রাশিয়া	০.৫ লক্ষ
১০	ব্রুনাই	১ লক্ষ	২৭	হংকং	০.৫ লক্ষ
১১	সিংগাপুর	১ লক্ষ	২৮	কানাডা	২ লক্ষ
১২	দক্ষিণ কোরিয়া	১ লক্ষ	২৯	ইন্দোনেশিয়া	১ লক্ষ
১৩	জাপান	১ লক্ষ	৩০	নিউইয়র্ক, ইউএসএ	১.৮ লক্ষ
১৪	গ্রীস	১ লক্ষ	৩১	অস্ট্রিয়া	০.৫ লক্ষ
১৫	লিবিয়া	৩ লক্ষ	৩২	ওয়াশিংটন ডিসি,ইউএসএ	০.৮ লক্ষ
১৬	মালদ্বীপ	২.৫০ লক্ষ	৩৩	লেবানন	৪ লক্ষ
১৭	মালয়েশিয়া	১ লক্ষ	সর্বমোট		৭১.৬১ লক্ষ

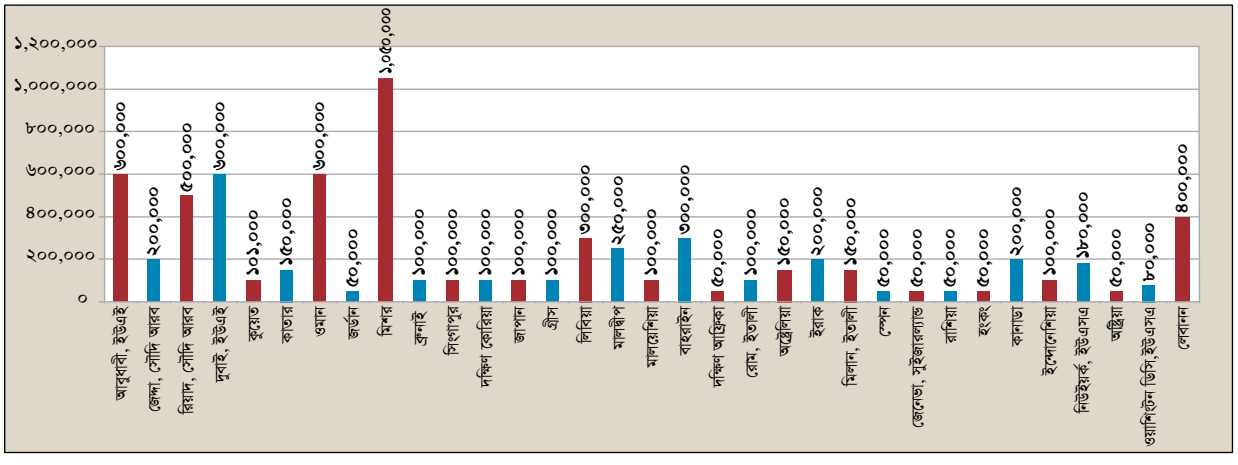

বিদেশে অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত কর্মীদের সাহায্য প্রদানের চিত্র (দেশ ভিত্তিক)

৪.৪ এ্যাম্বুলেন্স ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান

বিদেশে হতে ফেরত আসা অসুস্থ ও মৃত কর্মী পরিবহনের জন্য শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম-এ বোর্ড হতে একটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা'য় অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত দু'টি এ্যাম্বুলেন্স প্রদানের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হবে। এছাড়া অসুস্থ কর্মীর সাথে আগত সহযোগী চিকিৎসক ও নার্সকে উন্নতমানের হোটেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

মৃত ও অসুস্থ কর্মীদের পরিবহনে এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান

অধ্যায়-৫

আইনগত সহায়তা, নারী কর্মীদের আশ্রয় প্রদান এবং কর্মীদের ফেরৎ আনয়ন

৫.১ স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে আইন সহায়তা

প্রবাসী কর্মীর পরিবার দেশে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। কর্মীর নিরাপত্তাজনিত হুমকি, সম্পত্তি দখল, হয়রানিসহ বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হলে তা নিরসনে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৫.২ প্রবাসে আইন সহায়তা

প্রবাসে কর্মরত কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের অপরাধ অথবা অন্য কোন কারণে সেদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার অথবা হয়রানির শিকার হন। এছাড়া নিয়োগকর্তা অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এ ধরনের মামলার পাশাপশি কর্মীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণসহ অন্যান্য অর্থ আদায়ে শ্রম আদালতে মামলা পরিচালনা করতে হয়। এ সকল মামলা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ মিশনসমূহের শ্রম কল্যাণ উইং কর্তৃক আইনগত সহায়তা প্রদান বাবদ খাতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়।

বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে আইনগত সহায়তা প্রদান খাতে অর্থ বরাদ্দ

ক্রম	দেশের নাম	২০১৬-১৭	ক্রম	দেশের নাম	২০১৬-১৭
১	আবুধাবী, ইউএই	৪ লক্ষ	১২	জাপান	১ লক্ষ
২	জেদ্দা, সৌদি আরব	১ লক্ষ	১৩	গ্রীস	১.৫ লক্ষ
৩	রিয়াদ, সৌদি আরব	২ লক্ষ	১৪	লিবিয়া	০.৫ লক্ষ
৪	দুবাই, ইউএই	২ লক্ষ	১৫	মালদ্বীপ	০.৫ লক্ষ
৫	কুয়েত	১ লক্ষ	১৬	মালয়েশিয়া	১ লক্ষ
৬	কাতার	১.৫ লক্ষ	১৭	বাহরাইন	২ লক্ষ
৭	ওমান	৪ লক্ষ	১৮	দক্ষিণ আফ্রিকা	০.৫ লক্ষ
৮	জর্ডান	১ লক্ষ	১৯	রোম, ইতালী	০.৫ লক্ষ
৯	ব্রুনাই	০.৯ লক্ষ	২০	ইরাক	১.৭ লক্ষ
১০	সিংগাপুর	১ লক্ষ	২১	হংকং	০.৫ লক্ষ
১১	দক্ষিণ কোরিয়া	১ লক্ষ	২২	কানাডা	১ লক্ষ
				সর্বমোট	৩০.১০ লক্ষ

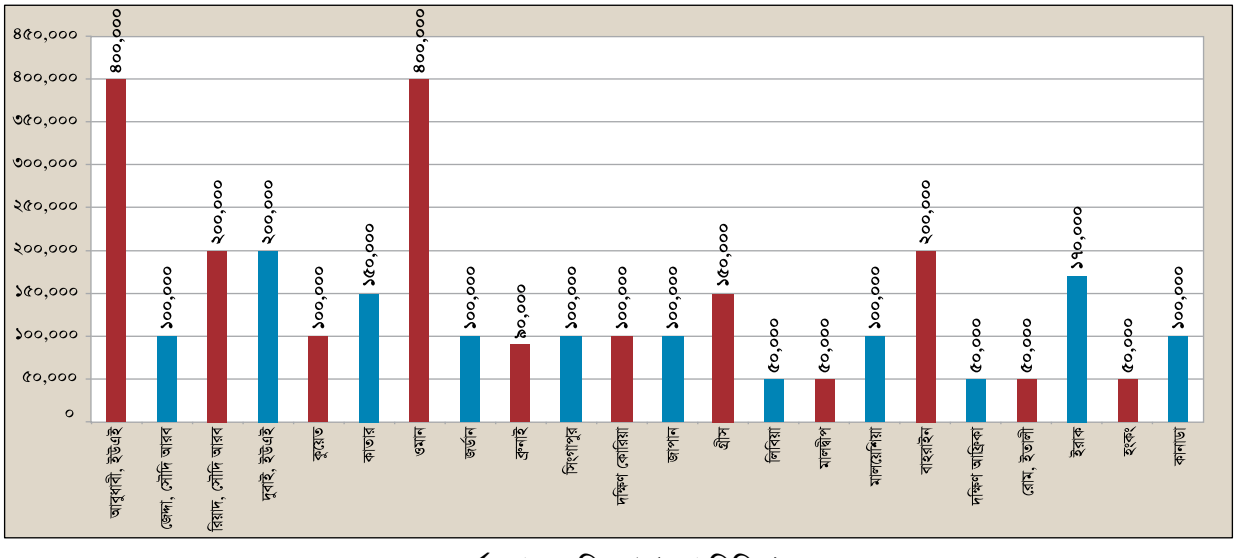

অর্থ বরাদ্দের বিবরণ (দেশ ভিত্তিক)

৫.৩ সেইফ হোম স্থাপন ও পরিচালনা

প্রবাসে কর্মরত নারী কর্মীরা বিভিন্ন সময় নিয়োগকর্তা কর্তৃক নানা ধরনের নির্যাতন, হয়রানি অথবা নিরাপত্তাজনিত সমস্যায় পড়েন। এ সকল বিপদগ্রস্ত নারী কর্মীদের নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশে সেইফ হোম স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল সেইফ হোম বাংলাদেশ মিশনসমূহের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। সেইফ হোম তত্ত্বাবধানে জনবল, আশ্রয় গ্রহণকারী নারী কর্মীদের খাবার, চিকিৎসাসহ অন্যান্য ব্যয় বোর্ড হতে বহন করা হয়। বর্তমানে সৌদি আরবের রিয়াদে একটি, জেদ্দায় দুটি, ওমান এবং লেবাননে একটি করে সেইফ হোম বিদ্যমান রয়েছে।

সেইফ হোম পরিচালনায় অর্থ বরাদ্দ

জেদ্দা, সৌদি আরব	রিয়াদ, সৌদি আরব	ওমান	লেবানন	সর্বমোট
২০,০০,০০০/-	৯০,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,১৫,৫০,০০০/-

৫.৪ নারী কর্মীদের দেশে ফেরত প্রেরণ

প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশি নারী কর্মীদের যে কোন ধরনের বিরুপ পরিস্থিতিতে দেশে ফেরত আনয়নে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে খরচ বহন করা হয়। চলতি অর্থবছরে বিভিন্ন দেশ হতে নারী কর্মী দেশে ফেরত প্রেরণ বাবদ খাতে বিদেশস্থ ০৯ টি বাংলাদেশ মিশনে বোর্ড হতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়।

নারী কর্মী দেশে প্রেরণ বাবদ খাতে অর্থ বরাদ্দ		
ক্রম	দেশের নাম	অর্থ বরাদ্দ
১	আবুধাবী, ইউএই	৩ লক্ষ
২	দুবাই, ইউএই	৪ লক্ষ
৩	জেদ্দা, সৌদি আরব	২ লক্ষ
৪	রিয়াদ, সৌদি আরব	১৫ লক্ষ
৫	কাতার	১.৫ লক্ষ
৬	জর্ডান	২ লক্ষ
৭	মিশর	০.৫ লক্ষ
৮	হংকং	১ লক্ষ
৯	লেবানন	৪ লক্ষ
	সর্বমোট	৩৩ লক্ষ

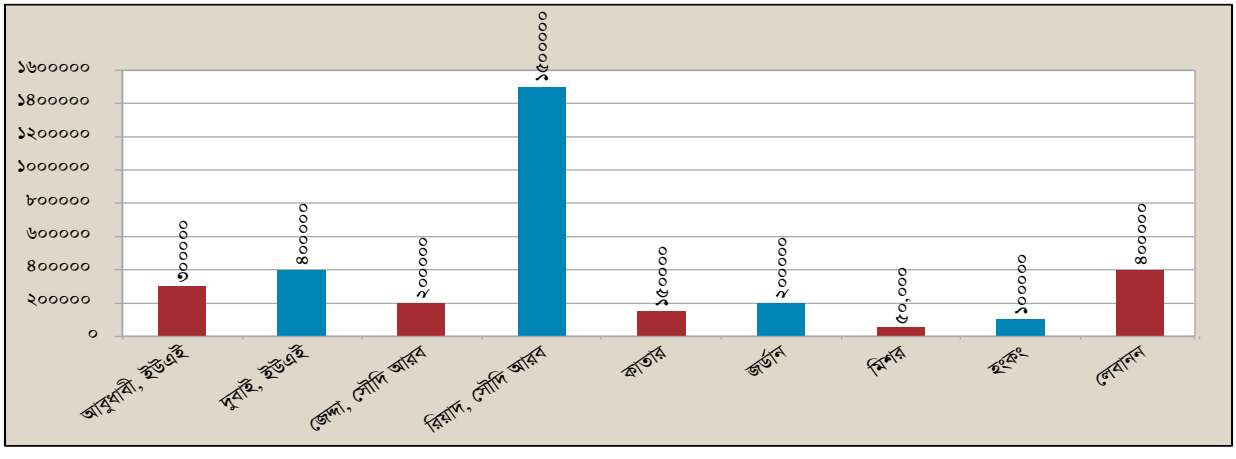

নারী কর্মী দেশে প্রেরণ বাবদ খাতে অর্থ বরাদ্দের চিত্র (দেশ ভিত্তিক)

৫.৫ শারীরিকভাবে অক্ষম ও আটকে পড়া কর্মীদের দেশে ফেরত প্রেরণ

প্রবাসে বাংলাদেশি কর্মীরা নানা ধরনের অপরাধ, অনিয়ম, প্রতারণা, জালিয়াতি অথবা হয়রানির শিকার হয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার, হয়রানি অথবা মামলার সম্মুখীন হন। এসব কর্মীদের অনেকে দেশে ফেরত আসতে বাধ্য হন। কিন্তু আর্থিক অসামর্থের কারণে তাদের দেশে ফেরত আসতে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়। এ সকল কর্মীদের দেশে ফেরত আনয়নে বোর্ড হতে বাংলাদেশ মিশনসমূহের অনুকূলে পঙ্গু ও আটকে পড়া কর্মীদের দেশে ফেরত প্রেরণ বাবদ খাতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৬ টি বাংলাদেশ মিশনে (শ্রম কল্যাণ উইংসহ) অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়।

পঙ্গু ও আটকে পড়া কর্মীদের দেশে ফেরত প্রেরণ বাবদ খাতে দেশওয়ারী অর্থ বরাদ্দ

ক্রম	দেশ	অর্থ বরাদ্দ	ক্রম	দেশ	অর্থ বরাদ্দ
১	আবুধাবী, ইউএই	৫ লক্ষ	১৫	লিবিয়া	২ লক্ষ
২	জেদ্দা, সৌদি আরব	১ লক্ষ	১৬	মালদ্বীপ	১ লক্ষ
৩	রিয়াদ, সৌদি আরব	৫ লক্ষ	১৭	মালয়েশিয়া	২ লক্ষ
৪	দুবাই, ইউএই	৬ লক্ষ	১৮	বাহরাইন	৫ লক্ষ
৫	কুয়েত	১ লক্ষ	১৯	দক্ষিণ আফ্রিকা	০.৫ লক্ষ
৬	কাতার	২ লক্ষ	২০	রোম, ইতালী	১ লক্ষ
৭	ওমান	৮.২৫ লক্ষ	২১	ইরাক	০.৫ লক্ষ
৮	জর্ডান	২.৫ লক্ষ	২২	মিলান, ইতালী	২ লক্ষ
৯	মিশর	০.৫ লক্ষ	২৩	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড	০.৫ লক্ষ
১০	ব্রুনাই	১ লক্ষ	২৪	ইন্দোনেশিয়া	১ লক্ষ
১১	সিংগাপুর	১ লক্ষ	২৫	অষ্ট্রিয়া	০.৫ লক্ষ
১২	দক্ষিণ কোরিয়া	১ লক্ষ	২৬	লেবানন	৫ লক্ষ
১৩	জাপান	১ লক্ষ	সর্বমোট		৫৭.২৫ লক্ষ
১৪	গ্রীস	১ লক্ষ			

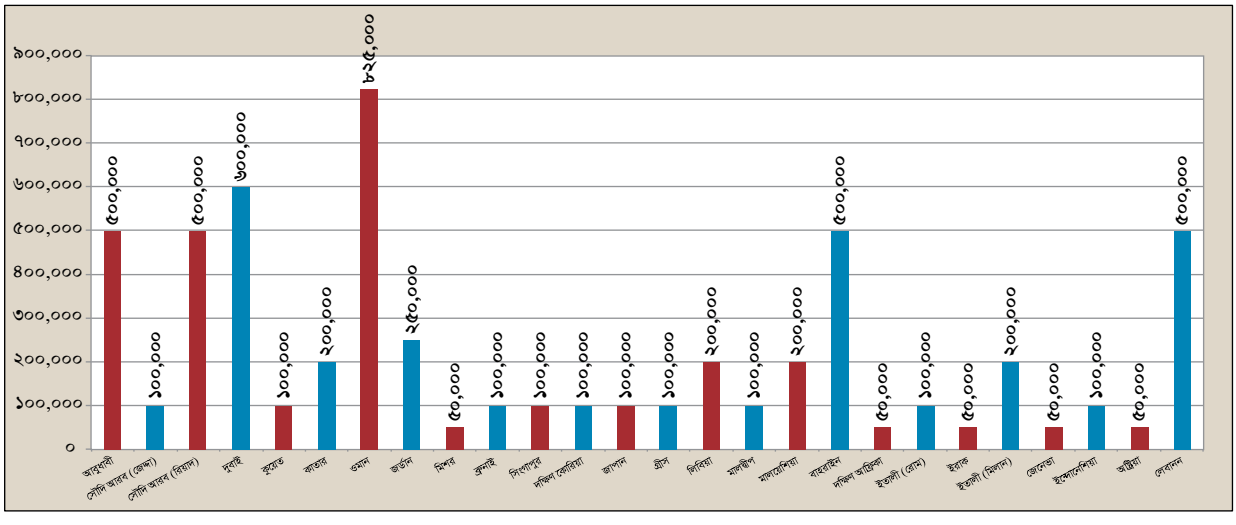

পঙ্গু ও আটকে পড়া কর্মীদের দেশে ফেরত প্রেরণ বাবদ খাতে অর্থ বরাদ্দের চিত্র (দেশ ভিত্তিক)

অধ্যায়-৬

শিক্ষা কার্যক্রম

৬.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে সহায়তা

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবাসী কর্মীর সন্তান কোটায় কর্মীর সন্তানদের ভর্তির জন্য বোর্ড হতে প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করা হয়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের যৌথ প্রচেষ্টায় সরকার ২০১৬ সাল হতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ভর্তিতে ০.৫% আসন সংরক্ষণ করেছে। এছাড়া পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করেছে। অন্যান্য শ্রেণির ভর্তিতেও আসন সংরক্ষণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৬.২ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১২ সাল হতে শিক্ষাবৃত্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে স্নাতক শেষ বর্ষ পর্যন্ত (ক্যাটাগরি: পিইসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি অথবা সমমান) কর্মীর মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

ক্রম	ক্যাটাগরি	মাসিক বৃত্তির পরিমান	বাৎসরিক বই ক্রয়সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ	বাৎসরিক প্রদানকৃত অর্থ	সময়কাল	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	বাৎসরিক শিক্ষাবৃত্তি বাবদ প্রদানকৃত অর্থ
১	পিইসি/সমমান	৭০০/-	১,৫০০/-	৯,৯০০/-	৩ বছর	১১৩৩	১১২.১৭ লক্ষ
২	জেএসসি/সমমান	১,০০০/-	২,০০০/-	১৪,০০০/-	২ বছর	৬৮৮	৯৬.৩২ লক্ষ
৩	এসএসসি/সমমান	১,৫০০/-	৩,০০০/-	২১,০০০/-	২/৪ বছর	৪৪৯	৯৪.২৯ লক্ষ
৪	এইচএসসি/সমমান	২,০০০/-	৩,০০০/-	২৭,০০০/-	৩/৪/৫ বছর	১৪২	৩৮.৩৪ লক্ষ
					সর্বমোট	২৪১২	৩৪১.১২ লক্ষ

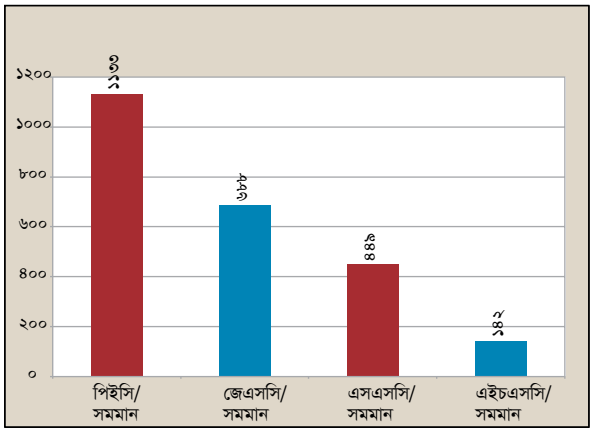

বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর চিত্র

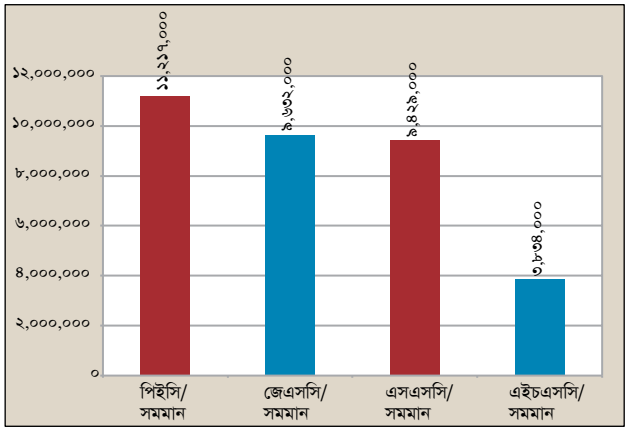

বৃত্তির অর্থ প্রদানের চিত্র

৬.৩ প্রবাসে বাংলাদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সহায়তা

প্রবাসে বাংলাদেশি কর্মীর সন্তানদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে বাংলাদেশ কমিউনিটি পরিচালিত কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোর্ড হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মীর সন্তানেরা বাংলাদেশি কারিকুলামে বিদেশে বসেই লেখাপড়া করতে পারছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সৌদি আরবে ০৯ টি স্কুল, ওমানে ০১ টি স্কুল এবং কাতারের ০১ টি স্কুলসহ মোট ১১ টি স্কুলে ১৫ কোটি ০৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

অধ্যায়-৭

বিমানবন্দর সেবা

৭.১ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা

নিরাপদে বিদেশ গমন এবং প্রত্যাবর্তনকারী কর্মীদের বিমানবন্দরস্থ "প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক" এর মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়। বর্তমানে দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যথাক্রমে হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট এবং শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম-এ স্থাপিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে কর্মীদের ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান করা হয়।

প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা

জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	সর্বমোট
৪৮৩২১	৬৯১৯০	৫৫৮৬৯	৬১১১১	৮১৪৮৩	৬৮৮৬২	৮১৪৩৪	৮৫০৩৮	১০৬৫০১	৯৫৪৮৫	৮৩৭০৭	৬৮৩২৫	৯০৫৩২৬

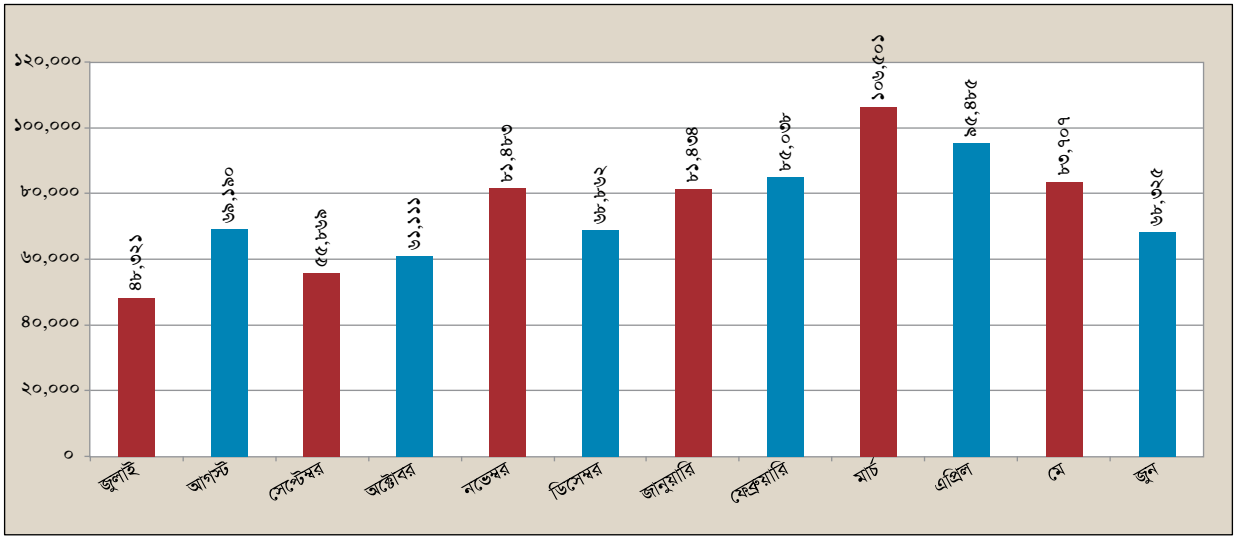

বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা গ্রহণকারী কর্মীর চিত্র (মাস ভিত্তিক)

৭.২ নিরাপদ অভিবাসনে সহায়তা

অবৈধভাবে বিদেশ গমন, প্রতারণা ও হয়রানি বন্ধ তথা নিরাপদ বিদেশ গমন নিশ্চিত করতে বিদেশগামী কর্মীদের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন স্মার্টকার্ড প্রদান করা হচ্ছে। এই স্মার্টকার্ড প্রদানে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্মার্টকার্ড বাবদ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের খরচ হয় ৮ কোটি ৯৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮০০ টাকা।

অধ্যায়-৮

অর্জন

৮.১ "ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড" আইন প্রণয়ন

প্রবাসী কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বহুমুখী কল্যাণ নিশ্চিতকরণে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বোর্ড গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে "ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৭" এর খসড়া মন্ত্রীসভা কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। খসড়া আইনটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভেটিং প্রাপ্ত হয়ে মন্ত্রিসভা কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই আইনটি অনুমোদনের জন্য জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হবে।

৮.২ বীমা সুবিধা প্রবর্তন

বিদেশগামী শতভাগ কর্মীদের বীমা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড যৌথভাবে কাজ করছে। বীমা সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। শীঘ্রই বিদেশগামী সকল কর্মী বীমা সুবিধার আওতায় আসবে।

৮.৩ অনাবাসি বাংলাদেশিদের বোর্ডের সদস্যপদ প্রদান

বিদেশে বসবাসরত অনাবাসী বাংলাদেশি (ডায়াসপোরা) এবং তাঁদের পরিবার নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। কিন্তু তারা বহির্গমন ছাড়পত্র নিয়ে বিদেশ গমন না করায় বোর্ডের সেবা হতে বঞ্চিত হন। দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদেরকে সরকার নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে জুলাই ২০১৬ হতে কল্যাণ বোর্ডের সদস্যপদ প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে তারা বোর্ড প্রদত্ত সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

৮.৪ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপনে সহায়তা

আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল কর্মীরা ঋণ, ধার-দেনা, ভিটেমাটি বিক্রি ও সুদের টাকা যোগাড় করে বিদেশ গমন করেন। এ সকল কর্মীদের স্বল্প সুদে জামানতবিহীন এবং সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ২০১০ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করেছে। ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের ৯৫% অর্থাৎ ১০০ কোটি টাকার মধ্যে ৯৫ কোটি টাকা বোর্ড হতে ইতঃপূর্বে প্রদান করা হয়। সরকারের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন গঠনে বোর্ড হতে আরও ৫০ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে।

অধ্যায়-৯

ডিজিটাইজেশন

৯.১ অনাবাসি বাংলাদেশি নিবন্ধন

বিদেশে বসবাসরত অনাবাসী বাংলাদেশিরা (ডায়াসপোরা) ঘরে বসেই অনলাইনে ফরম পূরণ করে কল্যাণ বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করার সুযোগ পাচ্ছেন।

৯.২ প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার

প্রবাসী কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের হাতের মুঠোয় বোর্ডের সেবাসমূহ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে "প্রবাসবন্ধু কলসেন্টার" চালু করা হয়। সৌদি আরব, মালয়েশিয়া এবং জর্ডান-এ কর্মরত কর্মীরা ঘরে বসেই কলসেন্টারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করে তাদের সেবা গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া এসএমএস (ক্ষুদেবার্তা) এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেও কর্মীদের সেবা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

৯.৩ অনলাইন অভিযোগ

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে সেবা সংক্রান্ত অথবা অন্য কোন বিষয়ে সেবা প্রার্থী অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন এবং নির্দিষ্ট সময়েরে মধ্যে অভিযোগকারীকে অভিযোগের জবাব/তথ্য/করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এর মাধ্যমে কর্মী এবং তাঁর পরিবারের সাথে একদিকে যেমন সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

৯.৪ সোস্যাল মিডিয়া

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্তকরণ এবং বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারন মানুষকে অবহিতকরণের জন্য ফেইসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে। ফেইসবুক পেজে তাদের মন্তব্যের জবাব অথবা চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়।

৯.৫ ই-ফাইলিং

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ডের সকল কার্যক্রম ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। এর ফলে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯.৬ ইআরপি

বোর্ডের কার্যক্রমকে ডিজিটাইজড এবং তথ্য সংরক্ষণের ভান্ডার হিসেবে গড়ে তুলতে ই-ফাইলিং এর পাশাপাশি ইআরপি সিস্টেম চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বোর্ডকে অচিরেই পেপারলেস অফিস হিসেবে দেখা যাবে।

অধ্যায়-১০

ব্যয়ের বিবরণী (বোর্ড ও মিশন)

২০১৬-১৭ অর্থবছর

১০.১ বোর্ডের কেন্দ্রীয় ব্যয়

কোড নং	ব্যয়ের খাতসমূহ	ব্যয়ের বিবরণ (টাকা)
৪৫০০	**১। পরিচালনা পর্ষদ ব্যয়**	১৪,৪৫,৫৬২
	উপমোট	**১৪,৪৫,৫৬২**
	২। প্রশাসনিক ব্যয়	০
৪৫০১	অফিসারদের বেতন	১,৬১,৫০,৩৯৯
৪৬০১	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১,৩৩,৪৮,৮৫৮
৪৭০৫	বাড়িভাড়া ভাতা	১,৫৩,৯৬,৯৪৮
৪৭০৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১৫,৪৭,৪৪৯
৪৭১৩	উৎসব ভাতা	৫২,১৫,৬২৮
৪৭১৪	নববর্ষ ভাতা	৪০,৭৯,৯৩৫
৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	১৮,৩৩,৪০০
৪৭২৫	ধোলাই ভাতা	৩৫,১০০
৪৭৩৩	আপ্যায়ন ভাতা	১২,০০০
৪৭৩৭	দায়িত্ব ভাতা	৪৪,৩২০
৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	১,৪৩,৮৮৭
৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা	২,১০,০৩০
৪৭৭৩	শিক্ষা ভাতা	৬,১২,৫০০

কোড নং	ব্যয়ের খাতসমূহ	ব্যয়ের বিবরণ (টাকা)
৪৭৯৩	টেলিফোন/মোবাইল ভাতা	৪১,২৪৮
৪৭৯৫	বিশেষ ভাতা (গাড়ী সুবিধা)	৭,২০,০০০
৪৭৯৯	পত্রিকা ভাতা	৩,৬০০
৯১৩১	কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড	২৬,১১,৩৬৮
	উপমোট	**৬,২০,০৬,৬৬৯**
	৩। সরবরাহ ও সেবা	০
৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয় (ডিইএমও সহ)	৭৭,১৯,০৫৪
৪৮০৫	ওভারটাইম	১৪,১২,৬০০
৪৮০৬	বিমান বন্দরের কল্যাণ ডেস্ক ভাড়া ও আনুষঙ্গিক	১৪,৩৩,৯০৩
৪৮১৫	ডাক	১,১৭,৩০০
৪৮১৬	টেলিফোন/মোবাইল বিল	৪,৪৩,১৬১
৪৮১৭	ইন্টারনেট বিল	১২,১৬,৯৭৬
৪৮১৯	পানি	৪,০৮,৯৪৯
৪৮২১	বিদ্যুৎ	৪,৮১,১২৭
৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী	৬৪,১০,৮৪৩
৪৮২৭	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৪,৮০,৭৫৪
৪৮২৮	ষ্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প	৩,৯৪,২০৭
৪৮২৯	গবেষণা ও পরিকল্পনা ব্যয়	০
৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী	২,০১,৮৪০
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (ডিইএমও সহ)	৩১,৪৮,০৯৫
৪৮৩৫	প্রকাশনা	৩,৫৯,৫০০
৪৮৩৬	ইউনিফর্ম	৩,১৩,৫০০
৪৮৪৫	আপ্যায়ন ব্যয়	৭,৯৭,১৯৭
৪৮৫১	শ্রমিক মজুরী/ডাটা এন্ট্রি মজুরী (ডিইএমও)	১,৫৮,৭৫,৬৫৫
৪৮৭৪	কন্সালটেন্সী	০
৪৮৮০	প্রশিক্ষণ	১৩,২৫,০১৫
৪৮৮১	নিরাপত্তা প্রহরী	৫০,৬২,৩৬৭
৪৮৮২	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৪,৮৫,৬২৫
৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক গেস্ট লেকচারারদের সম্মানীসহ	১৬,৪৬,৪৭০
৪৮৮৪	নিয়োগ/পদোন্নতি	৩,৫৬,৬৫৩
৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী	৯,৭৩,৮৪৫
৪৮৯৩	চুক্তি ভিত্তিক/অস্থায়ী/কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন/হায়ারিং চার্জ	৩,৬০,১১,৬৩৯
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	৩৬,৫৫,০২০
	উপমোট	**৯,০৭,৩১,২৯৫**
	৪। মেরামত, সংরক্ষণ ও পূণর্বাসন	০
৪৯০১	মোটর যানবাহন	৩০,৬০,৬১০
৪৯০৬	আসবাবপত্র	২,১২,১১৯
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	২,৩৮,০৬২
৪৯১৬	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি (লিফট ও জেনারেটর)	২২,৬৭,৯০৯

কোড নং	ব্যয়ের খাতসমূহ	ব্যয়ের বিবরণ (টাকা)
৪৯২১	অফিস ভবন	৯,৯৭,৮১২
৪৯৫৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	২,৯৪,০০০
	উপমোট	**৭০,৭০,৫১২**
	৫। সাহায্য, মঞ্জুরী, প্রবাসী কল্যাণ ব্যয়	০
৫৯১১	চিকিৎসা মঞ্জুরী (পঙ্গু, অসুস্থ ও আহত)	১৯,৯৪,৫৪৪
৫৯২৫	আর্থিক অনুদান	১১৭,৪২,২৪,৯৩৬
৫৯২৭	লাশ পরিবহন ও দাফন	৯,১২,০০,০০০
৫৯৬৩	বৃত্তি/স্কলারশীপ	২,৭৫,৯৮,৮০০
৫৯৬৫	বিশেষ অনুদান	৫,৪৪,০৮০
৫৯৭৭	স্মার্ট কার্ড (আনুষাঙ্গিক, শুল্ক ও ভ্যাটসহ)	৭,৯৯,৭৫,৮০০
৫৯৩০	কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম	০
৭১১৩	বিনিয়োগ : প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	৫০,০০,০০,০০০
	রিয়াদ মিশনে রেমিটকৃত অর্থের পরিমাণ	১১,৩৮,০০,০০০
	উপমোট	**১৯৮,৯৩,৩৮,১৬০**
	৬। থোক বরাদ্দ	০
৬৬১৭	অভিবাসন দিবস	১,১২,৯৯৬
৬৬৫১	অপ্রত্যাশিত	১৫,২৩,৫১৮
	উপমোট	**১৬,৩৬,৫১৪**
	৭। সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	০
৬৮০৭	গাড়ী ক্রয়	৭৯,৯৮,০০০
৬৮১৩	যন্ত্রপাতি (লিফট ও জেনারেটর)	২,৮৯,৫৭০
৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৪৬,৭৬,০১৪
৬৮১৭	কম্পিউটার সফটওয়্যার	৪৩,৫৭,৬১৮
৬৮১৯	অন্যান্য সম্পদ ক্রয়/অফিস সরঞ্জাম ফায়ার ফাইটিং ও নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি	২০,৬৩৯
৬৮২১	আসবাবপত্র	১০,২০,৩৮৯
৬৮২৩	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	০
৬৮২৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	৩,৬২,৩১৯
	উপমোট	**১,৮৭,২৪,৫৪৯**
	৮। নির্মাণ ও পূর্ত	০
৭০০১	ভূমি উন্নয়ন	৩৮,৭৬,৮৪৪
৭০০৬	অফিস ভবন	০
	উপমোট	**৩৮,৭৬,৮৪৪**
	৯। কর্মচারী ঋণ ও মঞ্জুরী	০
৭৪০১	গৃহ নির্মাণ অগ্রিম	১,২০,০০০
৭৪০৩	কম্পিউটার অগ্রিম	০
৭৪২১	মোটর সাইকেল অগ্রিম	০
	উপমোট	**১,২০,০০০**
৭৯৯৯	প্রবাসী কর্মীদের জন্য নতুন প্রকল্প	০
	সর্বমোট	**২১৭,৪৯,৫০,১০৫**

১০.২ ডিইএমও সমূহে বাজেট প্রদান

প্রবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও) সমূহে ভ্রমণ, জনসচেতনতামূলক প্রচার, কর্মী রেজিস্ট্রেশনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় বাজেট প্রদান করা হয়।

ডিইএমও সমূহে বাজেট বরাদ্দ (২০১৬-১৭ অর্থ বছর)

দেশ	টাকা	দেশ	টাকা	দেশ	টাকা
ঢাকা	৫,৯৭৫,০০০	রাজশাহী	৩২২,০০০	কক্সবাজার	৩২০,০০০
কুমিল্লা	২,২৫০,০০০	পাবনা	২১০,০০০	নরসিংদী	৫৪৮,০০০
নোয়াখালী	৫৪৬,০০০	যশোর	৩৭১,৫২০	সিরাজগঞ্জ	৫৫,০০০
সিলেট	৬৭২,০০০	বগুড়া	২১০,০০০	কিশোরগঞ্জ	২১০,০০০
চট্টগ্রাম	৪,৭২২,০০০	কুষ্টিয়া	২৩০,০০০	ভোলা	৯৫,০০০
বরিশাল	৪১২,০০০	বান্দরবন	৬২,০০০	সাতক্ষীরা	৮১,০০০
রাংগামাটি	৪৭,০০০	জামালপুর	২২৩,০০০	ফেনী	১৭১,০০০
রংপুর	১৯৫,০০০	বরগুনা	৫৮,০০০	জয়পুরহাট	৭১,০০০
ময়মনসিংহ	২৯৪,০০০	গাইবান্ধা	৬৫,০০০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬২,০০০
খুলনা	১৬৫,০০০	নেত্রকোনা	৪৫,০০০	মুন্সিগঞ্জ	৩১৭,০০০
পটুয়াখালী	১৫২,০০০	গোপালগঞ্জ	৩৬৫,০০০	মৌলভীবাজার	১৪০,০০০
টাংগাইল	৪৩৫,০০০	ঝিনাইদহ	৭৭,০০০	পঞ্চগড়	৫৫,০০০
দিনাজপুর	৯৭,০০০	চুয়াডাঙ্গা	৭০,০০০	মানিকগঞ্জ	২১০,০০০
ফরিদপুর	৫৮৫,০০০	খাগড়াছড়ি	৩৫,০০০	চাঁদপুর	৯৮,০০০
				সর্বমোট	২১,৩২৩,৫২০

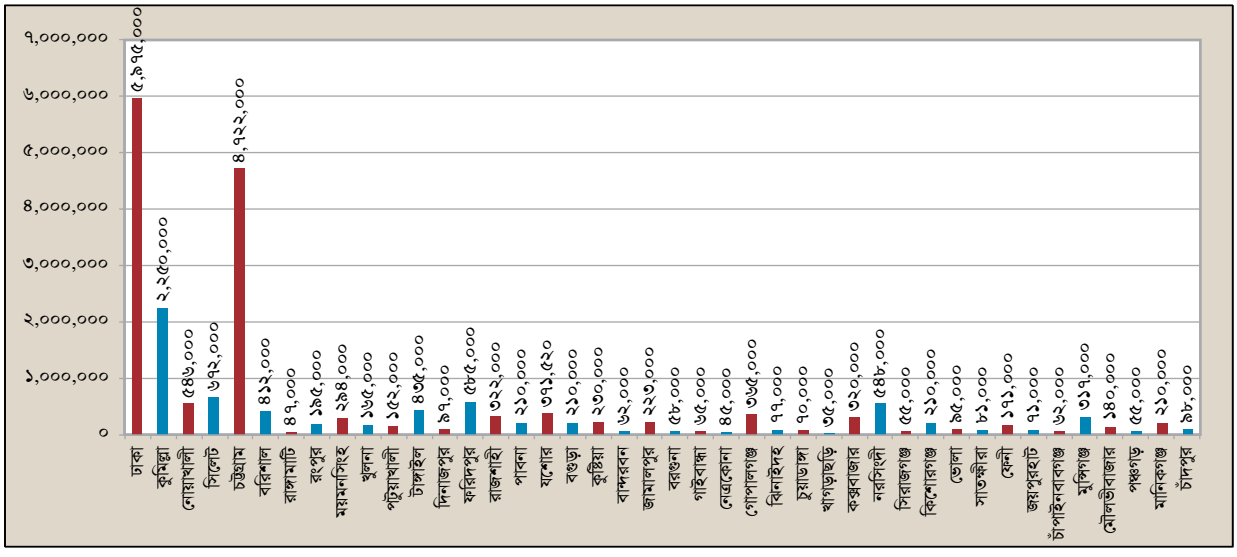

বাজেট বরাদ্দের চিত্র (ডিইএমও ভিত্তিক)

মিশন ব্যয়

১০.৩ শ্রম কল্যাণ উইংয়ে বাজেট প্রদান

বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের শ্রম কল্যাণ উইংয়ে কর্মরত কর্মীদের কল্যাণে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। বিশেষ করে প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দেশে প্রেরণ, আইনগত সহায়তা, মামলা পরিচালনা, আটক কর্মীদের মুক্তকরণ, আহত, অসুস্থ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য অর্থ আদায়, বিপদগ্রস্ত কর্মীদের দেশে ফেরত প্রেরণ, শ্রমবাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, কর্মীর প্রতিষ্ঠান, জেল ও আবাসস্থল পরিদর্শন, জনসচেতনতামূলক প্রচার, বিপদগ্রস্ত নারী কর্মীদের আশ্রয়ের জন্য সেইফ হোম স্থাপন ও পরিচালনাসহ কল্যাণমূলক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়।

বাংলাদেশ মিশনসমূহে বাজেট বরাদ্দ

দেশ	টাকা	দেশ	টাকা	দেশ	টাকা
আবুধাবী, ইউএই	৯৭,৮৯,৭৫২	জাপান	৬,৫০,০০০	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড	৬,৮০,০০০
জেদ্দা, সৌদি আরব	১,৩১,৫০,০০০	গ্রীস	১৭,৫০,০০০	রাশিয়া	১৪,০০,০০০
রিয়াদ, সৌদি আরব	৩,৪৯,৫০,৩০৪	লিবিয়া	৩৮,০০,০০০	হংকং	৬,০০,০০০
দুবাই, ইউএই	৭১,০০,০০০	মালদ্বীপ	১৮,০৬,০০০	লন্ডন	৪,২০,০০০
কুয়েত	৬২,৮৭,১৮৪	মালয়েশিয়া	১,০১,০৬,৩৭২	কানাডা	১৪,৫০,০০০
কাতার	৯৭,৮৬,০০০	বাহরাইন	৪৩,৩৫,০০০	ইন্দোনেশিয়া	৫,৫০,০০০
ওমান	১,০৭,২৫,০০০	দক্ষিণ আফ্রিকা	৬,১০,০০০	নিউইয়র্ক, ইউএসএ	৩৩,৪২,২২৫
জর্ডান	৩৪,৭০,০০০	রোম, ইতালী	১৭,০০,০০০	লসএঞ্জেলস, ইউএসএ	৩,২০,০০০
মিশর	২৩,৪০,০০০	অষ্ট্রেলিয়া	১১,৫০,০০০	অষ্ট্রিয়া	৬,৪০,০০০
ব্রুনাই	২৩,৭৫,০০০	ইরাক	১১,৯৫,০০০	ওয়াশিংটন ডিসি, ইউএসএ	৩৫,২৫,০০০
সিংগাপুর	৭৮,৬৮,০০০	মিলান, ইতালী	২৪,৯৭,০০০	লেবানন	৬৩,৫১,০০০
দক্ষিণ কোরিয়া	১৬,৫০,০০০	স্পেন	৮,০০,০০০	**সর্বমোট=**	**১৫,৯১,৬৮,৮৩৭**

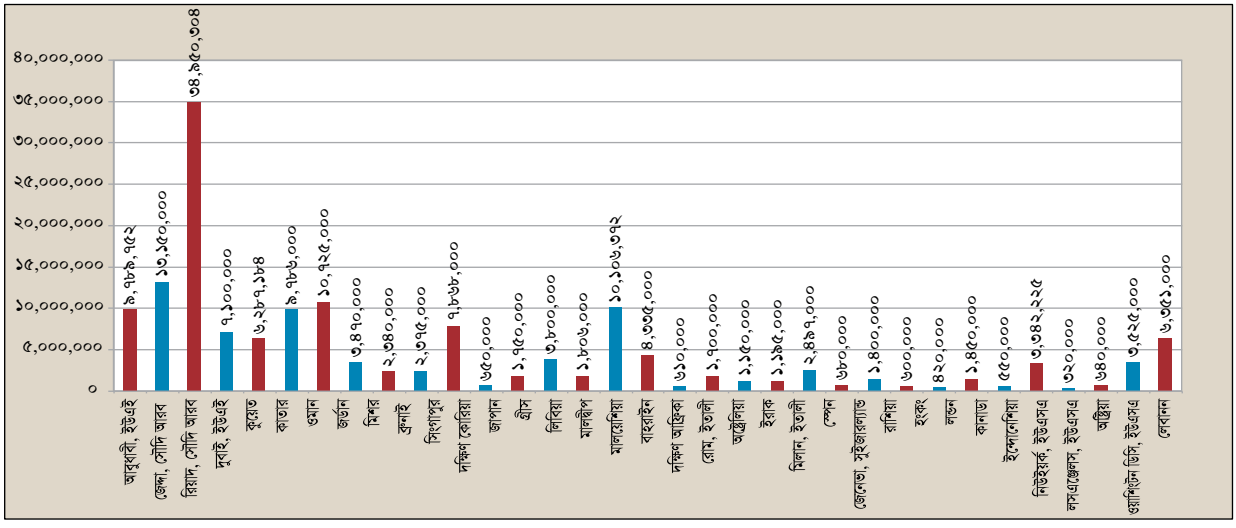

বাংলাদেশ মিশনসমূহে বাজেট বরাদ্দের চিত্র

অধ্যায়-১১

উদ্ভাবনী কার্যক্রম, ২০১৬-১৭

১১.১ বাৎসরিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

ক্রম	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তাঁর নাম ও পদবি)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কি পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না তা পরিমাণের মানদণ্ড)
		শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১.	শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	১ ফেব্রুয়ারি	৩১ ডিসেম্বর	নুরুন আখতার পরিচালক (আইআরপি)	১) সরাসরি আসার প্রয়োজন হবে না। ২) অনলাইনে আবেদন করতে পারবে। ৩) আবেদন ডিইএম এর মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে জমা হবে বিধায় শিক্ষাবৃত্তি প্রদান প্রক্রিয়ায় সময় হ্রাস পাবে। ৪) স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। ৫) চেকের পরিবর্তে সরাসরি শিক্ষার্থীর ব্যাংক হিসাবে অর্থ প্রদান করা হবে।	১) সময়, খরচ ও ভিজিট (টিসিভি) হ্রাস পাবে।
২.	ই-ফাইলিং চালু করণ	১ ফেব্রুয়ারি	৩০ এপ্রিল	মোঃ জহিরুল ইসলাম পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)	১) দ্রুততম সময়ে কর্ম সম্পাদিত হবে। ২) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। ৩) সরকারের ওয়েব পোর্টালের সাথে সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মনিটরিং করা যাবে। ৪) সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে ।	১) সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস পাবে।
৩.	সৌদি আরবে প্রবাসী তথ্য সেবা কেন্দ্র Expatriates' Digital Center) (ইডিসি) স্থাপন	১ এপ্রিল	৩০ জুন	নুরুন আখতার পরিচালক (আইআরপি)	১) সৌদি আরবে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীগণ তাদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারবে ২) স্বল্পতম ও দ্রুততম সময়ে প্রবাসী কর্মীগণ তাদের কর্মক্ষেত্রের নিকটতম স্থান থেকে কাঙ্খিত সেবা গ্রহণ করতে পারবে । ৩) ইডিসি হতে ভিডিও কলের মাধ্যমে কর্মীগণ তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে ।	১) সেবা প্রাপ্তি সহজ হবে এবং টিসিভি হ্রাস পাবে।
৪.	সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার চালুকরণ	১ ফেব্রুয়ারি	৩১ ডিসেম্বর	নুরুন আখতার পরিচালক (আইআরপি)	সোস্যাল মিডিয়ার (ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব ইত্যাদি) এর মাধ্যমে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সেবাসমূহ উপকার ভোগীদের প্রয়োজনীয় তথ্য যথাসময়ে প্রদান করা যাবে।	১) সেবা সম্পর্কে যথাসময়ে অবহিত হবেন এবং সেবা গ্রহণে আগ্রহী হবেন।
৫.	উদ্ভাবন সহায়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১ ফেব্রুয়ারি	৩১ ডিসেম্বর	নুরুন আখতার পরিচালক (আইআরপি)	১) অফিসে এবং অফিসের বাইরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্ভাবন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্ভাবন বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে ২) অন্যান্য অফিসের উদ্ভাবন সংক্রান্ত তথ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হলে নতুন নতুন আইডিয়া পাওয়া যাবে।	১) সেবা গ্রহীতার সন্তুষ্টি ২) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্ভাবন বিষয়ক ধারণার উন্নতি

১১.২ আর্থিক সাহায্য প্রদানের Flow চার্ট

লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ, আর্থিক অনুদান ও ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের প্রক্রিয়াসমূহ

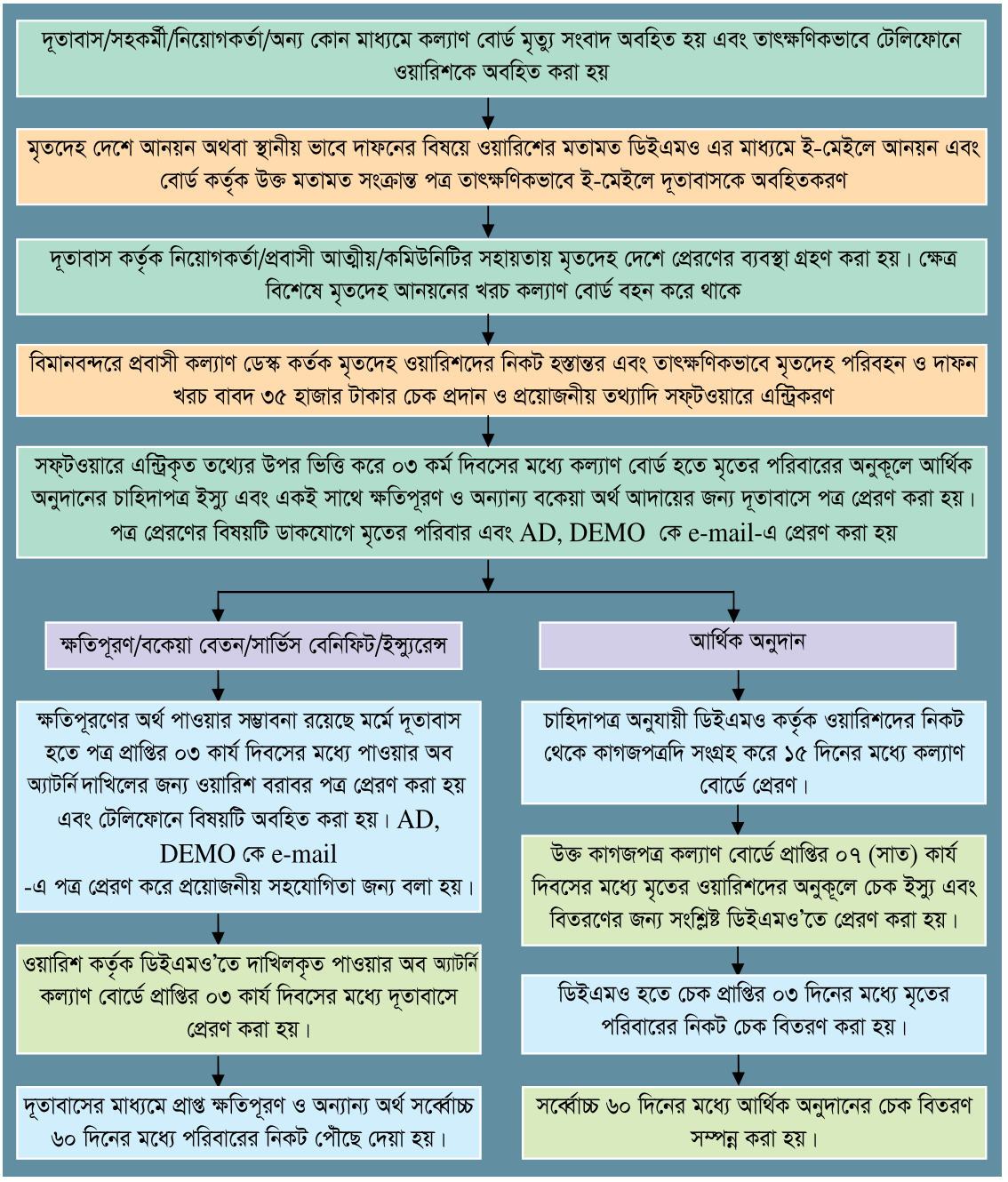

অধ্যায়-১২

কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

(২০১৬-১৭ অর্থবছর)

১২.১ মৃতদেহ আনয়নের দেশ ও মাস ওয়ারী পরিসংখ্যান

ক্রম	দেশের নাম	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	সর্বমোট
১	সৌদি আরব	৬৫	১০৩	৫১	১০০	৮৩	৯১	৮০	৭৭	১০২	৬৬	৭৪	৬০	৯৫২
২	মালয়েশিয়া	৩৫	৪০	৪০	৪৯	৫৫	৪৪	৫৩	৩৫	৪৮	৬৬	৫০	৪৫	৫৬০
৩	কুয়েত	১২	৮	১১	১৩	১৬	২১	১৯	১১	১৫	১৪	১৪	১১	১৬৫
৪	সংযুক্ত আরব আমিরাত	২৯	২০	২৩	২৫	৩৭	২৮	৩৫	৩৩	২২	২৫	৩৩	১৮	৩২৮
৫	বাহরাইন	৭	৫	৭	৬	৫	৬	৯	৫	৯	৮	৬	৮	৮১
৬	ভারত	১৬	১৭	১৮	১৫	১৩	১৬	১৭	২৩	১৯	১৫	২৩	১৭	২০৯
৭	ওমান	৩৭	৩৮	২৫	৩৪	৩৫	৩৫	৩৬	৪২	৪৩	২৯	৩৭	৩৫	৪২৬
৮	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৭	১০	১০	১	৪	১১	১৩	১০	১০	১৩	৯	৬	১০৪
৯	সিঙ্গাপুর	৩	৪	৬	৬	৭	৩	৪	৩	৭	৪	৩	৮	৫৮
১০	জর্ডান	১	-	১	৫	১	২	৫	৩	২	০	৩	২	২৫
১১	দক্ষিণ আফ্রিকা	৯	২	৬	৩	৩	১০	৭	৮	৫	৫	৮	৫	৭১
১২	কাতার	১৩	১৪	৯	১০	৮	১২	৭	৮	৭	১২	১৪	১১	১২৫
১৩	যুক্তরাজ্য	১	-	২	১১	৩	২	২	১	২	০	০	০	২৪
১৪	ইতালী	৭	৯	৫	৭	৬	২	৪	৬	৬	১০	৫	৯	৭৬
১৫	লেবানন	৫	৭	৭	৫	৩	২	৪	১	৫	৪	৪	১	৪৮
১৬	গ্রীস	-	২	-	১	২	২	২	১	২	১	১	১	১৫
১৭	পাকিস্তান	-	১	১	-	২	১	০	১	৩	০	১	২	১২
১৮	ফ্রান্স	২	-	-	১	-	-	০	০	২	২	০	০	৭
১৯	অষ্ট্রেলিয়া	-	১	১	২	-	১	০	১	০	১	০	০	৭
২০	পালাও	-	-	-	-	-	-	০	০	০	০	০	০	০
২১	মস্কো	-	-	-	-	-	-	০	০	০	০	০	০	০
২২	মালদ্বীপ	২	২	৫	৪	-	-	২	৪	১	৫	১	১	২৭
২৩	মরিশাস	-	-	১	-	-	১	০	০	০	০	২		৪
২৪	স্পেন	-	-	-	১	-	-	১	২	০	০	০		৪
২৫	ইরাক	-	১	-	-	৩	২	০	১	১	১	২		১১
২৬	তুরস্ক	৩	-	-	১	১	-	১	০	১	০	০		৭
২৭	ব্রাজিল	-	১	-	১	-	-	০	০	০	০	০		২
২৮	ব্রুনাই	-	১	১	২	-	৩	০	০	১	০	০		৮
২৯	ফিলিপাইন	-	-	-	-	-	-	০	১	০	০	০		১
৩০	সুদান	-	-	-	-	১	-	০	০	০	০	০		১
৩১	থাইল্যান্ড	-	১	১	-	৩	-	১	২	০	১	০	১	১০
৩২	রাশিয়া	-	১	-	-	-	-	০	০	১	০	০		২
৩৩	জার্মানি	-	২	-	২	-	-	১	১	০	১	০	১	৮
৩৪	বেলজিয়াম	১	-	-	-	-	-	০	০	০	০	০		১
৩৫	মিশর	১	-	-	২	-	১	০	১	০	১	১		৭
৩৬	লিবিয়া	-	২	১	১	৩	-	১	৩	০	০	০		১১
৩৭	কানাডা	-	-	-	১	২	-	০	০	০	০	০		৩
৩৮	তাইওয়ান	-	-	-	-	-	-	০	০	০	০	০		০
৩৯	দক্ষিণ কোরিয়া	-	-	১	১	৪	২	০	১	৬	২	৪		২১
৪০	অন্যান্য	-	২	-	২	৪	১	৫	৫	০	৯		৬	৩৪
সর্বমোট=		২৫৬	২৯৪	২৩৩	৩১২	৩০৪	২৯৯	৩০৯	২৯০	৩২০	২৯৫	২৯৫	২৪৮	৩৪৫৫

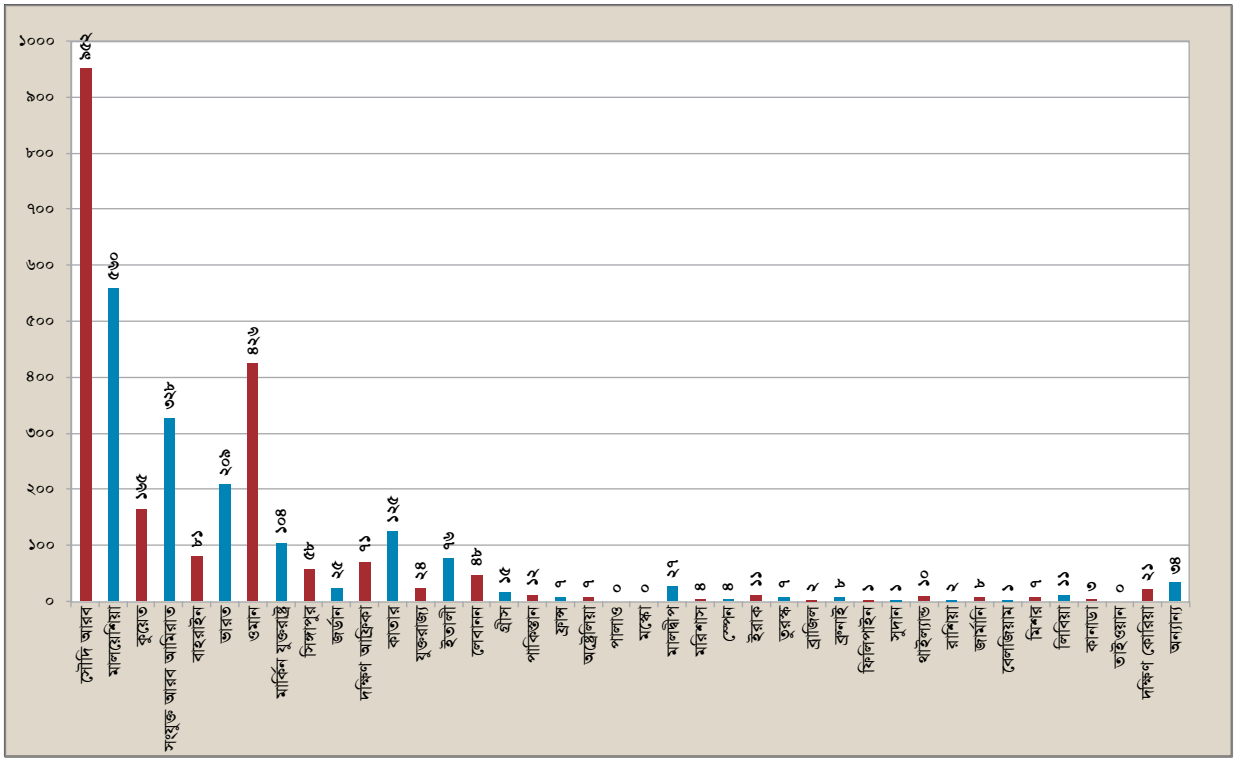

মৃতদেহ আনয়নের চিত্র (দেশ ভিত্তিক)

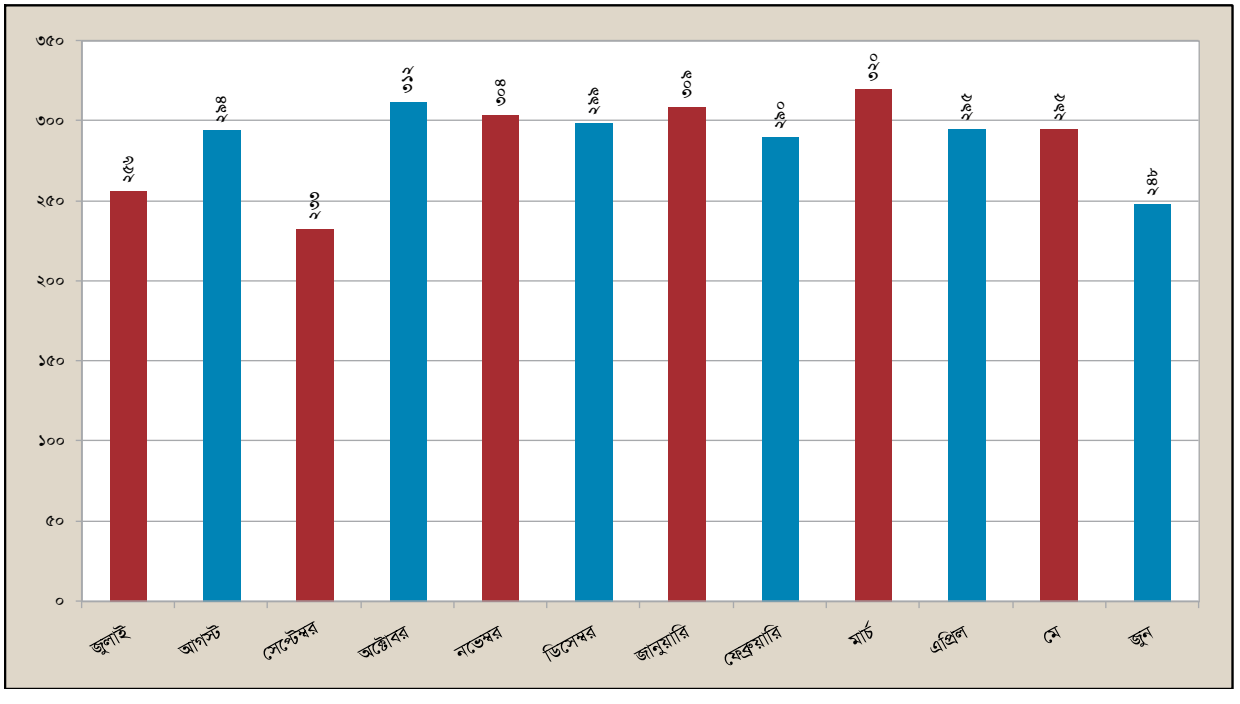

মৃতদেহ আনয়নের চিত্র (মাস ভিত্তিক)

১২.২ মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্যের চেক হস্তান্তর

(মাস ও দেশ ভিত্তিক পরিসংখ্যান)

ক্রম	দেশের নাম	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	সর্বমোট
১	সৌদি আরব	৫৮	১১০	৬৬	১০৩	১০৫	৮৫	৯৪	৮১	১১০	৮৭	৮৯	৫৭	১০৪৫
২	মালয়েশিয়া	৩০	২৬	২৯	৪৪	৪৮	৪২	৫৪	৪৩	৪৬	৬০	৫১	৩৯	৫১২
৩	কুয়েত	১২	১৭	১২	১৪	২০	২১	২৫	১৯	১৩	২০	১৮	৯	২০০
৪	সংযুক্ত আরব আমিরাত	২৫	৩০	২০	৪০	৩৬	২৮	৩৭	৩৩	৩০	১৯	৪৯	১৯	৩৬৬
৫	বাহরাইন	৭	৭	৮	১১	৫	৭	১২	৪	১০	১৩	৬	৫	৯৫
৬	ওমান	৩৮	৪১	২৪	৪০	৩৮	৩০	৩৯	৪১	৫২	৩৪	৩৭	৩২	৪৪৬
৭	সিঙ্গাপুর	২	৬	৩	২	১	৩	৪	২	৭	১	৪	২	৩৭
৮	জর্ডান	১	৩	১	৩	২	১	৪	১	৫	০	২	০	২৩
৯	কাতার	১২	১২	১২	১৩	৯	১২	৯	৭	১১	১০	১৩	১২	১৩২
১০	দক্ষিণ কোরিয়া	০	০	১	০	০	০	০	০	১	১	১	০	৪
১১	লিবিয়া	০	১	১	২	২	১	০	১	১	২	০	১	১২
১২	ইতালী	০	১	২	১	২	০	০	০	২	৩	২	০	১৩
১৩	লেবানন	৫	৪	৮	৬	৩	৪	৪	৩	৫	৪	৩	৬	৫৫
১৪	মরিশাস	১	০	১	০	০	০	০	০	০	০	০	৩	৫
১৫	দক্ষিণ আফ্রিকা	০	০	০	০	০	০	০	১	০	০	০	০	১
১৬	মালদ্বীপ	১	২	৪	৪	১	২	২	৪	৪	৩	২	১	৩০
১৭	ব্রুনাই	১	১	০	২	০	১	২	০	২	০	০	০	৯
১৮	ইরাক	০	১	০	১	১	১	২	০	১	০	২	০	৯
১৯	সিসিলি	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	০	১
২০	মিশর	০	০	০	০	০	০	০	১	০	০	০	০	১
২১	পাপুয়া নিউগিনি	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২২	গ্রীস	০	০	০	০	০	০	০	১	০	১	০	০	২
২৩	তুরস্ক	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৪	আজারবাইজান	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৫	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	০	০	১
২৬	জাপান	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৭	লাউস	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৮	পালাও	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	১
সর্বমোট =		১৯৩	২৬২	১৯২	২৮৬	২৭৩	২৩৮	২৮৮	২৪২	৩০০	২৫৯	২৮০	১৮৭	৩০০০

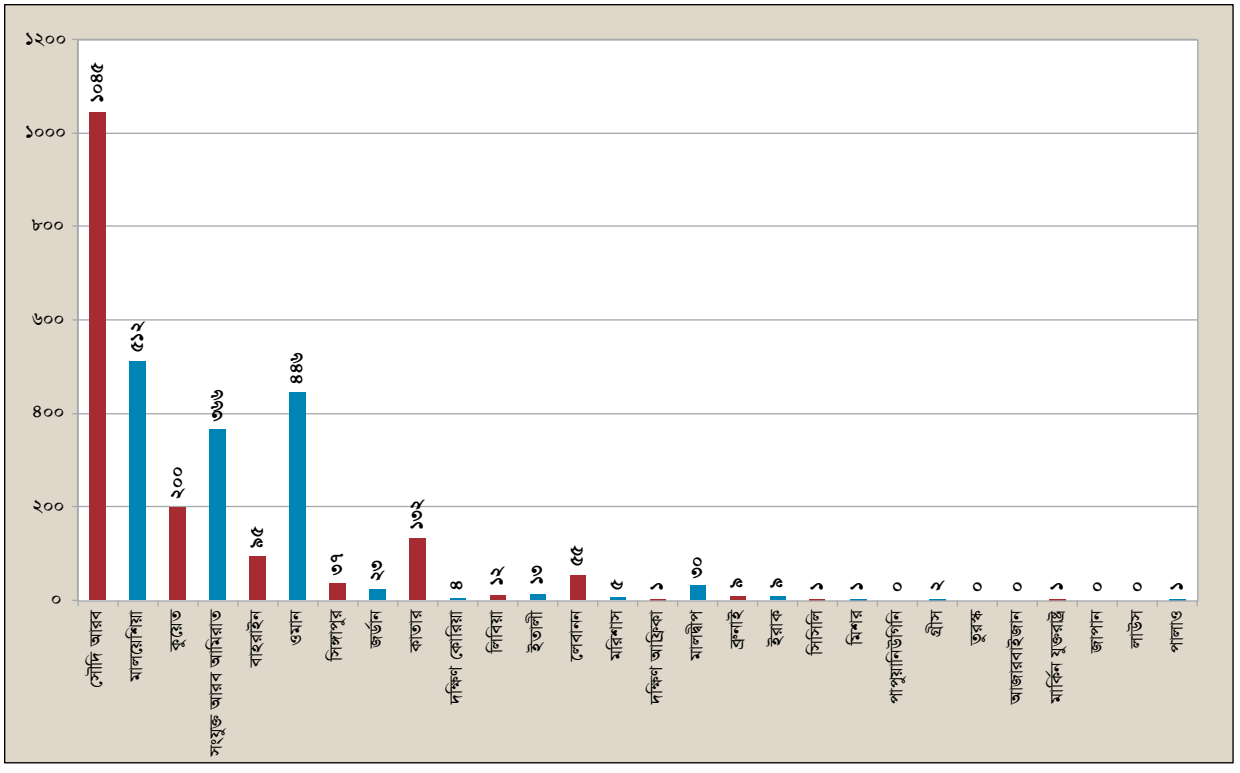

মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচের চেক প্রদানের চিত্র (দেশ ভিত্তিক)

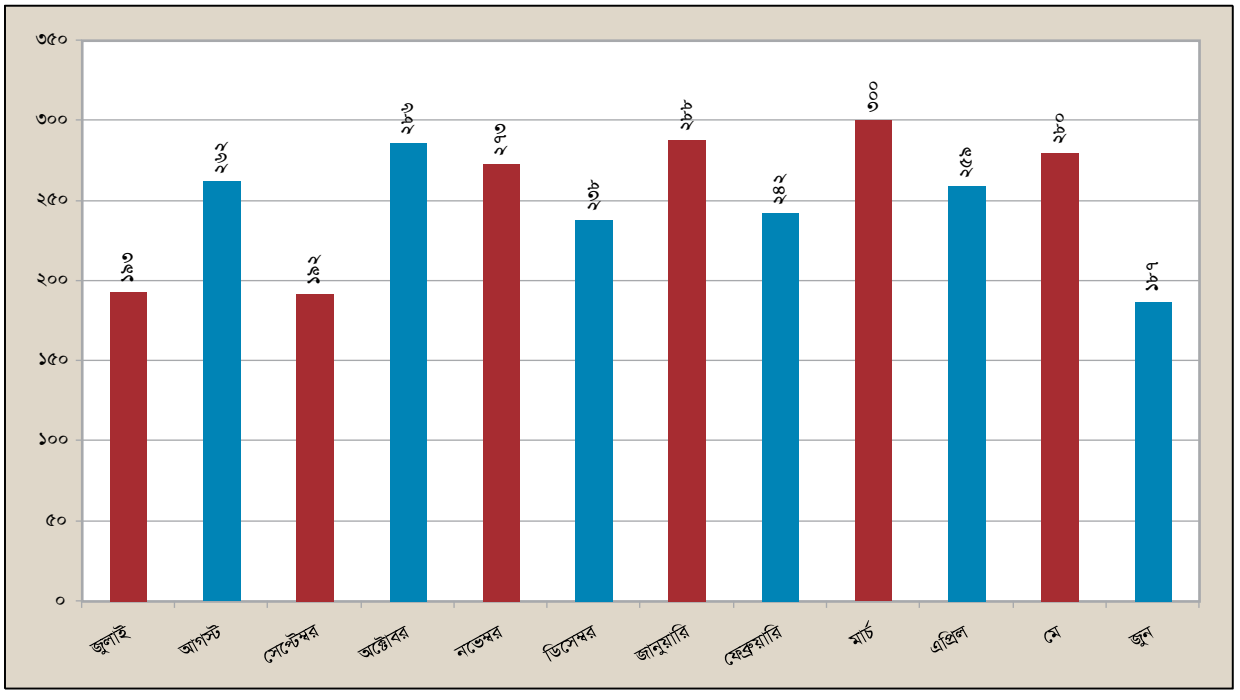

মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ প্রদানের চিত্র (মাস ভিত্তিক)

১২.৩ মৃতের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান

(দেশ ও মাস ভিত্তিক পরিবারের সংখ্যা)

ক্রম	দেশের নাম	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	সর্বমোট
০১।	সৌদি আরব (রিয়াদ)	৭৪	৮৫	৭১	৯৫	৬৯	৭৭	৬৩	৬৩	৪২	৯৬	৬৫	৩৫	৮৩৫
০২।	সৌদি আরব (জেদ্দা)	৪৪	৪৫	৪০	৬৪	৩৮	৪৮	৪১	৩০	২৪	৬০	৪৫	২২	৫০১
০৩।	সংযুক্ত আরব আমিরাত (দুবাই)	৪২	৪৪	৪১	৪৭	৪৩	৪১	৩৬	৩৪	২৪	৫১	৩৬	১৯	৪৫৮
০৪।	সংযুক্ত আরব আমিরাত (আবুধাবী)	১৫	৩৫	২২	৪৩	২৫	১৩	১২	১১	৮	১৬	১২	৭	২১৯
০৫।	ওমান	৩৮	৩৯	৪১	৪৪	৩৭	৩৯	৩৩	৩২	২৩	৪৯	৩৭	১৯	৪৩১
০৬।	মালয়েশিয়া	৩৯	৫০	২৮	৫৩	৩২	৪০	৩৬	৩৪	২৪	৫০	৩৩	২০	৪৩৯
০৭।	কুয়েত	৩২	২৬	২৯	২৯	৩৩	২৯	২৬	২৪	১৭	৩৭	৩১	৮	৩২১
০৮।	কাতার	১১	১৮	১৫	২১	১৩	১৫	১৩	১২	৯	১৯	১৪	৭	১৬৭
০৯।	বাহরাইন	১৩	১৯	১৩	৩১	১১	১৬	১৪	১১	১০	২০	১৫	৯	১৮২
১০।	লিবিয়া	৯	১৩	১৩	১১	১৫	১০	৯	৮	৬	১৩	১০	৭	১২৪
১১।	সিঙ্গাপুর	৮	১১	৯	১৪	১২	১০	৮	৯	৫	১৪	৯	৮	১১৭
১২।	অন্যান্য	২৪	১৭	২৬	২১	২৩	২২	২০	৩১	১৪	২৭	২৩	১৩	২৬১
	মোট=	৩৪৯	৪০২	৩৪৮	৪৭৩	৩৫১	৩৬০	৩১১	২৯৯	২০৬	৪৫২	৩৩০	১৭৪	৪০৫৫

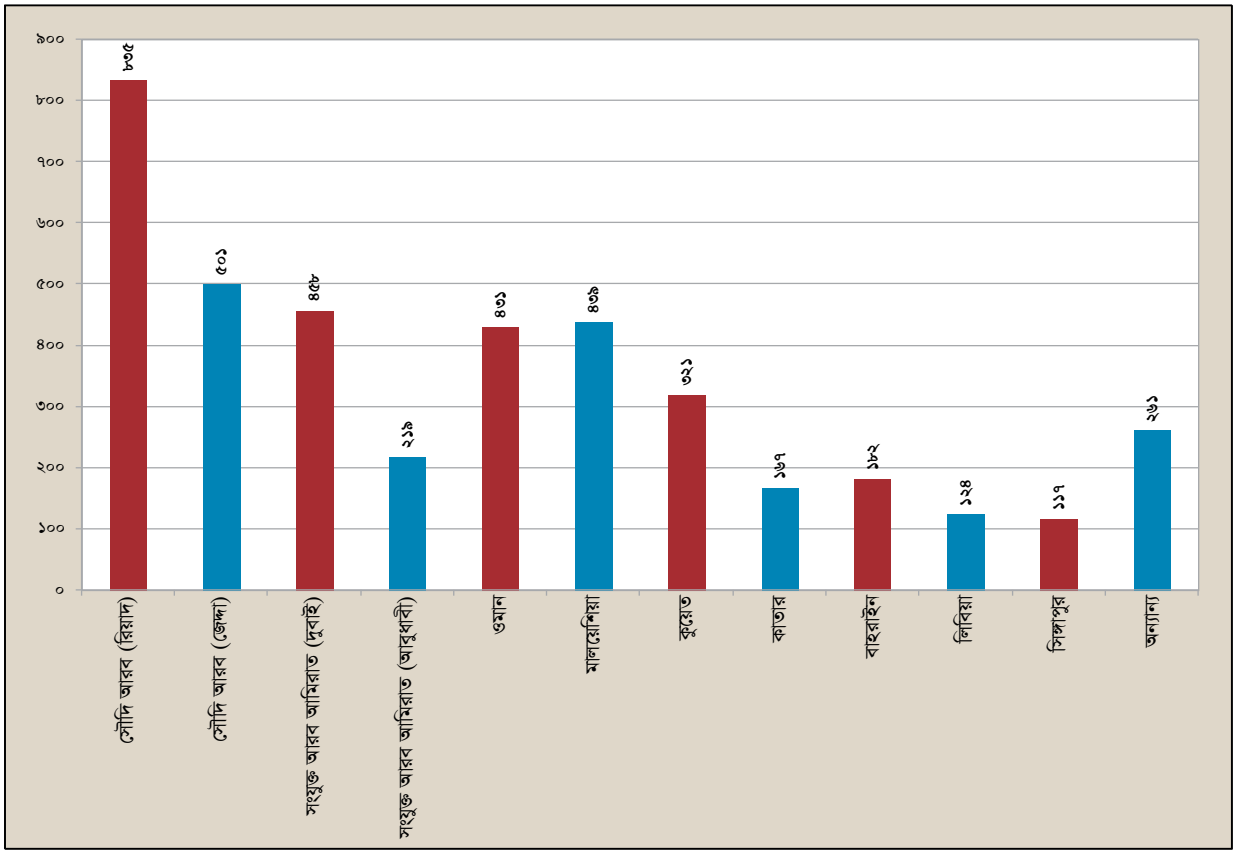

আর্থিক অনুদান প্রদানের চিত্র (দেশ ভিত্তিক)

১২.৪ আর্থিক অনুদান বিতরণ

দেশ ও মাস ভিত্তিক অর্থ বিতরণ

ক্রম	দেশের নাম	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	সর্বমোট
১	সৌদি আরব (রিয়াদ)	২০১৪০০০০	২১৬০০০০০	২০২০০০০০	২৬০৮৫৪১৯	২০০৯৩০০০	২০৫০০০০০	২০০৮৪২৪৯	১৮৩৫৬০০০	১৩৫৫০০০০	২৭৯১২৪১৬	২১৩০১০০০	১১২৪৯০০০	২৪১০৭১০৮৪
২	সৌদি আরব (জেদ্দা)	১২৪০০০০০	১১৩০০০০০	১৩১০০০০০	১৭৫০০০০০	১২৬০০০০০	১২৫০০০০০	১২৭০০০০০	৮৭৪১৭৫০	৮৫৪২০০০	১৭৪১৪০০০	১৩৩১৪৫৭৩	৭১০৫০০০	১৪৭২১৭৩২৩
৩	সংযুক্ত আরব আমিরাত (দুবাই)	১২২০০০০০	১০৮০০০০০	১২৪০০০০০	১২৮০০০০০	১২৪০০০০০	১০৮০০০০০	১০৬৩৩০০০	৯৯০৬৫০০	৭০৬৯৫০০	১৪৮০২০০০	১১৫৩৮০০০	৫৯২০৫০০	১৩১২৬৯৫০০
৪	সংযুক্ত আরব আমিরাত (আবুধাবী)	৪৩০০০০০	১০৫৫৮৩৩৩	৫২০০০০০	১২৭০০০০০	৫২০০০০০	৩৮০০০০০	৩৫৪৪৫০০	৩২০৫০০০	২৩৫৬৫০০	৪৬৪৩৫০০	৩৫৫০০০০	২০৭২০০০	৬১১২৯৮৩৩
৫	ওমান	১১১৮৪০০০	১০৩০০০০০	১৫০০০০০০	১০৯০০০০০	১৫০০০০০০	১৫০০০০০০	১০৩৩৭৫০০	৯৩২৩০০০	৬৭৭৫০০০	১৪২২১৫০০	১০৯৪৬৫০০	৫৬২৪০০০	১৩৪৬১১৫০০
৬	মালয়েশিয়া	১১৬০০০০০	১২০০০০০০	৮৬০০০০০	১৫১০০০০০	৮৬০০০০০	১০৭০০০০০	১০৬৩৩০০০	৯৯০৬০০০	৭০৬৯০০০	১৪৫১১০০০	৯৭৬৩০০০	৫৯২০০০০	১২৪৪০২০০০
৭	কুয়েত	৮৮০০০০০	১৭৫০০০০০	৮৭০০০০০	৮২০০০০০	৮৭০০০০০	৮৭০০০০০	৭৬৭৯০০০	৬৯৯৩০০০	৫০০৭০০০	১০৭৩৮০০০	৯১৭১০০০	২৩৬৮৫০০	১০২৫৫৬৫০০
৮	কাতার	৩২০০৯০১	৪৪০০০০০	৩৮০০০০০	৫৯০০০০০	৩৬০০০০০	৩৮০০০০০	৩৮৩৯৫০০	৩৪৯৬৫০০	২৬৫১০০০	৫৫১৪৫০০	৪১৪১০০০	২০৭২০০০	৪৬৪১৫৪০১
৯	বাহরাইন	৩৯০০০০০	৪৮০০০০০	৩৮১৪৩৭৪	৭৩০০০০০	৩২০০৬৮০	৩৮৭০৭৪১	৪১৩৫০০০	৩২০৫১২৫	২৯৪৫০০০	৫৮০৪০০০	৪৪৩৭৫০০	২৬৬৪০০০	৫০০৭৬৪২০
১০	লিবিয়া	২২০০০০০	৩৫০০০০০	৩৪০০০০০	২৫০০০০০	৪০০০০০০	২৯০০০০০	২৬৫৮০০০	২৩৩১০০০	১৭৬৭০০০	৩৭৭৩০০০	২৯৫৮০০০	২০৬৫৫০০	৩৪০৫২৫০০
১১	সিঙ্গাপুর	২৩০০০০০	২৯০০০০০	২৪০০০০০	৩৩০০০০০	২৫০০০০০	২৪০০০০০	২৩৬৩০০০	২৬২২৩৭৫	১৪৭২০০০	৪০৬৩০০০	২৬৬২২০০	২৩৬৮০০০	৩১৩৫০৫৭৫
১২	অন্যান্য	৪৯০০০০০	৪৫০০০০০	৬০০০০০০	৫১০০০০০	৬০০০০০০	৬০০০০০০	৫৯০৯৫০০	৯০৩২৫০০	৪১২৬০০০	৭৮৩৮৫০০	৬৮০৬৮০০	৩৮৫৯০০০	৭০০৭২৩০০
	মোট-	৯৭১২৪৯০১	১১৪১৫৮৩৩৩	১০২৬১৪৩৭৪	১২৭৩৮৫৪১৯	১০১৮৯৩৬৮০	১০০৯৭০৭৪১	৯৪৫১৬২৪৯	৮৭১১৮৭৫০	৬৩৩৩০০০০	১৩১২৩৫৪১৬	১০০৫৮৯৫৭৩	৫৩২৮৭৫০০	১১৭৪২২৪৯৩৬

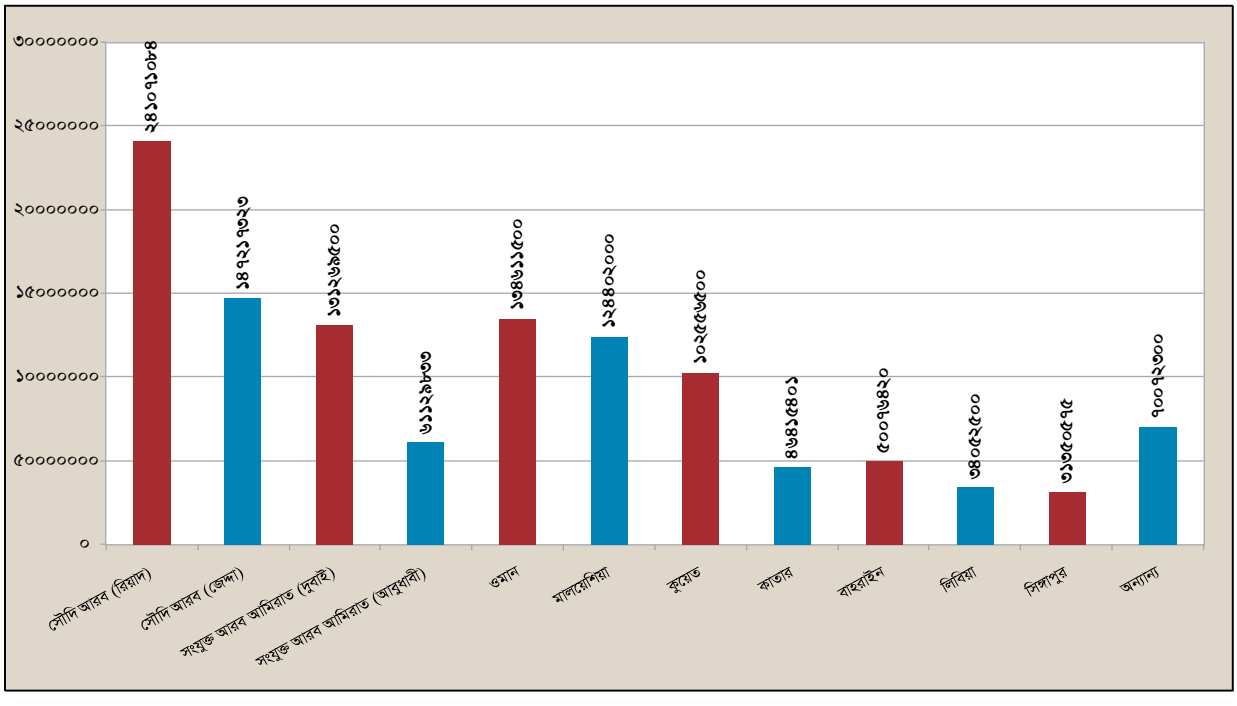

অর্থ বিতরণের চিত্র (দেশ ভিত্তিক)

১২.৫ মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণে/বকেয়া বেতন/ইন্সুরেন্সের অর্থ প্রদান

ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য অর্থ গ্রহণকৃত পরিবারের সংখ্যা (দেশ ও মাস ভিত্তিক)

ক্রম	দেশের নাম	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	সর্বমোট
০১।	সৌদি আরব	৬০	৯১	৩৯	৯২	৫৬	৪৮	৫৮	৬৭	২৬	১৯	৩৭	৯১	৬৮৪
০২।	ওমান	০৯	১০	২৪	১৪	১০	০৫	১২	০৬	১৪	০৩	১১	০৫	১২৩
০৩।	কুয়েত	০৫	০১	০৩	৪	০৩	০৪	০৫	০৬	০৬	০৭	-	-	৪৪
০৪।	দুবাই	০৩	০১	০৮	১	০৬	১৩	১৩	১০	০৭	১৫	০৯	০১	৮৭
০৫।	আবুধাবী	১৪	০১	০৪	৫	০৪	-	-	০২	-	০৩	০৩	-	৩৬
০৬।	জর্ডান	০২	০৪	০৩	১	০৩	-	০১	০৩	-	০১	০৩	০২	২৩
০৭।	মালদ্বীপ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০
০৮।	মালয়েশিয়া	-	০১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
০৯।	কাতার	০১	-	-	১	-	-	-	১৩	-	০৭	-	০৪	২৬
১০।	বাহরাইন	-	-	-	-	-	০১	-	-	-	-	-	-	১
১১।	লিবিয়া	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০১	-	-	১
মোট-		৯৪	১০৯	৮১	১১৮	৮২	৭১	৮৯	১০৭	৫৩	৫৬	৬৩	১০৩	১০২৬

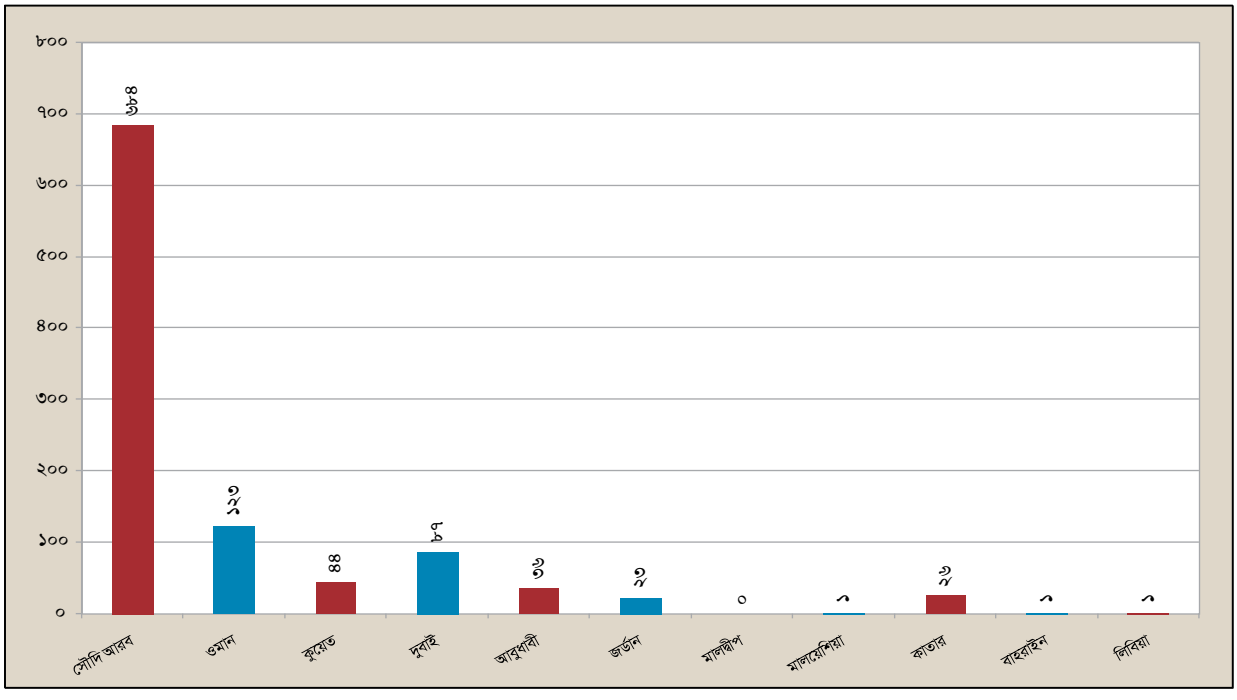

মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্সুরেন্সের অর্থ প্রদানের চিত্র (দেশ ভিত্তিক)

১২.৬ মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্সুরেন্সের বাবদ আদায়কৃত অর্থ বিতরণ

বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ (দেশ ও মাস ভিত্তিক)

ক্রম	দেশের নাম	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	সর্বমোট
০১	সৌদি আরব	৯৬৮৮৭৫১	১৯৮৬৪৮৯১	৭৫৯১৩১৪	১৮৪৮৫৩৫৫	১৫০০৪৯০৮	১৭৯৪৯৬৩৯	২৫৫১০৭৮০	১৭৯৫৯৫৭০	৬৯৭৮৪৫৬	১১৯৮১৭৫৮	৬০০২৭০৮	২৪৩৮২৭২৫	১৮১৪০০৮৫৫
০২	ওমান	১০৪৮৮১৫৮	৯৫৯৭৯০৫	২২৭২৭১১৬	১৩৮৭৬৩৪১	১২৬১৯২২৭	৫৬২৯০০৯	২১৫১৬৬৭৭	৯৮২৯২২৪	৭০৪৮৯১৫	৭০৪৬০৩৬	১১৩৭০৫৮৫	৭৩৮৮১৩৪	১৩৯১৩৭৩২৭
০৩	কুয়েত	১৬৮৪৫৭৬	১৪৩২৫১	১৯৫৭৪৯৪	৮৬৯৮৭৩৩	৭৩৭৪২৯৬	২৪০৯৪৭৪	২১৩৩৪০০	৬৬৬৭২৩৩	৯৪১৩৫৪৭	১৩৫০৬২৬০	-	-	৫৩৯৮৮২৬৪
০৪	ইউএই দুবাই	৫১৫৮৩৬৫	২১৩৪০০০	৭৬৬৫৫৪০	২৩৬৯৫০	৬৪০২০০০	১৭০৭৪০০০	১৪০৩৩২৮৩	৮৬৮৩৩৭০	৮৪৯০০০০	১৭৯৮০৩৩৯	৪১১৪৪৭৫	১২০৯১৪৫	৯৩১৮১৪৬৭
০৫	ইউএই আবুধাবী	১৩৪৪৪২০০	৪২২৫৩২০	১৪৭৭৯২৩০	৯৪৩০১২০	৮৫৩৬০০০	-	-	৩২০১০০০	-	১২৮৬৮০০০	৭৮২৯৭৭২	-	৭৪৩১৩৬৪২
০৬	জর্ডান	১০৭৭৭০	৭৫৯২২১	৮২৬৭৭৩	১০৮৫৭৭	১২৪৮২০৫	-	১৪৬৯৬৩	৯৩৭০৯৩	-	৪৪১৪৬৩	৯৯৭৬০১	৮৮৬৪৬৬	৬৪৬০১৩২
০৭	মালদ্বীপ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০
০৮	মালয়েশিয়া	-	১০১৬০৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০১৬০৯
০৯	কাতার	২২৯৮৮৫০	-	-	১১৪৯৪২৫	-	-	-	১৯৯৩২২৮০	-	২০৯০৩৫২৭	-	৪৩৮৭০৯৬	৪৮৬৭১১৭৮
১০	বাহরাইন	-	-	-	-	-	৮৪৫২৩	-	-	-	-	-	-	৮৪৫২৩
১১	লিবিয়া	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৮৫৫৬৩	-	-	৩৮৫৫৬৩
মোট-		৪২৮৭০৬৭০	৩৬৮২৬১৯৭	৫৫৫৪৭৪৬৭	৫১৯৮৫৫০১	৫১১৮৪৬৩৬	৪৩১৪৬৬৪৫	৬৩৩৪১১০৩	৬৭২০৯৭৭০	৩১৯৩০৯১৮	৮৫১১২৯৪৬	৩০৩১৫১৪১	৩৮২৫৩৫৬৬	৫৯৭৭২৪৫৬০

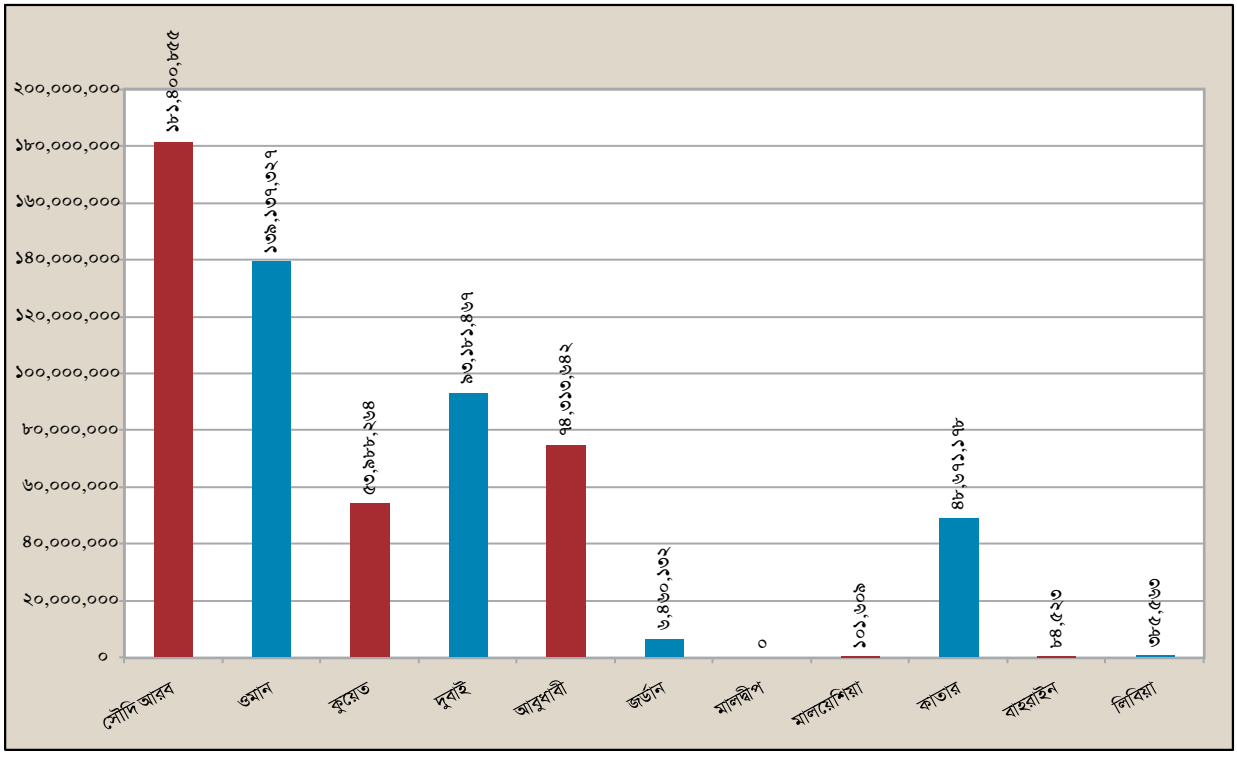

অর্থ বিতরণের চিত্র (দেশ ভিত্তিক)

অধ্যায়-১৩

অর্থবছর ভিত্তিক সেবা প্রদানের চিত্র

১৩.১ তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে মৃতদেহ গ্রহণ (২০০৫-০৬ হতে ২০১৬-১৭)

অর্থ বছর	মৃতদেহ গ্রহণ
২০০৫-০৬	১,৩২৫
২০০৬-০৭	১,৫৩৮
২০০৭-০৮	১,৮৮৬
২০০৮-০৯	২,২০৭
২০০৯-১০	২,৪৩৮
২০১০-১১	২,৫৭৩
২০১১-১২	২,৭৩২
২০১২-১৩	২,৯৭৭
২০১৩-১৪	৩,২০৬
২০১৪-১৫	৩,৩২১
২০১৫-১৬	৩,৩৪৪
২০১৬-১৭	৩,৪৫৫

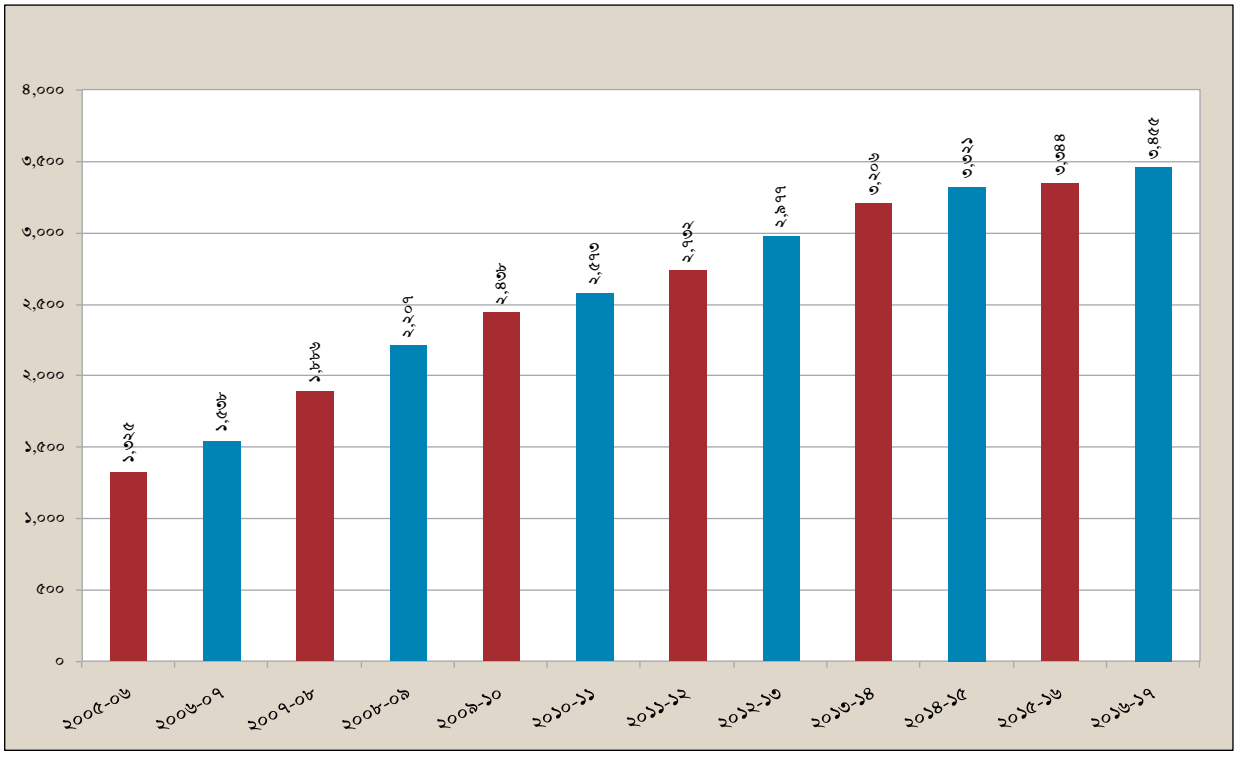

বিমানবন্দর হতে মৃতদেহ গ্রহণের চিত্র (অর্থ বছর অনুযায়ী)

১৩.২ মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান (১৯৯৩-৯৪ হতে ২০১৬-১৭)

অর্থ বছর	মৃতের পরিবারের সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১৯৯৩-৯৪	৯১	৯,০৫,০০০
১৯৯৪-৯৫	১৮৫	১৮,৪৫,০০০
১৯৯৫-৯৬	২২০	২২,০০,০০০
১৯৯৬-৯৭	২৩৭	২৮,৭০,০০০
১৯৯৭-৯৮	২৬১	৩৯,২৭,৫০০
১৯৯৮-৯৯	২৬৮	৪৯,৩২,৫০০
১৯৯৯-০০	৩৫০	৭০,০০,০০০
২০০০-০১	৩৯৯	৭৯,৮০,০০০
২০০১-০২	৪৯১	৯৯,১৩,০০০
২০০২-০৩	৫৫৮	১,১২,৪৩,০০০
২০০৩-০৪	৬১৮	১,২৩,৫০,০০০
২০০৪-০৫	৭০৪	১,৪০,৫৯,৫০০
২০০৫-০৬	৭০৫	১,৪০,৭৯,৫০০
২০০৬-০৭	৮৪২	১,৬৮,৪০,০০০
২০০৭-০৮	১০৫০	২,০৯,৯০,০০০
২০০৮-০৯	১২৪৯	২,৫০,৯৭,৫০০
২০০৯-১০	১৭৮৮	৪,৮১,৬৯,৫০০
২০১০-১১	২০৪১	৬,৬৯,৩৪,৫০০
২০১১-১২	২০৩৫	৭,০১,৫৭,০০০
২০১২-১৩	২৩১০	৭,৯৯,৪২,০০০
২০১৩-১৪	২৫৬৯	৮,৯৮,৮২,৫০০
২০১৪-১৫	২৭০৭	৯,৪৭,২৭,৫০০
২০১৫-১৬	২৮৪০	৯,৯৪,০০,০০০
২০১৬-১৭	৩০০০	১০,৫০,০০,০০০

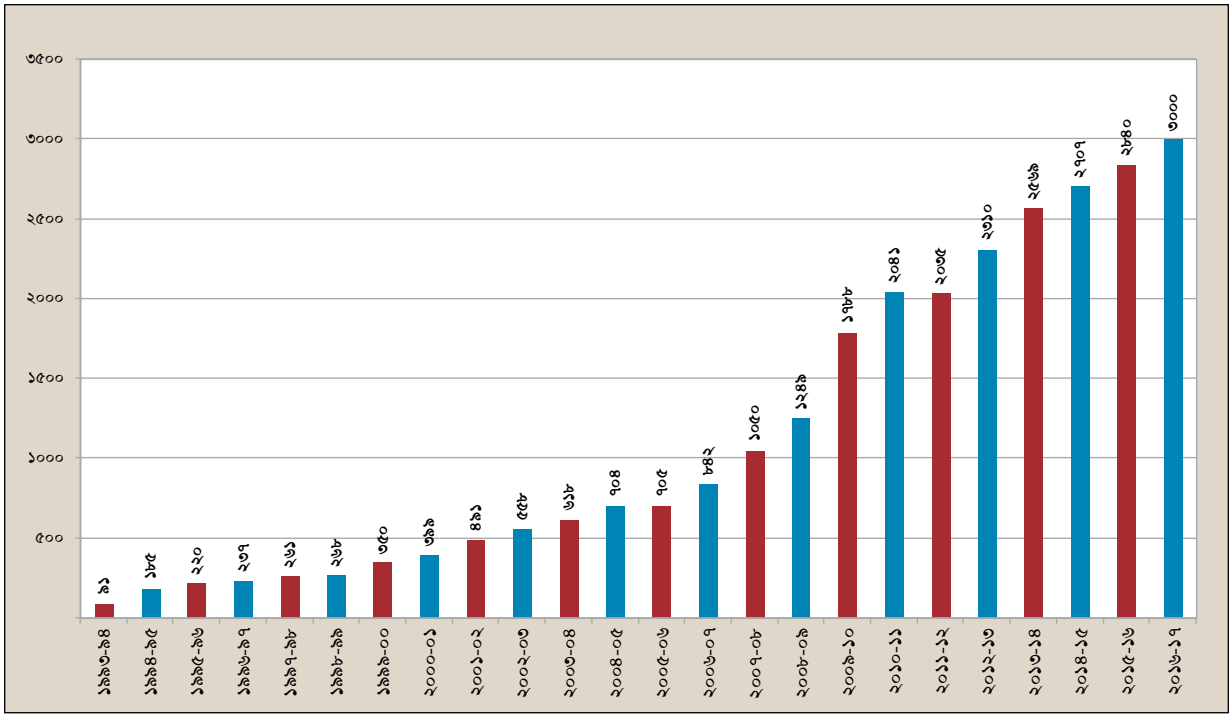

মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত পরিবারের চিত্র (১৯৯৩-৯৪ হতে ২০১৬-১৭)

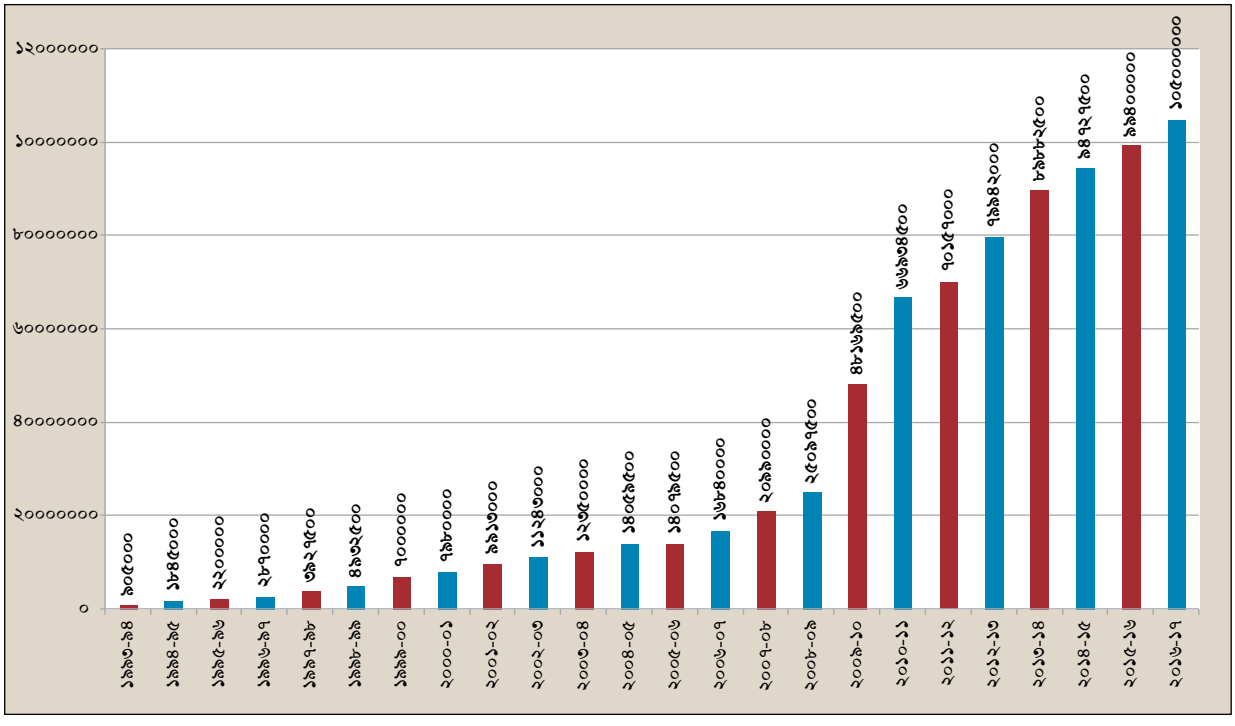

মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদানের চিত্র (১৯৯৩-৯৪ হতে ২০১৬-১৭)

১৩.৩ আর্থিক অনুদান বিতরণ (১৯৯৬-৯৭ হতে ২০১৬-১৭)

সাল	মৃতের পরিবারের সংখ্যা	বিতরণকৃত অর্থ
১৯৯৬-৯৭	৩	১,২২,৫০০
১৯৯৭-৯৮	২	১,২৭,৫০০
১৯৯৮-৯৯	২	১,২৭,৫০০
১৯৯৯-০০	৪	১,৯২,৫০০
২০০০-০১	১৪	১৪,৫২,৫০০
২০০১-০২	৪৩	৪৫,৮৬,৬৩১
২০০২-০৩	৭১	৭১,৯১,৮৪০
২০০৩-০৪	১১০	১,০৯,৯২,৬৪৮
২০০৪-০৫	২২০	২,১৭,৩১,৬৬৬
২০০৫-০৬	২৮৩	২,৭৯,৪৬,৩০৯
২০০৬-০৭	২৮৩	২,৮০,১৫,৭৮৫
২০০৭-০৮	৩৬০	৩,৫১,৬৫,২৭৮
২০০৮-০৯	৪৫১	৪,৪৩,৫৬,৮১০
২০০৯-১০	৫০৪	৬,২৯,৬৫,৯৯৫
২০১০-১১	৬০৪	৯,৪০,২৮,৮২৪
২০১১-১২	৯৯৮	১৭,০৫,৭৮,৩২৬
২০১২-১৩	১৩৫৪	২৫,২১,৮২,৯৬৯
২০১৩-১৪	২২২০	৪৯,৮০,৭০,০০৬
২০১৪-১৫	৩১৪৬	৮২,৯৬,৫৯,৩৬৩
২০১৫-১৬	৫৭৪০	১৬৬,১৭,০৮,৫০৩
২০১৬-১৭	৪০৫৫	১১৭,৪২,২৪,৯৩৬

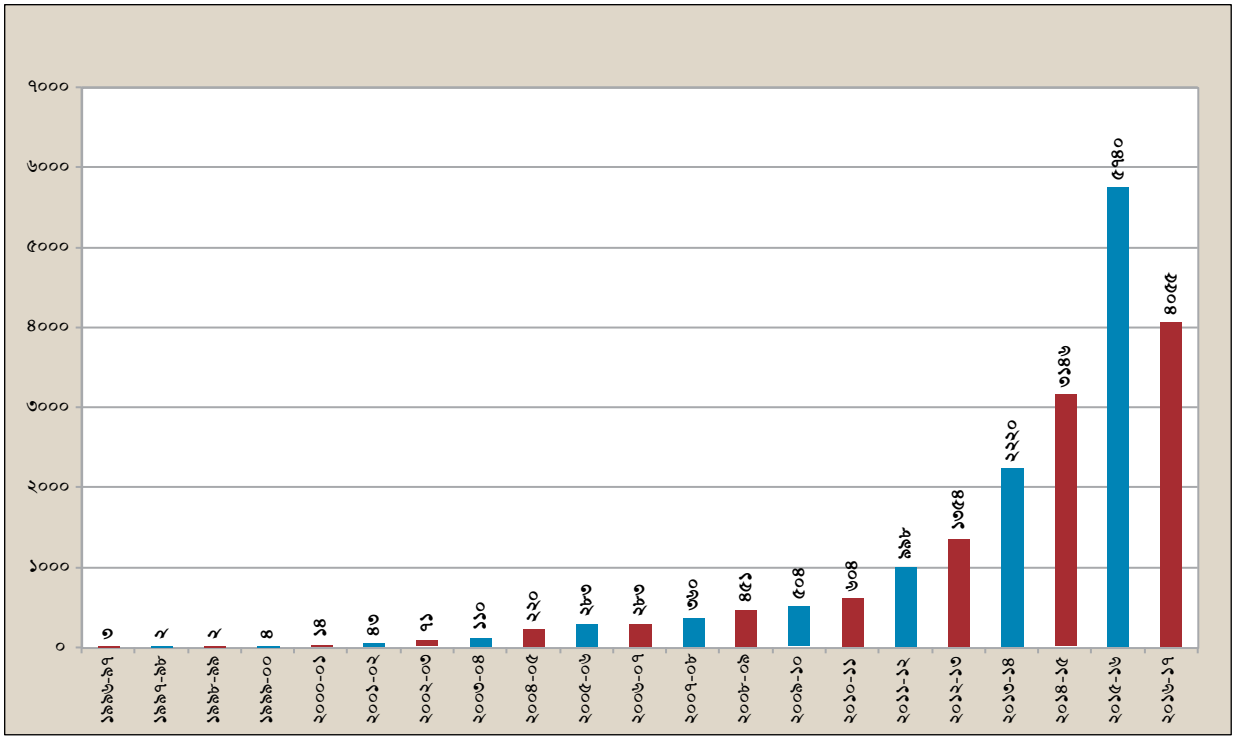

আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত পরিবারের চিত্র (অর্থ বছর অনুযায়ী)

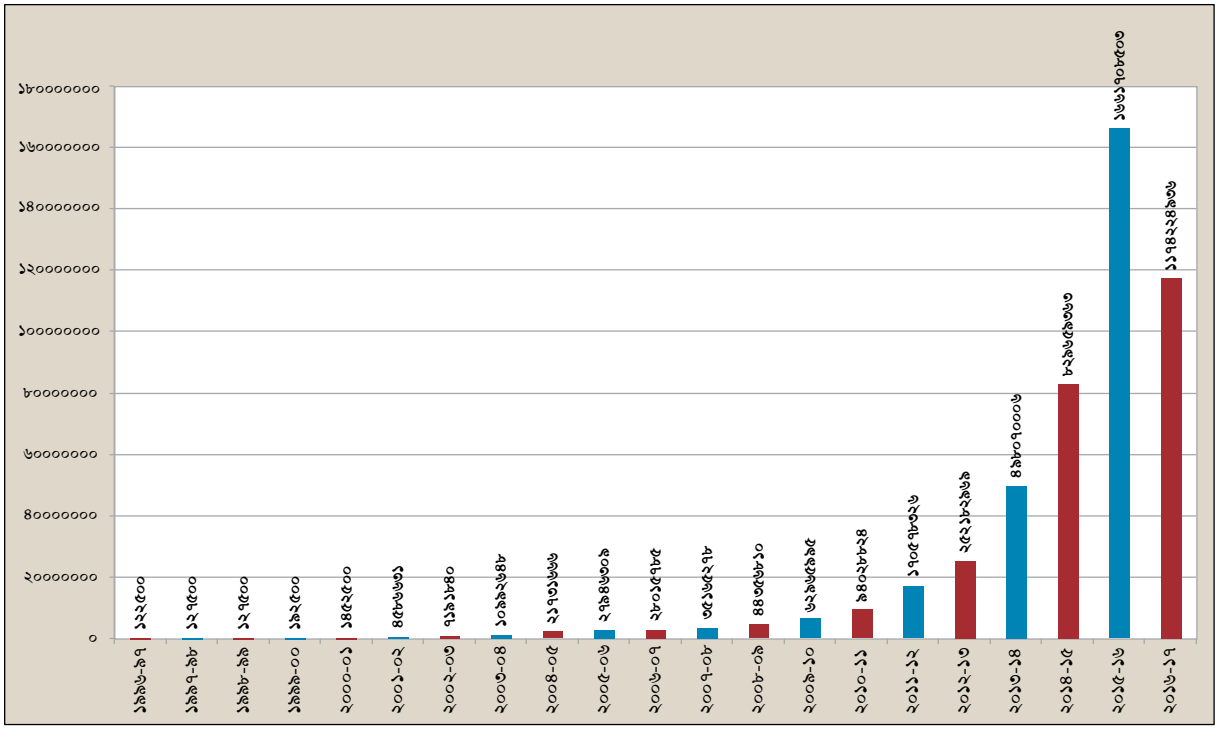

আর্থিক অনুদানের অর্থ বিতরণের চিত্র (অর্থ বছর অনুযায়ী)

১৩.৪ মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্স্যুরেন্স/সার্ভিস বেনিফিট এর অর্থ আদায়

সাল	মৃতের সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থ
১৯৭৭-৭৮	৪৭	১২,৩৩,৯৪৭
১৯৭৮-৭৯	৪৮	২০,৪২,৯৮১
১৯৭৯-৮০	৩৫	১৮,৬৯,৬৮৫
১৯৮০-৮১	৫৪	১৮,৫০,৩৬২
১৯৮১-৮২	৯১	৪০,৪১,৮১২
১৯৮২-৮৩	১৫২	৭৭,০৩,২৬৫
১৯৮৩-৮৪	১৯৬	১,০৪,৬৯,৪৫৯
১৯৮৪-৮৫	২০৮	১,৩৫,৮২,২৪০
১৯৮৫-৮৬	২৩২	২,১৭,৮০,২১৯
১৯৮৬-৮৭	২৪৬	২,৯৬,৫৮,৫০৭
১৯৮৭-৮৮	২৩৬	২,৯১,২২,৬১৭
১৯৮৮-৮৯	২৩৭	২,৫৯,৩৯,৮৬০
১৯৮৯-৯০	২৩৪	৩,৩০,৮৬,৬৫৭
১৯৯০-৯১	২৬২	৩,০০,১৫,৪৯৫
১৯৯১-৯২	২৯৯	২,৩৯,২১,৬১৯
১৯৯২-৯৩	৪২০	২,৯৪,১৮,১১০
১৯৯৩-৯৪	৫০১	৩,৩৬,২৩,৪২৪
১৯৯৪-৯৫	৭১৩	৩,৯৪,৯০,০২৬
১৯৯৫-৯৬	৮৮৬	৪,০৭,২৩,৬৯২
১৯৯৬-৯৭	৮৬৯	৩,৬৮,৬০,০৬৬
১৯৯৭-৯৮	৭৪৮	৪,২৩,০২,৮৯২
১৯৯৮-৯৯	৮৩৮	৫,৮৮,৭৬,৩২৩
১৯৯৯-০০	৬৯৫	৭,০৭,৫৪,৩৭৭
২০০০-০১	৩১৮	৬,৭৭,৭৭,৪২৩
২০০১-০২	৩৯৮	৭,৬২,৭০,৪৭০
২০০২-০৩	৪৩১	১২,৩০,৫১,৩৩৯
২০০৩-০৪	৪৮৯	১৪,৯৯,৯১,৮১১
২০০৪-০৫	৫৩৬	১৪,২৯,৭৭,২১৪
২০০৫-০৬	৫৫৬	১৫,২৪,৪৫,২১৫
২০০৬-০৭	৫২৫	১৪,৬২,৪৭,৩৮৯
২০০৭-০৮	৫২৮	১৫,১৬,২৬,৮৫৮
২০০৮-০৯	৫৬১	১৮,০৩,২৯,২০৯
২০০৯-১০	৫১৮	২৪,৫৪,৩৬,৩৬৪
২০১০-১১	৫৪৮	৩৪,৪২,৭৩,৪৭৬
২০১১-১২	৫৫২	৩৬,২০,০৭,৭২৯
২০১২-১৩	৩৭২	৩৮,৫২,১৩,৫৫১
২০১৩-১৪	৩৪৭	৪০,৮৫,৩৩,৭৬১
২০১৪-১৫	৫৯৮	৫১,৫৮,১৪,৯১৩
২০১৫-১৬	৬৯৮	৫৬,৬১,৭২,৯৬৮
২০১৬-১৭	৬৯৩	৫৬,৪০,৯৮,০৭১

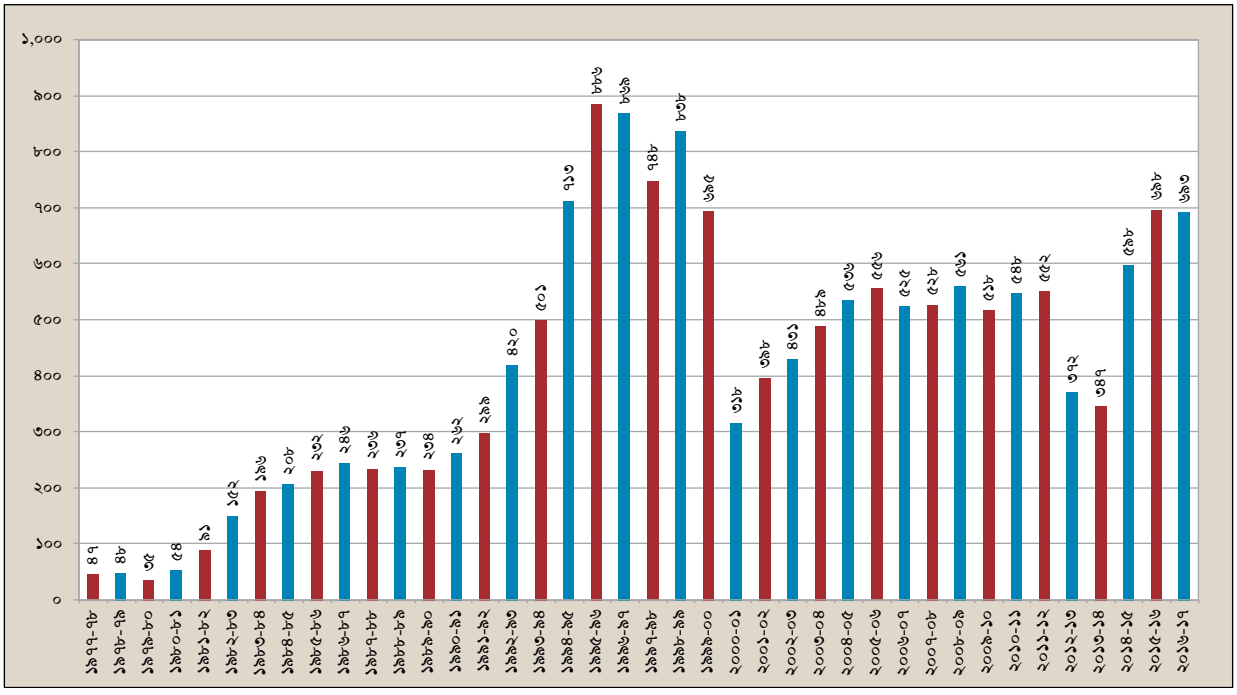

ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্স্যুরেন্স/সার্ভিস বেনিফিট এর অর্থ আদায়কৃত কর্মীর সংখ্যা (অর্থ বছর অনুযায়ী)

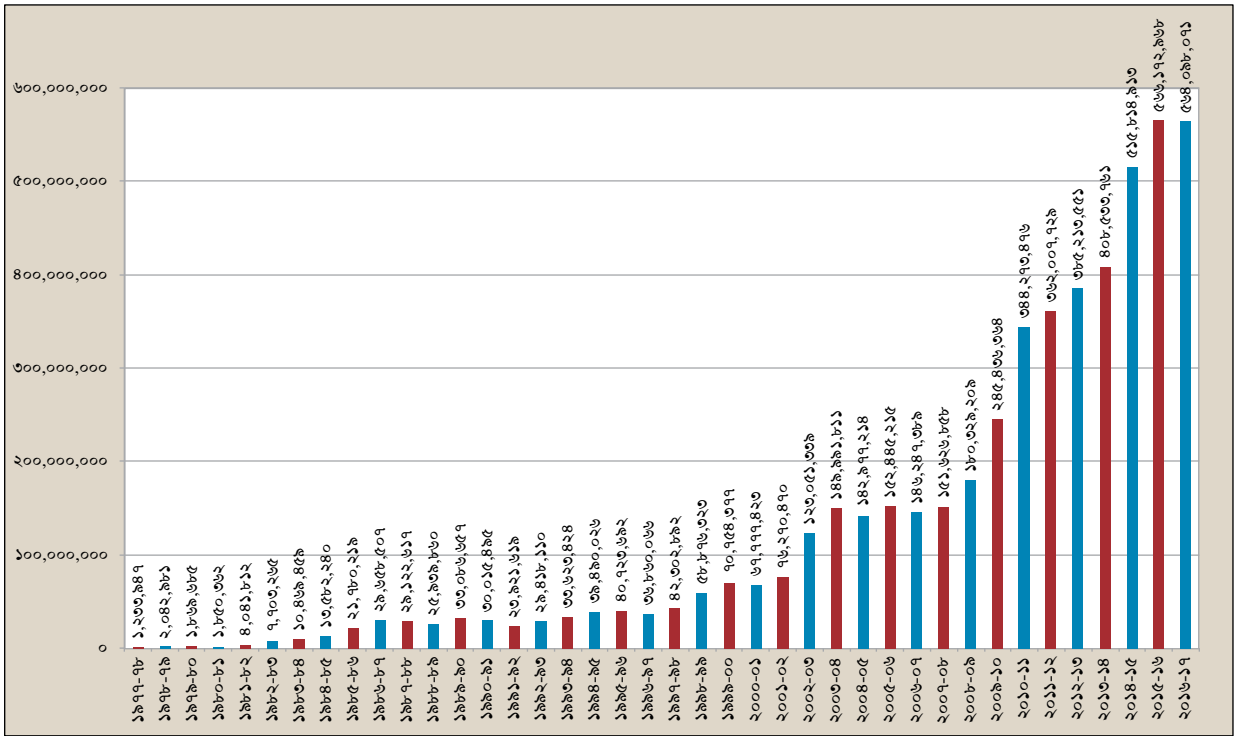

ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্স্যুরেন্স/সার্ভিস বেনিফিট এর অর্থ আদায়ের চিত্র (অর্থ বছর অনুযায়ী)

১৩.৫ প্রবাসে মৃত কর্মীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্স্যুরেন্স/সার্ভিস বেনিফিট এর অর্থ বিতরণ

সাল	মৃতের পরিবারের সংখ্যা	বিতরণকৃত অর্থ
১৯৭৭-৭৮	৪৯	৬,২০,৭৭৪
১৯৭৮-৭৯	৪৮	১৫,৮৯,৮৩৫
১৯৭৯-৮০	৩১	২০,৫৫,৯৩৩
১৯৮০-৮১	৫১	১৬,৩৭,৯০২
১৯৮১-৮২	৭২	২৫,৫৬,৯১৪
১৯৮২-৮৩	১১২	৫২,২২,২৬২
১৯৮৩-৮৪	২০১	৬৩,১১,৬৬৫
১৯৮৪-৮৫	২২১	১,০৮,৯৬,০৭০
১৯৮৫-৮৬	১৮৯	১,৪৯,৮৫,২৮৪
১৯৮৬-৮৭	২০৩	২,২৪,৫৮,৪৬৪
১৯৮৭-৮৮	২১৫	২,৯৫,৫২,০৮৮
১৯৮৮-৮৯	২১৪	২,৫৫,৭৩,০০৪
১৯৮৯-৯০	২০৬	২,৯৭,৩৭,৫১০
১৯৯০-৯১	২৩৭	৩,১৯,৭৯,৩২৩
১৯৯১-৯২	২৭৯	২,৮৯,২১,৮৮১
১৯৯২-৯৩	৩৯৪	২,২৬,৬২,২৫৪
১৯৯৩-৯৪	৪৪৭	২,৫৮,৩০,৯২৬
১৯৯৪-৯৫	৬৩৫	৪,০৮,৪৫,৫৩৪
১৯৯৫-৯৬	৮২৪	৪,১৫,২৫,৩৯৬
১৯৯৬-৯৭	৮২৬	৩,৭০,২৭,৬১৭
১৯৯৭-৯৮	৬৮০	৪,৩২,৩২,৪৮৮
১৯৯৮-৯৯	৭৮১	৫,১৪,০৮,২১২
১৯৯৯-২০০০	৬৭২	৬,২৮,৩৫,৬৫৪
২০০০-০১	৩৭২	৬,৬৬,১২,১৩৬
২০০১-০২	৫১১	৭,২৯,৭৪,৫৭৩
২০০২-০৩	৫৪৬	১১,২৯,৮৪,৮০৯
২০০৩-০৪	৫২৫	১৩,৪৩,৮৫,৫৯৫
২০০৪-০৫	৪৯১	১৩,৬১,৫৭,৪২৫
২০০৫-০৬	৪৪৩	১৩,৬৫,৩১,৫৭৫
২০০৬-০৭	৩৭৬	১২,২৪,৬২,২২২
২০০৭-০৮	৪০৫	১৩,৪৬,৫৮,৬৬৮
২০০৮-০৯	৪৮৭	১৬,৯২,৪৫,৮৩৬
২০০৯-১০	৫২৪	২১,৭০,৬৮,১৫৩
২০১০-১১	৫১৪	২৬,১৭,২৫,১৬০
২০১১-১২	৫০১	২৯,৩০,৩৮,৮৫৬
২০১২-১৩	৩৭৭	২৬,৫৫,৫৯,৯৩১
২০১৩-১৪	২৭৯	২৭,৪৯,৮৭,০৭২
২০১৪-১৫	৫০২	৪৯,২৫,৫৯,৮১৭
২০১৫-১৬	১১৪৪	৬৮,৫৩,৬৩,৩৭৩
২০১৬-১৭	১০২৬	৫৯,৭৭,২৪,৫৬০

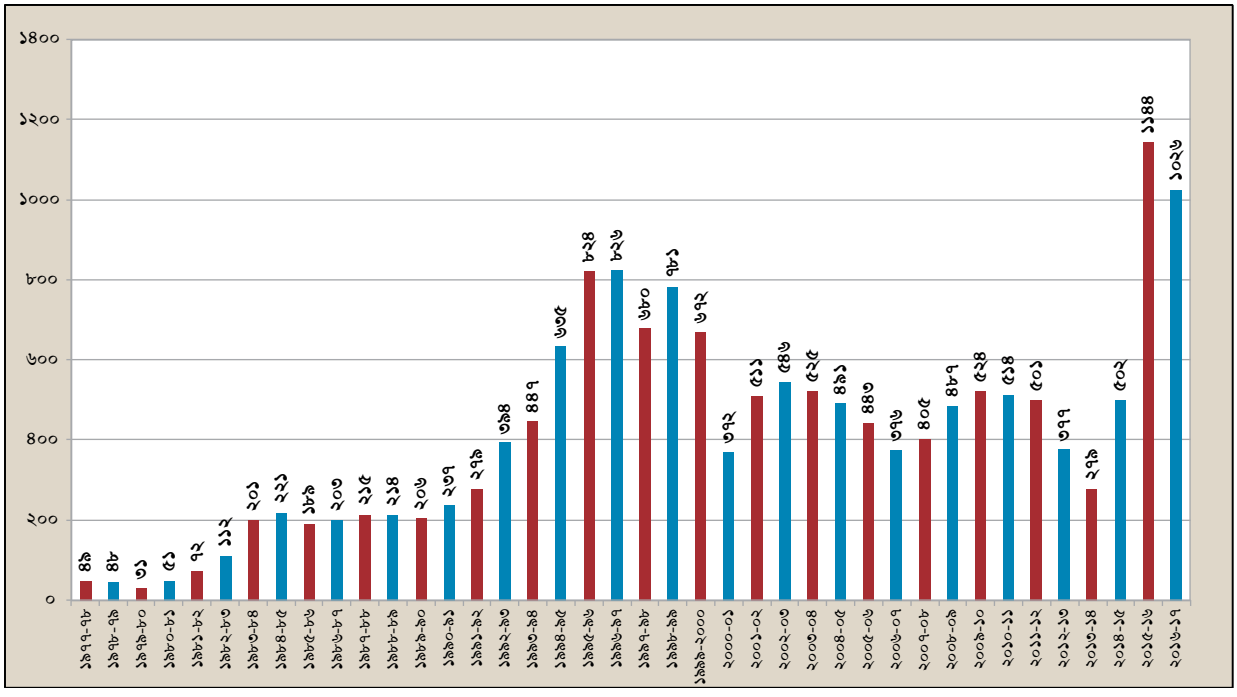

ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্স্যুরেন্স/সার্ভিস বেনিফিট এর অর্থ গ্রহণকৃত কর্মীর চিত্র (অর্থ বছর অনুযায়ী)

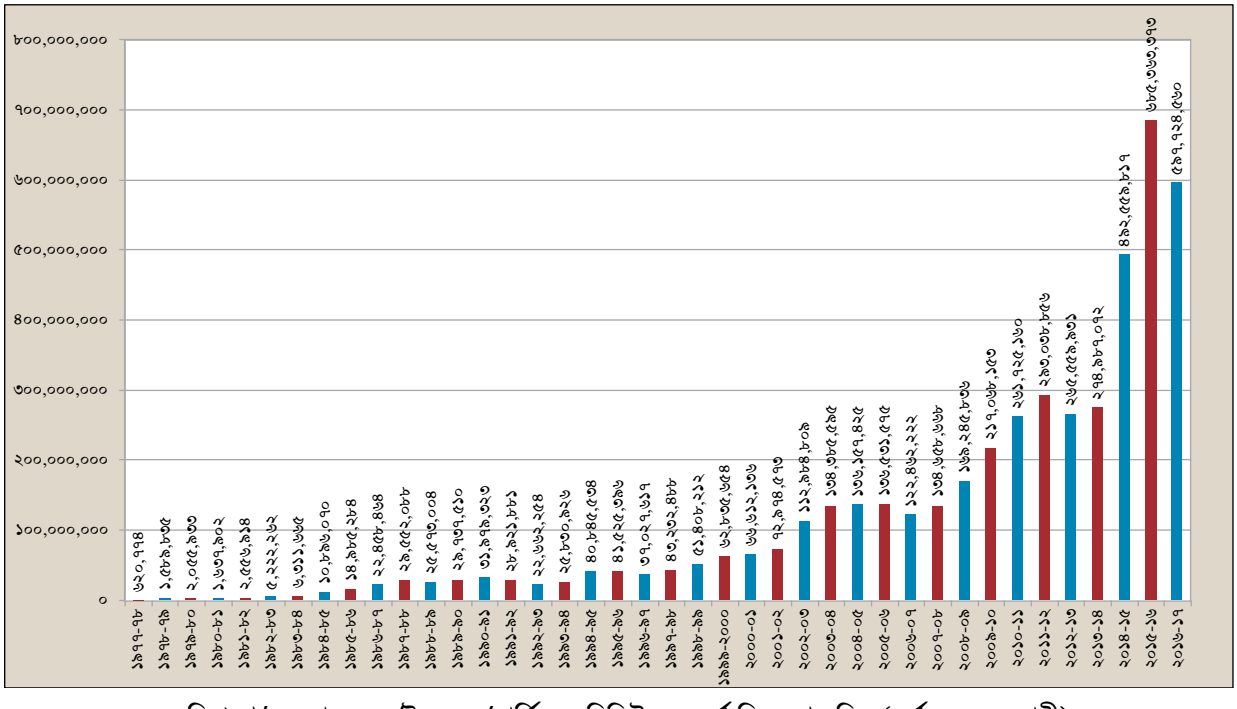

ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/ইন্স্যুরেন্স/সার্ভিস বেনিফিট এর অর্থ বিতরণের চিত্র (অর্থ বছর অনুযায়ী)

১৩.৬ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)

ক্রম	ক্যাটাগরি	মাসিক বৃত্তির পরিমান	বাৎসরিক বই ক্রয়সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ	বাৎসরিক প্রদানকৃত অর্থ	সময়কাল	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	বাৎসরিক শিক্ষাবৃত্তি বাবদ প্রদানকৃত অর্থ
১	পিইসি/সমমান	৭০০/-	১,৫০০/-	৯,৯০০/-	৩ বছর	২,০৫৯	২,০৩,৮৪,১০০/-
২	জেএসসি/সমমান	১,০০০/-	২,০০০/-	১৪,০০০/-	২ বছর	১,১৮২	১,৬৫,৪৮,০০০/-
৩	এসএসসি/সমমান	১,৫০০/-	৩,০০০/-	২১,০০০/-	২/৪ বছর	৭৪৯	১,৫৭,২৯,০০০/-
৪	এইচএসসি/সমমান	২,০০০/-	৩,০০০/-	২৭,০০০/-	৩/৪/৫ বছর	৪৬৫	১,২৫,৫৫,০০০/-
সর্বমোট						**৪,৪৫৫**	**৬,৫২,১৬,১০০/-**

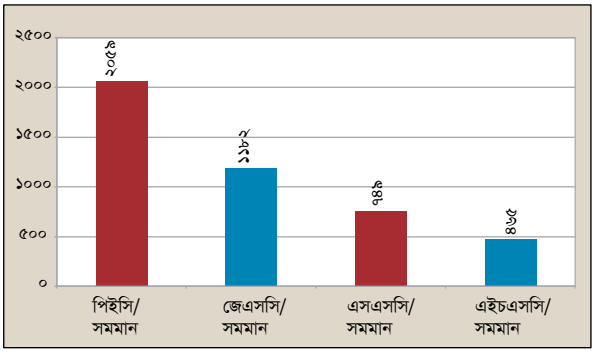

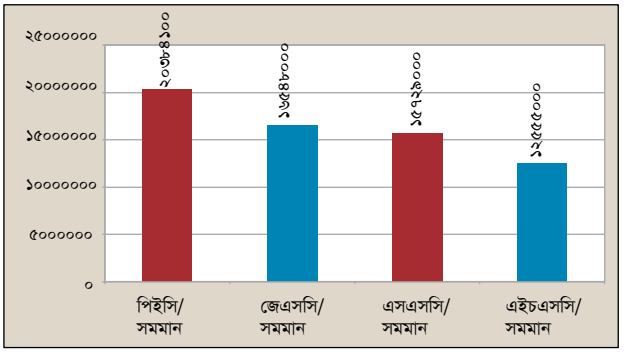

প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ করছেন পরিচালক (আইআরপি)

১৩.৭ প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং গ্রহণকারী কর্মীর সংখ্যা

সাল	ব্রিফিং গ্রহণকারী কর্মীর সংখ্যা
১৯৯২-৯৩	৩০,২৮৭
১৯৯৩-৯৪	৫৭,৩৬৮
১৯৯৪-৯৫	৮৩,৮৭৮
১৯৯৫-৯৬	৬৬,২৭৭
১৯৯৬-৯৭	২৮,৮৫৬
১৯৯৭-৯৮	২২,০৯৮
১৯৯৮-৯৯	১৬,৭৯২
১৯৯৯-০০	১০,৪৭১
২০০০-০১	৭,৭২৭
২০০১-০২	২৫,৯৯৯
২০০২-০৩	৭৪,৩০১
২০০৩-০৪	৮৭,৩৩০
২০০৪-০৫	৬৮,৯৪৭
২০০৫-০৬	৬৬,৪১৩
২০০৬-০৭	১৫৬,৬৪৭
২০০৭-০৮	১৯৬,৪৯২
২০০৮-০৯	৯৩,৩৫৫
২০০৯-১০	৩২,৯০৩
২০১০-১১	২৫,৬০১
২০১১-১২	২২,০৬২
২০১২-১৩	১৭,১৭৬
২০১৩-১৪	১৭,৫৭৯
২০১৪-১৫	২৩,৬৩৫
২০১৫-১৬	৪৭,৬১৫
২০১৬-১৭	৫২,৮৪৪

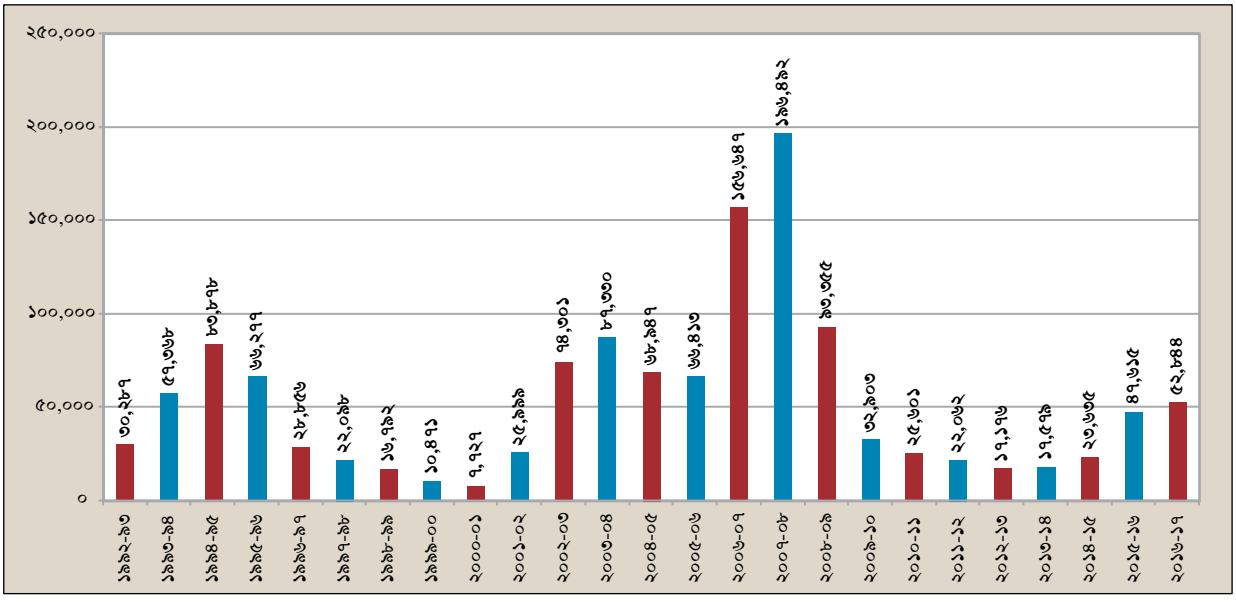

প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং গ্রহণকারী কর্মীর চিত্র (অর্থ বছর অনুযায়ী)

অধ্যায়-১৪

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড পরিচালনা পরিষদ ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

১৪.১ বোর্ড পরিচালনা পরিষদ সদস্যবৃন্দের পরিচিতি

ক্রম	নাম ও পদবী	টেলিফোন	মোবাইল	ফ্যাক্স	ই-মেইল
১	**ড. নমিতা হালদার** এনডিসি ভারপ্রাপ্ত সচিব প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৮৩৩৩৬০৪	০১৭১৩০৪২২৪৬	৭১৭১৬২২	secretary@probashi.gov.bd
২	**গাজী মোহাম্মদ জুলহাস** এনডিসি মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড	৮৩১৮২০৪	০১৭১৫২৪১৯৯৮	৮৩৩১১১৭	dg@wewb.gov.bd
৩	**জনাব মোঃ সেলিম রেজা** মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	৯৩৪৯৯২৫	০১৮১৯২৬১৭৩৫	৮৩১৯৯৪৮	dg@bmet.gov.bd
৪	**জনাব মোঃ ইমরান** অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও পর্যটন) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৯৫১২২৮১	০১৭৫৫৬২৭৭৫৭	৯৫৪০৮৪১	mdemran085@gmail.com addlsecy@mocat.gov.bd
৫	**ড. রাখাল চন্দ্র বর্মন** অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ) জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৯৫৭৩৩০৪	০১৫৫২৪৫১৭৪৭	৯৫৭৪৩২২	rc_barman59@yahoo.com
৬	**বেগম কামরুন নাহার আহমেদ** অতিরিক্ত সচিব আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়	৯৫৭৬০১২	০১৭২০৫০৮৫৮৫	৯৫১৩৫০০	quamrun@hotmail.com
৭	**জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক** অতিরিক্ত সচিব (মিশন ও কল্যাণ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৯৩৪৯১৫৩	০১৫৫২৩৯১০০৭	-	azharhuq@gmail.com
৮	**বেগম সালমা বিনতে কাদির** যুগ্ম সচিব লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৯৫৪৯০৩৭	০১৫৫২৩৩৩১৯০	৯৫৪০৫৭১	salmabenthekadir@gmail.com
৯	**জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম** মহাপরিচালক (কনস্যুলার ও কল্যাণ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৯৫৫১৮৫২	০১৭২৩৬০৭৭০৮	৭১৭১২৬৬	dgcnw@mofa.gov.bd
১০	**জনাব আহমেদ জামাল** নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	৯৫৩০৪১৯	০১৭৩০৩৩৪৭৯৯	৯৫৫০৪৫২	ahmed.jamal@bb.org.bd
১১	**জনাব বেনজীর আহমদ** মহাসচিব বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ (বায়রা)	৯৩৪৫৫৮৭	০১৭১১৬২৫৬৪৭	৯৩৪৪৯৭	baira1984@gmail.com
১২	**জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম** পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) সদস্য সচিব ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড	৮৩১৩৪৩৭	০১৮১৯২৪৯৭৮১	৮৩৩১১১৭	d.fw@wewb.gov.bd

১৪.২ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের তালিকা ও যোগাযোগ নম্বরসমূহ

নাম ও পদবী	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	মোবাইল	ফোন	ই-মেইল
গাজী মোহাম্মদ জুলহাস এনডিসি মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	তথ্য অধিকার আপিল কর্তৃপক্ষ	০১৭১৫-২৪১৯৯৮	০২-৪৮৩১৮২০৪	dg@wewb.gov.bd
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ)	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	০১৮১৯-২৪৯৭৮১	০২-৪৮৩১৩৪৩৭	d.fw@wewb.gov.bd
জনাব নুরুন আখতার পরিচালক (আইআরপি)	উদ্ভাবন	০১৮১৯-২৬২১৭২	০২-৯৩৫২৬১৯	d.irp@wewb.gov.bd
জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম পরিচালক(প্রশাসন ও উন্নয়ন)	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	০১৮১৯-২৪৩১৪৫	০২-৯৩৪৩২৪৭	d.ad@wewb.gov.bd
জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম উপ-পরিচালক	অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি কর্মকর্তা	০১৬৭০-২৭৬০৪৭	০২-৯৩৫৮৯৭৬	dd.welfare3@wewb.gov.bd
জনাব মোঃ জাহিদ আনোয়ার সহকারী পরিচালক (তথ্য ও জনসংযোগ)	তথ্য অধিকার	০১৬৮১২৭৪৭২৪	০২-৪৯৩৫৪২৮৩	ad.ipr@wewb.gov.bd

গাজী মোহাম্মদ জুলহাস এনডিসি

মোঃ শফিকুল ইসলাম

নুরুন আখতার

মোঃ জহিরুল ইসলাম

মোঃ শরিফুল ইসলাম

মোঃ জাহিদ আনোয়ার

১৪.৩ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে নব যোগদানকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারী (২০১৬-১৭)

মোঃ আতিকুল আলম
(হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)

মাসহুরীনা আলম আজমী
(সহকারী পরিচালক)

মিজানুর রহমান
(সহকারী পরিচালক)

মোঃ তানজিল হোসেন
(সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)

মোহাম্মদ নূর নবী
(হিসাবরক্ষক)

আল আমিন
(হিসাবরক্ষক)

মোঃ মাইন উদ্দিন
(হিসাবরক্ষক)

মোঃ আশরাফুল ইসলাম
(ক্যাশিয়ার)

মোঃ আশরাফুল আলম
(কেয়ারটেকার)

সোহেল রানা জসীম
(ইলেকট্রিশিয়ান)

বাজেট

প্রবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়

(২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর)

বিষয়	২০১২-১৩ টাকা (লক্ষ)	২০১৩-১৪ টাকা (লক্ষ)	২০১৪-১৫ টাকা (লক্ষ)	২০১৫-১৬ টাকা (লক্ষ)	২০১৬-১৭ টাকা (লক্ষ)	সর্বমোট	
						টাকা (লক্ষ)	টাকা (কোটি)
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড (পরিচালনা ও কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়)	৮২৯২.১৭	৬৯৮৫.৯১	১০৭৯৮.৩১	১৯৬৮৬.৮৮	২১৭৪৯.৫০	৬৭৫১২.৭৭	৬৭৫.১৩
দূতাবাস বাজেট (কল্যাণমূলক কার্যক্রমে ব্যয়)	১১৮৭.২৬	১০৭৮.৭৩	১৪৪৯.১৭	২৭৯১.৪৩	১৫৯১.৬৯	৮০৯৮.২৮	৮০.৯৮
					সর্বমোট	৭৫৬১১.০৫	৭৫৬.১১

বোর্ডের ব্যয় (প্রশাসনিক ও অন্যান্য)

খাতসমূহের নাম	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	সর্বমোট
পরিচালনা পর্ষদ ব্যয়	৮৫৪,৬৮৭	১,০৬৪,২০৬	৯৩৪,৫০০	৯৯০,০০০	১,৪৪৫,৫৬২	৫,২৮৮,৯৫৫
প্রশাসনিক ব্যয়	৩২,৮৯৮,৯৭২	৪২,৪৬৬,৪৬২	২৫,৮৪৬,৬২৯	৩৭,০১২,৫৯৫	৬২,০০৬,৬৬৯	২০০,২৩১,৩২৭
প্রবাসী কল্যাণ ব্যয়	৩৬৭,৮৫৩,৩৬২	৫১৯,১৯৫,৮২৩	৯৫০,১৮৮,৯১৫	১,৮১৯,০৪৭,৩৭৫	১,৯৮৯,৩৩৮,১৬০	৫,৬৪৫,৬২৩,৬৩৫
সরবরাহ ও সেবা	২৬,২৮৭,৪৯৭	৭২,০৭৬,০১১	৫৪,৩৫০,৬৯৫	৭২,১০২,৭৬৭	৯০,৭৩১,২৯৫	৩১৫,৫৪৮,২৬৫
মেরামত ও সংরক্ষণ	৫,৯৭৩,৮৭৫	৪,০৬৭,৬০৬	৭,৬৬০,৬১৩	১১,৯৫৯,৩০৬	৭,০৭০,৫১২	৩৬,৭৩১,৯১২
সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	৮৯,৬২৪,৬১১	৪৩,২০০,৯৪০	১৮,৫৮৪,২১৯	২৪,৬৫৩,৬৯৮	১৮,৭২৪,৫৪৯	১৯৪,৭৮৮,০১৬
নির্মাণ/পূর্ত	৩০৫,৭২৩,৮৪৩	১৬,৫২০,৪৫৯	২০,০৬০,০০০	১,৩৮১,০১৮	৩,৮৭৬,৮৪৪	৩৪৭,৫৬২,১৬৪
কর্মচারী ঋণ ও মঞ্জুরী			১,৬৩০,০০০	৪৮০,০০০	১২০,০০০	২,২৩০,০০০
থোক বরাদ্দ			৫৭৫,২২৯	১,০৬১,৮৭৬	১,৬৩৬,৫১৪	৩,২৭৩,৬১৯
সর্বমোট	**৮২৯,২১৬,৮৪৭**	**৬৯৮,৫৯১,৫০৭**	**১,০৭৯,৮৩০,৮০০**	**১,৯৬৮,৬৮৮,৬৩৫**	**২,১৭৪,৯৫০,১০৫**	**৬,৭৫১,২৭৭,৮৯৩**

বোর্ডের ব্যয় (কল্যাণমূলক)

বিষয়	২০১২-১৩		২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		সর্বমোট		
	কর্মী সংখ্যা	টাকা (লক্ষ)	কর্মী সংখ্যা	টাকা (লক্ষ)	কর্মী সংখ্যা	টাকা (লক্ষ)	কর্মী সংখ্যা	টাকা (লক্ষ)	কর্মী সংখ্যা	টাকা (লক্ষ)	কর্মী সংখ্যা	টাকা (লক্ষ)	টাকা (কোটি)
মৃতদেহ আনয়ন	২৯৭৭	-	৩২০৬	-	৩৩২১	-	৩৩৪৪	-	৩৪৫৫	-	১৬৩০৩		
মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ প্রদান	২৩১০	৭৯৯.৪২	২৫৬৯	৮৯৮.৮২	২৭০৭	৯৪৭.২৭	২৮৪০	৯৯৪.০০	২৯৯৬	১০৪৮.৬০	১৩৪২২	৪৬৮৮.১১	৪৬.৮৮
আর্থিক অনুদান প্রদান	১৩৫৪	২৫২১.৮৩	২২২০	৪৯৮০.৭০	৩১৪৬	৮২৯৬.৫৯	৫৭৪০	১৬৬১৭.০৮	৪০৫৫	১১৭৪২.২৫	১৬৫১৫	৪৪১৫৮.৪৫	৪৪১.৫৮
অসুস্থ কর্মীর সাহায্য প্রদান	১৭	২৪.০০	২৩	২২.৮০	৩৪	৩২.৩০	৬০	৫৭.৫০	৭১	৬৫.০০	২০৫	২০১.৬০	২.০২
শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	১০০	২২.০৬	২৫১	৪৪.১৭	৪০৭	৬২.৬৯	১৭৪৬	২৩৩.৯২	২২৩৪	১৪৬.৮৭	৪৭৩৮	৫০৯.৭১	৫.১০
স্মার্টকার্ড বাবদ ব্যয়	-	৭৭২.৭৬	-	১১১.৬০	-	৩৩৬.১৮	-	৪৫৩.৪১	-	৭৯৯.৭৬	-	২৪৭৩.৭১	২৪.৭৪
ডিইএমও সমূহে বাজেট প্রদান (কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়)	-	৬৭.৫০	-	৭৭.৯০	-	৮৮.৪৯	-	১৩৩.৫৬	-	২০৪.৭৬	-	৫৭২.২১	৫.৭২
										সর্বমোট	৫২৬০৩.৭৯		৫২৬.০৪

কল্যাণমূলক ও অন্যান্য খাতে ব্যয় (মিশন)

বিষয়	২০১২-১৩ (লক্ষ টাকা)	২০১৩-১৪ (লক্ষ টাকা)	২০১৪-১৫ (লক্ষ টাকা)	২০১৫-১৬ (লক্ষ টাকা)	২০১৬-১৭ (লক্ষ টাকা)	সর্বমোট	
						টাকা (লক্ষ)	টাকা (কোটি)
মৃতদেহ বাংলাদেশে ফেরত প্রেরণ	৫৫.৫০	৮৫.১০	৯৫.০০	৯৫.৫০	১৩৩.৫০	৪৬৪.৬০	৪.৬৫
আইনগত সহায়তা	১১.৩২	২৪.৮০	২৭.৩০	২৩.৫০	৩০.১০	১১৭.০২	১.১৭
অসুস্থ ও বিপদগ্রস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য	২৩.০০	৪২.৫০	৩০.২৮	৬৪.৫০	৭১.৬১	২৩১.৮৯	২.৩২
পঙ্গু ও আটকে পড়া কর্মীদের দেশে ফেরত প্রেরণ	৯.৫৫	৩১.০০	৪০.৯৭	৯৬.০০	৫৭.২৫	২৩৪.৭৭	২.৩৫
বাংলাদেশি কর্মীদের চিত্ত বিনোদন	১৬.৭৫	২৪.২০	২১.৮৪	৩২.৩৫	৩৯.৬৫	১৩৪.৭৯	১.৩৫
নারী গৃহকর্মী দেশে প্রেরণ	৩.২৭	৩.৫০	২.২৩	৭.০০	৩৬.০০	৫২.০০	০.৫২
সেইফ হোম স্থাপন ও পরিচালনা	১৪.৮০	১৫.৫০	১৪.৪৪	৪৩.৫০	৪৮.০০	১৩৬.২৪	১.৩৬
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৬৮.০০	৪৫০.০০	০	১০০০.০০	২০০.০০	১৭১৮.০	১৭.১৮
শ্রম বাজার উন্নয়ন	১৮.৫০	১৯.৭০	২০.৪০	৩৫.০০	৩৯.৫৫	১৩৩.১৫	১.৩৩
কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি, বোর্ড হতে পদায়নকৃত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বাড়ী ভাড়া, ভ্রমণ ভাতা, টেলিফোন বিল, মোবাইল বিল, যানবাহন জ্বালানী, গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ, কম্পিউটার, ফটোকপি, টাইপ রাইটার, এয়ারকুলার, গাড়ী ক্রয়, কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয়, অফিস সরঞ্জাম, টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম ও অন্যান্য অনুষঙ্গিক ব্যয়	৯৬৬.৫৭	৩৮২.৪৩	১,১৯৬.৭১	১,৩৯৪.০৮	৯৩৬.০৩	৪,৮৭৫.৮২	৪৮.৭৫
					সর্বমোট	৮০৯৮.২৮	৮০.৯৮

বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ কমিউনিটি পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোর্ড হতে অর্থ বরাদ্দ

বিষয়	২০০৯-১০ টাকা	২০১১-১২ টাকা	২০১২-১৩ টাকা	২০১৩-১৪ টাকা	২০১৪-১৫ টাকা	২০১৫-১৬ টাকা	২০১৬-১৭ টাকা	সর্বমোট	
								টাকা (লক্ষ)	টাকা (কোটি)
প্রবাসে বাংলাদেশ কমিউনিটি পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান	১৬,৪০,০০০/-	৪১৭,৩২,৯০২/-	৬৮,০০,০০০/-	৪৫০,০০,০০০/-	০	১০,০০,০০,০০০/-	২,০০,০০,০০০/-	২১,৫১.৭৩	২১.৫২

ফটো গ্যালারী

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস, ২০১৭ অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক শিক্ষাবৃত্তির চেক হস্তান্তর

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে হেল্পডেস্ক উদ্বোধন করেন মাননীয় সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

ফটো গ্যালারী

মৃতের পরিবারের নিকট ক্ষতিপূরণের দুই কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করছেন কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক

মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কর্মীর সন্তানদের বৃত্তির অর্থ প্রদানের লক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর

ফটো গ্যালারী

প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারের নিকট আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর করছেন পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ)

বিদেশগামী কর্মীদের প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করছেন পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)

ফটো গ্যালারী

হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযুক্ত শ্রীলংকান নাগরিক ও নিহতের পরিবারের মধ্যে সমঝোতা বৈঠক করছেন পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ)

বিদেশ হতে অসুস্থ হয়ে ফেরৎ কর্মীকে বিমানবন্দর থেকে গ্রহণপূর্বক ভর্তির জন্য হাসপাতাল অভিমুখে যাত্রা

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সেবা কার্যক্রম

- বিদেশগামী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের আইন-কানুন, রীতিনীতি, ভাষা, আবহাওয়া-পরিবেশ, অধিকার-কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান;
- বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন ও প্রত্যাবর্তনে সহায়তা প্রদান;
- প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান;
- প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে সহায়তা প্রদান;
- প্রবাসে কর্মীর সন্তানদের জন্য বাংলাদেশ কমিউনিটি পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় আর্থিক সহায়তা;
- বাংলাদেশ মিশনসমূহের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে কর্মীদের আইনগত সহায়তা প্রদান;
- প্রবাসে আটক কর্মীদের মুক্তকরণসহ দেশে ফেরত আনয়ন;
- আহত, অসুস্থ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মীদের দেশে ফেরত আনয়ন ও চিকিৎসার্থে ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান;
- প্রবাসে বিপদগ্রস্ত নারী কর্মীদের আশ্রয় প্রদানের জন্য সেইফ হোম স্থাপন ও পরিচালনা;
- প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনয়ন;
- বিদেশ ফেরত অসুস্থ ও মৃত কর্মীদের পরিবহনের জন্য বিমানবন্দর হতে এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান;
- বিমানবন্দর হতে মৃতের স্বজনদের নিকট মৃতদেহ হস্তান্তরের সময় মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা) চেক প্রদান;
- বৈধভাবে বিদেশ গমনকারী মৃত কর্মীর পরিবারকে ৩ (তিন) লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান;
- প্রবাসে মৃত কর্মীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/ইন্স্যুরেন্স/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট আদায় এবং ওয়ারিশদের নিকট বিতরণ;
- প্রবাসী কর্মীর সম্পদ রক্ষা এবং নানাবিধ অসুবিধা দূরীকরণে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সহায়তা;
- প্রবাসী কর্মী এবং তাঁদের পরিবারকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রবাসী কল্যাণ শাখার মাধ্যমে সেবা প্রদান; এবং
- প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার (০১৭৮৪৩৩৩৩৩৩, ০১৭৯৪৩৩৩৩৩৩, ০২-৯৩৩৪৮৮৮) এর মাধ্যমে প্রবাসী কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সমস্যা সমাধান।

প্রবাসী কল্যাণ ভবন

৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।